রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের

অনুমতি-অনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৬।

রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

রামানুজ-কৃত-টীকা-সমেত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জমহাশয়ের
অনুমতি-অনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ৩৩।১ নম্বর ভবন
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তিকর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১২৭৫।

মূল্য ৷৷০ আনা।

রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি, তপোনিরত স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদবিদ্‌-দিগের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্‌ ব্যক্তি গুণবান্‌, বিদ্বান্‌, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন্‌ ব্যক্তি সকল প্রাণির হিত সাধন করিয়া থাকেন? কোন্‌ ব্যক্তি লোক-ব্যবহার-কুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্‌ ব্যক্তিই বা রোষ ও অসূয়ার বশবর্ত্তী নহেন? রণস্থলে জাত-

ক্রোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোধন! এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুলকিত মনে কহিলেন, তাপস! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে, তৎসমুদায় সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক, এইরূপ গুণবান্ মনুষ্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁহার বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবা দেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জত্রুদ্বয় গূঢ়, হনু বিলক্ষণ স্থূল, নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব; তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রমাণানুরূপ ও বিরল। সেই সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাবীর রাম অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সদ্বক্তা। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্য-প্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতি-পরায়ণ; তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র; তিনি যশস্বী, জ্ঞান-বান্, সমাধিসম্পন্ন ও জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয় স্বজন সকলকেই রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রজাপতি-সদৃশ ও শত্রুনাশক। তিনি অনুরক্ত ভক্তকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী, ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ, মহাবীর্য্য, ধৈর্য্য-শীল ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তি-যুক্ত। সকল লোকেই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি অতি বিচক্ষণ, সদাশয় ও তেজস্বী। নদী সকল যেমন মহাসাগরকে সেবা করে; সেইরূপ সাধুগণ সততই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্রু মিত্রের প্রতি সমদর্শী ও অতিশয় প্রিয়-দর্শন। সেই কৌশল্যা-গর্ভ-সম্ভূত লোক-পূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্য-নিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজা দশরথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণ-শ্রেষ্ঠ পুত্র। মহী-পাল দশরথ এই রূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রজাগণের হিতার্থী রামচন্দ্রকে প্রজাগণেরই প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

আর্য্যা কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সামগ্রী সংভার

আহ্বত দেখিয়া দশরথের পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ সম্পূর্ণ সত্যসন্ধ ছিলেন, এই কারণে সত্যরূপ ধর্ম্ম-পাশে বদ্ধ থাকাতে প্রিয় পুত্র রামকে বনবাস দেন। মহাবীর রামও কৈকেয়ীর হিতসাধন এবং পিতার সত্য প্রতিপালন এই উভয় কার্য্যানুরোধে পিতার আজ্ঞাক্রমে বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সুমিত্রার আনন্দ-জনক বিনীতস্বভাব লক্ষ্মণ রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে দেখিয়া সৌভ্রাত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করি-লেন। সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না জনক-কুলোৎপন্না বিষ্ণুর মোহিনী-মূর্ত্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী রমণী-কুলমণি ভর্ত্তা রামের হিত-সাধিকা ও প্রাণাধিকা প্রিয়-দয়িতা সীতাও রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, সেই রূপ প্রিয়তমের অনুসরণে প্রবৃত্তা হইলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও রামের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র নিষাদগণের অধিপতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শৃঙ্গবের পুরে জাহ্নবী-তীরে সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অগাধ-সলিলা নদী সকল পার

হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইয়া এক সুরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিহার করত তথায় পরম সুখে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্য-ভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হন নাই। পরে তিনি রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনে প্রস্থান করিলেন এবং বিনীতবেশে সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য অধিকার করা বিহিত নহে, আপনি এই ধর্ম্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব এক্ষণে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এই রূপ প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন যশস্বী উদারস্বভাব রাম পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্য গ্রহণে সম্মত হন নাই।

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্য পালনার্থ ভরতকে পাদুকাযুগল ন্যাসস্বরূপ দান করিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত প্রার্থনাসিদ্ধি

বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দন পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় রামের আগমন-কাল প্রতীক্ষা করত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্য-প্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রাম পুরবাসিদিগের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপলাশ লোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসের বধ সাধন পূর্ব্বক মহর্ষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতা ইধ্মবাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে ঐন্দ্র ধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন।

যৎকালে রামচন্দ্র সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অসুর ও রাক্ষসদিগের বিনাশ বাসনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্য-বাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের সন্নিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অসুর সংহারে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর তিনি একদা জনস্থান-বাসিনী কামরূপা শূর্পণখার নাশা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তজ্জন্য

রাক্ষসগণ শূর্পণখার উত্তেজনায় সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণকে অনুচরগণের সহিত সংহার করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থান কালে তাঁহার হস্তে ঐ স্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতি-বধ-বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে সাহায্য প্রদানার্থ প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইরূপ অসম সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বার বার নিবারণ পূর্ব্বক কহিয়াছিল, রাবণ! মহাবীর রামের সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু রাবণ মৃত্যু-প্রেরিত হইয়া মারীচের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে মারীচের মায়ায় মোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুর বধ সাধন পূর্ব্বক জানকীকে হরণ করিয়া আনিল। অনন্তর রামচন্দ্র সীতা অপহৃত ও পক্ষীন্দ্র জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া দুঃখিত মনে বনে বনে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কবন্ধকে

বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ চিতানলে ভস্মীভূত করিলে সে দিব্য গন্ধর্ব্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণ কালে রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, রাম! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মশীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে শবরী-সন্নিধানে গমন করেন এবং শবরী কর্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া পম্পা-তীরে মহাবীর হনুমানের নিকট সমুপস্থিত হন।

অনন্তর হনুমানের বাক্যানুসারে সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ সীতার দুরবস্থার বিষয় অবিকল সকলই কহিলেন। কপি-বর সুগ্রীব রামের মুখে দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নি-সন্নিধানে পুলকিত মনে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালীর সহিত তাঁহার কি কারণে বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে বিষণ্ণ মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া বালিবধো-দ্দেশে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হন। অনন্তর সুগ্রীব রামের নিকট মহাবীর বালীর বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি বালির তুল্য-বল হইবেন কি না এই ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বালীর বলবত্তায় রামের

সম্যক্‌ বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত দৈত্য দুন্দুভির পর্ব্বতা-কার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবাহু মহাবল রাম দুন্দুভির অস্থি দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শতযোজন অন্তরে তৎসমুদায় নিক্ষেপ করিলেন এবং একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিলেন। তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক বিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ কপিবর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালী সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রাম সুগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালীর প্রাণ সংহার করিলেন এবং বালীর রাজ্য সুগ্রীবকে দিলেন।

তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হনুমান পক্ষীন্দ্র সম্পাতির বাক্যে শতযোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত পুরী লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক অশোক বনে ধ্যানে নিমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন ও

অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণ দ্বার চূর্ণ করিলেন।

তৎপরে মারুতি পাঁচ জন সেনাপতি সাত জন মন্ত্রি-কুমার ও রাবণ-তনয় মহাবীর অক্ষকে বিনাশ করিয়া মেঘ-নাদের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হন এবং তিনি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে অবিলম্বে ব্রহ্মাস্ত্র-কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন জানিয়া যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে সংযত করিয়া লইয়া যাইতেছিল রাবণকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। অনন্তর কেবল অশোক বন ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হন।

অপরিচ্ছিন্ন বলবুদ্ধিসম্পন্ন হনুমান্ মহাত্মা রামের নিকট উপ-স্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি যথার্থতই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম। রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সাগর-তীরে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর-নিকর দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করি-লেন। সমুদ্র রাম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের বাক্যানুসারে নলের সাহায্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষস-গৃহে অধিবাস নিবন্ধন লোকাপবাদ ভয়ে ভীত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম অগ্নির বাক্যানুসারে সীতাকে নিষ্পাপা বোধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে তিনি রাক্ষস-প্রধান বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষেক পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইয়া আনন্দিত হন।

অনন্তর রাম অমরগণের নিকট বর লাভ পূর্ব্বক বানরদিগকে সমর-শয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া সুহৃদগণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন; পরে সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদগণের সহিত পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন। এক্ষণে তিনি তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত মস্তকের জটাভার অবতরণ

পূর্ব্বক সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজা-পালন করিতেছেন। তাঁহার এই রাজ্য-কালে প্রজারা হৃষ্টপুষ্ট, আধিব্যাধি বিবর্জ্জিত দুর্ভিক্ষ-ভয়শূন্য ও ধার্ম্মিক হইবে। পিতা কদাচই পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে না। নারীগণ সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। তাঁহার রাজ্য-মধ্যে অগ্নি-ভয় বায়ু-ভয় ও তস্কর-ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহই জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। নগর ও রাষ্ট্র সকল ধন ধান্য সম্পন্ন হইবে। সকলেই সত্যযুগের ন্যায় নিরন্তর সুখে কালহরণ করিবে। সেই রঘুকুল-তিলক রাম বহু ব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে অযুত কোটি ধেনু ও প্রচুর ধন দান পূর্ব্বক অনেকানেক রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখিবেন। এই রূপে তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্কর পবিত্র পাপ-নাশক পুণ্যজনক বেদোপমিত রাম-চরিত পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র পৌত্র ও অনুচরগণের সহিত দেহান্তে

দেবলোকে গিয়া সুখী হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্‌পটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক্‌ বাণিজ্যে বহু অর্থ ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন।

---

(২)

দ্বিতীয় সর্গ।

ধর্ম্ম-পরায়ণ সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্ত্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাল্মীকি মুহূর্ত্তকাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভাগীরথীর অদূরে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর অবতরণ-প্রদেশ কর্দ্দম-শূন্য দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দ্দম-শূন্য এবং সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় ইহার জল কেমন স্বচ্ছ; এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করিব। গুরু-শুশ্রূষানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বা-ল্মীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক তীরবর্ত্তি নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কানন-সমীপে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর স্বরে গান

করত সুস্থ শরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিত-লিপ্ত-কলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া এবং সেই তাম্র-শীর্ষ কামোন্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চির-বিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি সম্ভোগ-প্রবৃত্ত বিহঙ্গকে নিষাদ কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠ স্বরে তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্ম-জনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চ মিথুন হইতে কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস; অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিবি না। বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বার বার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ মহর্ষি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই বাক্য চরণ-বদ্ধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব ইহা যখন আমার শোকা-

বেগ-প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং মহর্ষিও তাঁহার প্রতি যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকি বিধানানুসারে তমসায় স্নান করিয়া ঐ শ্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন বিনীতস্বভাব তদীয় শিষ্য ভরদ্বাজও পৃষ্ঠে জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি, শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথা উত্থাপন করত এক একবার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাপতির অনুমতি অনুসারে উপবিষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চ-বধ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! বৈরাচরণপর পামর ব্যাধ অকারণ সেই কলকণ্ঠ বিহঙ্গকে বিনাশ করিয়া কি কুকার্য্যই অনুষ্ঠান করিয়াছে। অনন্তর ক্রৌঞ্চীর দুঃখ বারংবার তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল এবং উহার নিমিত্ত একান্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে সেই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্যামী ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা সহাস্যমুখে মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে; এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাপস! আমার সংকল্প প্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রাম-চরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল গম্ভীর-স্বভাব বুদ্ধিমান্ রামের এবং লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফূর্ত্তি পাইবে। তোমার এই কাব্যের কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। অতএব তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবদ্ধ কর। এই জীবলোকে যতকাল

গিরিনদী সকল অবস্থান করিবে, তত দিন ত্বৎকৃত এই রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে এবং তত দিন তোমার কীর্ত্তি-শরীর ঊর্দ্ধ্ব ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি এই ব্যাপারে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করত প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন; গুরুদেব, তুল্যাক্ষর চরণ-চতুষ্টয়-সম্পন্ন যে পদাবলী গান করিয়াছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চরিত হওয়াতে তাহা শ্লোক বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহাত্মা এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূপ সংকল্পও করিয়াছেন।

উদারদর্শন অতুল কীর্ত্তিসম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও পদযুক্ত তুল্যাক্ষর মনোহর বহুসংখ্য শ্লোক দ্বারা দশরথ-তনয় রামের যশস্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। পাঠক! এক্ষণে সেই সমাস সন্ধি ও প্রকৃতি প্রত্যয় যোগ-সম্পন্ন দোষ-বিরহিত মধুর ও প্রসাদ গুণোপেত বাক্যে সঙ্কলিত ঋষি-প্রণীত রাম-চরিত ও রাবণ-বধ শ্রবণ কর।

তৃতীয় সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গ-সাধক হিতজনক সমগ্র রাম-চরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং পূর্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও বিধানানুসারে আচমন পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং ভার্য্যা প্রজা ও অমাত্যাদি সহিত রাজা দশরথ, ইহাঁদিগের হাস্য পরিহাস, কথা বার্ত্তা ও ক্রিয়া কলাপ এই সমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। সত্য-সন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে বনে পর্য্যটন করত যেরূপ দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য কার্য্য করতলস্থ আমলকের ন্যায় তিনি দেখিতে পাইলেন। তখন মহামতি মহর্ষি যোগবলে এই সমস্ত অবগত হইয়া নারদ কর্ত্তৃক পূর্বকীর্ত্তিত, ধর্ম্ম ও কামপ্রতিপাদক, সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের আধার, শ্রবণ-

মনোহর রাম-চরিত রচনা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের জন্ম, তাঁহার বল, লোকানুরাগিতা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যতা, ও সত্যশীলতা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পরের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে জানকীর বিবাহ, ধনুর্ভঙ্গ, ভার্গবের সহিত রামের বিবাদ ও রামের গুণ সমুদায়, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্টভাব রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক বিলাপ ও পরলোক-প্রাপ্তি, প্রজাবর্গের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদাধিপ সংবাদ, সারথি সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তন, গঙ্গা সন্তরণ, রামের ভরদ্বাজ সন্দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশানুসারে রামের চিত্রকূট পর্বতে গমন ও তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ, ভরতের আগমন ও ভরত কৃত রামের প্রসাদন, রামের পিতৃতর্পণ, পাচুকা-অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্য গমন, বিরাধ বধ, শরভঙ্গ দর্শন, সুতীক্ষ্ণ সমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্র অবস্থান ও সীতার দেহে অনসূয়ার অঙ্গরাগ প্রদান, রামের অগস্ত্য দর্শন, ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখা সংবাদ ও তাহার বিরূপকরণ, খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়ের বধ, রাবণের সীতাহরণোদ্যোগ, মারীচ-বধ, সীতাহরণ, রামচন্দ্রের বিলাপ,

জটায়ুর মৃত্যু, রামের কবন্ধদর্শন, পম্পা দর্শন, শবরী দর্শন, ফলমূল ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ, হনুমদ্দর্শন, ঋষ্যমূকে গমন, সুগ্রীব-সমাগম, সুগ্রীবের বিশ্বাসোৎপাদন ও তাঁহার সহিত সখ্যভাব, বালি-সুগ্রীব-বিগ্রহ, বালিবিনাশ, সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি, তারা-বিলাপ, রামসুগ্রীব-সংকেত, বর্ষানিশায় আবাসগ্রহণ, রামের ক্রোধ, কপিবলসংগ্রহ, দূতপ্রেরণ, পৃথ্বীসংস্থান কথন, রামের অঙ্গুরীয় দান, জাম্বুবানের গহ্বর দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতি-দর্শন, পর্বতারোহণ, সাগর লঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাক-দর্শন, রাক্ষসীতর্জন, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকা-নিধন, লঙ্কা-দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কাপুরী প্রবেশ, অস-হায় অবস্থায় কর্ত্তব্যাবধারণ, পানভূমি গমন, অন্তঃপুরদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎকার, পুষ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বনে গমন, সীতা দর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতার বাক্য, রাক্ষসী-তর্জন, ত্রিজটার স্বপ্ন দর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসী বিদ্রাবণ, কিঙ্কর সংহার, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহ কালে হনুমানের গর্জন, পুনরায় সাগর লঙ্ঘন, মধুহরণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাস দান, মণি প্রদান, সমুদ্র-সমাগম, সেতু-বন্ধন, সমুদ্রোত্তরণ, রজনীতে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণ সংসর্গ, বধোপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণ-নিধন, মেঘনাদ-বধ, রাবণ বি-

নাশ, রামের সীতা প্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক দর্শন, অযোধ্যায় আগমন, ভরদ্বাজ সমাগম, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, রাষ্ট্রানুরাগ ও সীতা পরিত্যাগ, মহর্ষি বাল্মীকি এই সমস্ত এবং রামের অপ্রচারিত অন্যান্য সমুদায় বিষয় স্বপ্রণীত কাব্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্থ সর্গ।

রঘুকুল-তিলক রাম রাজ্য লাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র পদ ও অর্থ সংযুক্ত রামচরিত সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্য মধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচ শত সর্গ ও ছয় কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড প্রস্তুত আছে। এই উত্তর কাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভ প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মুনিবেশধারী আশ্রমবাসী যশস্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্ম্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বরসম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থ বোধে সমর্থ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাবণবধ নামক সীতা-চরিত-সংক্রান্ত স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা গন্ধর্বের ন্যায় পরম সুন্দর ও মধুর-কণ্ঠস্বর-সম্পন্ন ছিলেন। উহাঁরা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থান ও মূর্চ্ছনা তত্ত্ব সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

ইহাঁদিগকে দেখিলে বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত।

অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রুতিসুখকর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণ-সম্মত ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর সংযুক্ত, তাললয়ানুকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-প্রভৃতি রস-বহুল মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধু-সমাজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষানুরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সেই সর্ব্ব সুলক্ষণ-সম্পন্ন মহাভাগ মহাত্মা কুশী ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশুদ্ধ-স্বভাব ঋষিগণের সমক্ষে এই মহাকাব্য গান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-বৎসল ঋষিগণ তাঁহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাষ্পা-কুললোচনে তাঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সবি-শেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! গীতের কি মাধুরী, শ্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে! বহুকাল হইল, রামের এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাচ অধুনা যেন তৎসমুদায় প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছে!

অনন্তর কুশ ও লব ভাবে উন্মত্ত হইয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত আর্দ্র করত মধুর উচ্চ ও ষড়্জাদি স্বরে গান করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের মুখ হইতে প্রশংসাধ্বনি উচ্চরিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সহসা উত্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক কলশ প্রদান করিলেন। কেহ প্রসন্ন হইয়া বল্কল দিলেন। কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মুঞ্জানির্ম্মিত তন্তু, কেহ আসন ও কেহ বা কৌপীন দান করিলেন। কোন এক মুনি সন্তুষ্ট হইয়া এক খানি কুঠার দিলেন। কেহ বা কাষায় বস্ত্র, কেহ চীর বস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ কাষ্ঠাহরণ রজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠ-ভার এবং কেহ কেহ উড়ুম্বর, নির্ম্মিত পীঠ প্রদান করিলেন। কোন মহর্ষি "স্বস্তি" কেহ বা "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হস্তোত্তলন পূর্ব্বক প্রীত মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সত্যবাদী ঋষিগণ কুশ ও লবকে এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা অতি চমৎকার হইয়াছে এবং প্রবন্ধ-রচনা বিষয়ে ইহা কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হইবে। হে সঙ্গীত-সুনিপুণ কুশলব! তোমরা এই আয়ুষ্কর পুষ্টিকর ও শ্রবণমনোহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ।

এইরূপে কুশ ও লব সংগীত দ্বারা সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা রামচন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া স্বভবনে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। পরে তিনি কাঞ্চন-নির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিবর্গ তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রামচন্দ্র সেই বিনীত রূপ-সম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেব-প্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদ-সংযুক্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া সেই গায়ক দ্বয়কে গান আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আহ্লাদিত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ উচ্চস্বরে রাগ রাগিণী সহকারে বীণার ন্যায় মধুর-রবে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন। শ্রুতি-সুখকর গীতি, সমিতিমধ্যে সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। তখন রাজা রামচন্দ্র পুনরায় ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; ভ্রাতৃগণ! এই তাপস কুশ ও লব মুনিবেশধারী

হইলেও স্বদেহে রাজচিহ্ন সমুদায় বহন করিতেছেন। ইহাঁরা গায়ক এবং এই উপাখ্যানও অতি মধুর ও আমারই যশস্কর অতএব তোমরা এক্ষণে অবহিত মনে ইহা শ্রবণ কর। রাম ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কুশ ও লবকে গাইতে কহিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা লাভ করিয়া সংস্কৃতাশ্রিত গীত গাইতে লাগিলেন এবং রামও রাজসভায় সমাসীন হইয়া আপনার চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনায় গীত শ্রবণে একান্ত আসক্ত হইলেন।

---

(৪)

পঞ্চম সর্গ ।

প্রজাপতি মনু অবধি জয়শীল যে সমস্ত নৃপতি এই সসাগরা বসুমতীকে অনন্যসাধারণ রূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, যে সগরের গমনকালে ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিতেন এবং যিনি সাগর খনন করেন, আমরা শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সেই মহীপালগণের বংশ এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই ত্রিবর্গ-সাধন উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অসূয়া-শূন্য হইয়া শ্রবণ করুন।

স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর ধনধান্য-সম্পন্ন আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ অতিসমৃদ্ধ কোসল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃ-পথ সকল বিকসিত-কুসুম-সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া

উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারি দিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণ সকল রহিয়াছে। কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র সঞ্চিত আছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজ-পট সকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ-নির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ন-নির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার সুবর্ণ-খচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্য তণ্ডুল ও নানা প্রকার

রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষু-রসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয় স্বজন-বিহীন ও লুক্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যক্তি-সকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শর-নিকরে বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন এই প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান্ বেদ বেদাঙ্গবেত্তা দান-শীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল-প্রভা-সম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ সর্ব্বালঙ্কার শোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদ বেদাঙ্গ-পারগ পরম-ধার্ম্মিক দূরদর্শী তেজস্বী যজ্ঞশীল ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষিকল্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশালী মনুর ন্যায় প্রজা পালন করিতেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি এক জন স্বাধীন রাজা। চতুরঙ্গবল-প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গ সকল ইহাঁর সংগ্রহ ছিল। পুর ও জনপদবাসী প্রজারা ইহাঁর প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ইহাঁর শত্রু সকল বিনষ্ট ও মিত্রদল পুষ্ট হইত। ধন ধান্যাদি সংগ্রহ-নিবন্ধন ইনি সুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়া প্রথিত ছিলেন। ত্রিদশাধিপতি যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সত্য-প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্ম্মার্থকাম অনুসরণ পূর্ব্বক অযোধ্যা পালন করিতেন।

তাঁহার রাজ্য-কালে ঐ নগরীর লোক সকল ধর্ম্ম-পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ হৃষ্ট স্বধন-সন্তুষ্ট অলুব্ধ-স্বভাব ও সত্যবাদী ছিল।

সকলেই প্রচুর-পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো অশ্ব ও ধন ধান্য-সঞ্চয় নাই এমন গৃহস্থই প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে যাহা অভিলাষ করিত তাহাই তাহার সিদ্ধ হইত। কোন পুরুষই কামোন্মত্ত দুরাচার ও ক্রূর ছিল না। তথায় মূর্খ ও নাস্তিকও দৃষ্টিগোচর হইত না। নর নারী সকল ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় স্বভাব-সন্তুষ্ট এবং মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্ন-চিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্ম্মানুগত ভোগসুখ চরিতার্থ করিতে কেহই কাতর ছিল না। সকলেই পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিত এবং পরিচ্ছন্ন থাকিত। সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলেই অঙ্গদ নিষ্ক ও করাভরণ ধারণ করিত। কাহারই মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। সকলে সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল। কেহই ক্ষুদ্রাশয় তস্কর কদাচার ও জাতি-সঙ্কর সমুৎপন্ন ছিল না। দ্বিজগণ জিতেন্দ্রিয় দানাধ্যয়ন-সম্পন্ন ও অনিষিদ্ধপ্রতিগ্রহী ছিলেন। কেহই অসূয়া-পরবশ ও অশক্ত ছিল না। সকলেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান করিত। কেহ দীন ক্ষিপ্তচিত্ত ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত ছিল না। নর নারী সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অপূর্ব্ব শোভা-সম্পন্ন ছিল। সকলে রাজার প্রতি অসা-

ধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় দেব-ভক্তি-যুক্ত অতিথি-সৎকার-পর কৃতজ্ঞ বদান্য ও বীর ছিলেন। অকাল-মৃত্যু কাহাকেই সহ্য করিতে হইত না। সকলেই পুত্র পৌত্র ও কলত্রে নিরন্তর পরিবৃত থাকিত। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।

গিরিদরী যেমন কেশরী দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী অকুটিল-স্বভাব অসহিষ্ণু ধনুর্ব্বেদ-বিশারদ ও বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। কাম্বোজ বাহ্লীক ও পারস্য-দেশীয় এবং সিন্ধুপ্রদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্ব সকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতে জাত দিগ্‌গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই ত্রিবিধ-জাতি সঙ্করজ * ভদ্র মন্দ্র, মন্দ্র মৃগ ও মৃগ মন্দ্র এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি সঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উত্তুঙ্গ মাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ

---

* যে হস্তীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংক্ষিপ্ত তাহা ভদ্র, যাহার দেহ স্থূল লোল ও সংক্ষিপ্ত তাহা মন্দ্র এবং যাহার আকার কৃশ ও দীর্ঘ প্রায় তাহা মৃগ জাতীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না। শত্রু-নাশন রাজা দশরথ চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেইরূপ সেই যথার্থ-নামা সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গল-সম্পন্ন বিচিত্র গৃহ পরি-শোভিত বহুল লোক সঙ্কুল ও মঙ্গলালয় অযোধ্যা শাসন করিতেন।

সপ্তম সর্গ।

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আট জন, মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁরা যশস্বী বিশুদ্ধস্বভাব ও গুণবান্; অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞান-বিষয়ে ইহাঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপতির হিত-সাধনে নিরন্তর যত্ন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুই জন দশরথের সর্বপ্রধান ঋত্বিক ছিলেন। তদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজমন্ত্রিগণ তেজস্বী বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন লজ্জাশীল নীতিনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ অপ্রতিহত-পরাক্রম কীর্ত্তিমান্ সাবধান স্মিতপূর্বাভি-ভাষী যশস্বী ক্ষমাবান্ ও নৃপতির নিদেশানুবর্ত্তী ছিলেন। ইহাঁরা কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থলোভ বা ক্রোধনিবন্ধন কদাচই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। স্বপক্ষ ও

পরপক্ষীয়েরা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, দূতমুখে তৎসমুদায়ই অবগত হইতেন। ইহাঁরা সকলেই ব্যবহার-কুশল। মহারাজ অগ্রে ইহাঁদিগের বন্ধুত্বের সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কৃতাপরাধ পুত্রকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না। কোশ ও সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে ইহাঁদিগের সবিশেষ যত্ন ছিল। ইহাঁরা নিরপরাধ শত্রুরও হিংসা করিতেন না। ইহাঁরা সকলেই বিপক্ষ-নিবারণ-ক্ষম নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। অধিকারস্থ সাধুলোকেরা ইহাঁদিগের প্রযত্নে নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের কদাচই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না এবং অপরাধের বলাবল বিচার পূর্ব্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করিয়া রাজকোশ পূরণ করিতেন। এই সমস্ত একমতাবলম্বী মহাত্মাদিগের বিচার-কালে রাজ্যমধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী অসৎস্বভাবাপন্ন ও পরদার-পরায়ণ ছিল না। সর্ব্বত্রই শান্তি-সুখ বিস্তীর্ণ ছিল। এই সকল মন্ত্রী পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন এবং নৃপতির হিতসাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন করিয়া রাখিতেন। রাজা ইহাঁদিগকে প্রকৃত গুণবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিদেশেও যে সমস্ত ঘটনা হইত, ইহাঁরা আপনাদিগের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তৎসমুদায়ই অবগত হইতেন।

সকল দেশে ও সকল কালে লোকে ইহাঁদিগের গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইত। ইহাঁরা সন্ধি-বিগ্রহ-বিষয়ে পারদর্শী ও সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁরা মন্ত্ররক্ষায় সুনিপুণ সূক্ষ্ম-বিচার-পটু নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাত বদান্য নিষ্পাপ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ এই সমস্ত অমাত্যগণের সহিত নিরন্তর পরিবৃত হইয়া দূত-সাহায্যে স্বদেশ ও পরদেশ-বৃত্তান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্মত প্রজা পালন পূর্ব্বক দেবলোকে দেবপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অধর্ম্ম তাহাঁকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি কখন অধিক-বল বা তুল্যবল শত্রু লাভ করেন নাই। তাঁহার মিত্রপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অধীন নৃপতিগণ তাঁহার নিকট সতত সন্নত হইয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতাপে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। এইরূপে সেই মহীপাল দশরথ হিতানুষ্ঠান-নিবিষ্ট অনুরক্ত সূক্ষ্মদর্শী কার্য্যকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইয়াছিলেন।

অষ্টম সর্গ।

ঈদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ সন্তান-কামনায় নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেই ধীমান্, স্থিরচিত্ত আমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রিপ্রধান সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদ বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহা-দিগকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই; এক্ষণে বাসনা যে আমি সন্তানকামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি

অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে আপনারা তাহা অবধারণ করুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্লমনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্র লাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু-পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে নানাপ্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান

করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে শান্তি কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য্যকুশল; অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধি পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! ঋত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সন্নিহিত মন্ত্রিবর্গকে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তানকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, অতএব তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহীপালের এই মধুর বাক্যে সেই কমনীয়-কান্তি নৃপকান্তাগণের মুখশশী বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

নবম সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছেন দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণের অভিমত। এক্ষণে আমি পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপনারই পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত সেই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ-সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, হে তপোধনগণ! মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্নে নিরন্তর বনমধ্যে পরিবর্দ্ধিত ও বনচারী হইয়া কাল যাপন করিবেন। তিনি নিয়ত পিতার অনুবৃত্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেই জানিবেন না। লোকমধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং ব্রাহ্মণেরাও সর্বদা কহিয়া থাকেন যে, মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য *

* যিনি ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করেন, তিনি মুখ্য ব্রহ্মচারী।

ও গৌণ * এই দুইপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। বিপ্রগণ! নিয়ত অগ্নি পরিচর্য্যা ও পিতৃ শুশ্রূষায় বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। এই অবসরে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত সুবিখ্যাত এক রাজা জন্মিবেন। এই রাজার দোষে অঙ্গদেশে সর্ব্বভূত-ভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। মহীপাল লোমপাদ এইরূপ দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন পূর্ব্বক কহিবেন, বিপ্রগণ! আপনারা লোকাচার ও শ্রৌতকার্য্য অবগত আছেন, অতএব এই অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নিয়মের আদেশ করুন। ঐ সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিবেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যে কোন উপায়ে হউক রাজ্য মধ্যে আনয়ন করুন। তাঁহাকে আনিয়া ও সমুচিত সৎকার করিয়া তাঁহার সহিত বিধানানুসারে আপনার তনয়া শান্তারে বিবাহ দিন।

রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে সেই তেজস্বী মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন,

---

* যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দার গ্রহণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীসম্ভোগ করেন, তিনি গৌণ-ব্রহ্মচারী।

এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিবেন। অনন্তর মন্ত্রি-গণের সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির করিয়া অমাত্য-গণ ও পুরোহিতকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন। তখন অমাত্য ও পুরোহিত ইহাঁরা রাজার এই আদেশে দুঃখিত হইয়া লজ্জাবনত-মুখে অনুনয় বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিবেন, মহারাজ! আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক কহিবেন, অঙ্গরাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করিব। এক্ষণে ইহার যেরূপ উপায় স্থির করিলাম, ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত হইবে না।

মহারাজ! এই রূপে রাজা লোমপাদ বেশ্যা-সাহায্যে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋষ্য-শৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসিলে সুররাজ ইন্দ্র মুষলধারে বারি বৃষ্টি করেন। রাজা লোমপাদও সেই ঋষিতনয়ের সহিত তনয়া শান্তার বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনার সেই জামাতা ঋষ্য-শৃঙ্গই আপনার সন্তান-কামনা পূর্ণ করিবেন। মহারাজ! সনৎকুমার যাহা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

দশম সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! অঙ্গরাজ যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও কীর্ত্তন কর। মন্ত্রী সুমন্ত্র অযোধ্যাধিপতি দশরথ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ যে রূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুন। অঙ্গরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়নের আদেশ করিলে কুলপুরোহিত ও অমাত্যগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির করিয়াছি; তাহা কখনই বিফল হইবে না। তপস্বী স্বাধ্যায়-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়ত বনে বাস করিয়া থাকেন। তিনি স্ত্রী-বিহার-সুখ কিছুই জানেন না। অতএব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোন্মাদী ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া এই নগর মধ্যে আনয়ন করিব; আপনি অবিলম্বে তাহার আয়োজন করুন। রূপবতী বারযুবতীরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া তথায় গমন

করুক। উহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে লোভে ফেলিয়া এখানে আনয়ন করিবে।

রাজা লোমপাদ এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই ইহা সংসাধন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পুরোহিত এই কার্য্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া মন্ত্রিগণকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও অনতিবিলম্বে সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারনারীগণ সচিবগণের নিদেশে বনপ্রবেশ করিল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের আশ্রমের অনতিদূরে, সেই সুধীর ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিল। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃবাৎসল্যে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আশ্রম পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন কোথায়ও যাইতেন না। জন্মাবধি নগর ও জনপদের স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই দেখেন নাই এবং তত্রত্য কোন প্রকার জন্তুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অনন্তর একদা ঋষ্যশৃঙ্গ যে স্থানে বারাঙ্গনাগণ অবস্থান করিতেছিল, যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সুবেশা বিলাসিনীরা সহসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহারা তৎকালে মধুর স্বরে গান করিতেছিল। গান করিতে করিতে সেই ঋষিকুমারের সন্নিধানে

আগমন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে? কি করেন এবং এই জনশূন্য দূরতর অরণ্যে একাকী কি কারণেই বা সঞ্চরণ করিতেছেন? বলুন, এই সমস্ত জানিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আপনার পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, আমি মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরস পুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ; তপঃসাধন করাই আমার কার্য্য, ইহা এই ভূলোকে প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, ঐ অদূরে আমাদিগের আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আমি তথায় বিধি পূর্ব্বক তোমাদিগের অতিথি সৎকার করিব।

অনন্তর সেই সমস্ত বারমহিলা ঋষিপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তপোবন দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও ফল মূলাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তখন বেশ্যারা সেই ঋষিকুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে শীঘ্র তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার মানসে তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনিও আমাদিগের এই সমস্ত সুস্বাদু ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ করুন; আপনার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সেই সকল ললনা তাঁহাকে আলি-

ঙ্গন করিয়া পুলকিত মনে সুস্বাদু মোদক ও অন্যান্য নানা-প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য উপযোগ করিয়া মনে করিলেন, যাঁহারা নিয়ত অরণ্যবাসে কাল হরণ করিয়া থাকেন, বুঝি এরূপ ফল তাঁহাদের কখনই উদরস্থ হয় নাই।

অনন্তর সেই সমস্ত বারনারী মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া কোন এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক আশ্রম হইতে প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে ঋষ্য-শৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া তাহাদিগের বিরহ-দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সেই কামিনী-গণসংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্ব দিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রমণীগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক কহিল, সৌম্য! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চলুন, তথায় নানাপ্রকার প্রচুর ফলমূল আছে, ভোজন ব্যাপার বিশেষ রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গনাদিগের এইরূপ হৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহারাও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

অনন্তর এইরূপে সেই ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে দেবরাজ জীবলোককে পুলকিত করত সহস্রধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা লোমপাদ বৃষ্টির সহিত তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদ বন্দন করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সমুচিত সৎকার করিয়া ললনাদিগের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হন, এই ভয়ে বার বার তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই মহর্ষিকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্তমনে শান্তাকে সমর্পণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজা বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সর্ব্ব-কাম-সম্পন্ন হইয়া সহধর্ম্মিণী শান্তার সহিত অঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

—০◌০—

মহারাজ! দেব-প্রধান ধীমান্ সনৎকুমার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট পুনরায় সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে পরম ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইহাঁর সহিত অঙ্গরাজের আত্মজ লোমপাদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে যশস্বী মহীপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মন্! আমি নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ আমার বংশ রক্ষার্থ সেই যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উহাঁকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা অবধারণ পূর্ব্বক পুত্রকলত্র-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহৃষ্ট মনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ পুত্রার্থ ও স্বর্গলাভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে তাঁহার এই

পুত্রেষ্টি পূর্ণ হইবে এবং তাঁহার ঔরসে ত্রিলোক-বিখ্যাত অতুল-বল-সম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ-সমক্ষে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বল বাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাদরে মহর্ষি ঋষ্য-শৃঙ্গকে আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুমন্ত্র যাহা কহিল, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাত্যেরাও তাঁহার সমভিব্যা-হারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন উপবন, নদ নদী সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে লোম-পাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। তখন লোমপাদ রাজা দশরথকে সমুপস্থিত দেখিয়া বন্ধুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট তাহার পরিচয় দিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সাত আট দিবস লোমপাদের সহিত একত্র বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহৎ-কার্য্যানুষ্ঠানের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শান্তাকে ভর্তা ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়স্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, বৎস! তুমি সহধর্ম্মিণীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর। ঋষ্যশৃঙ্গ অবিচারিতমনে শ্বশুরের এই অনুরোধ-বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর তিনি লোমপাদের আদেশে ভার্য্যার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দশরথও সুহৃৎকে সম্ভাষণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রমণ-কালে উভয় মিত্র একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলি বন্ধন ও স্নেহভরে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। পরে দশরথ বয়স্য লোমপাদের আবাস হইতে নির্গত হইয়াই দ্রুতগামী দূতগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসিদিগকে অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, পরিষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিগণ রাজার প্রত্যা-গমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলম্বে সমস্ত নগর

সুসজ্জিত করিল। অনন্তর মহীপাল; ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র যেমন বামনকে দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রের সহকারী নরেন্দ্র, ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মান পূর্ব্বক নগরমধ্যে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া নগরবাসিরা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিলেন এবং তাঁহার আগমন নিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা সেই বিশাললোচনা শান্তাকে ভর্ত্তার সহিত সমাগতা দেখিয়া প্রীতিভরে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শান্তা, মহীপাল দশরথ ও ঐ সমস্ত মহিলা কর্ত্তৃক সবিশেষ সমাদৃতা হইয়া ভর্ত্তার সহিত পরম সুখে তথায় কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর বহু দিন অতীত ও মনোহর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সন্তান-কামনায় দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পাদ বন্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় যাবদীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। তখন রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের নিদেশানুসারে সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র ত্বরিতপদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করিয়া ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই। এক্ষণে বাসনা যে সন্তান-কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। এই ঋষিকুমারের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে।

বশিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল আহরণ, অশ্ব মোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। আপনার যখন সন্তানার্থ এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন চারিটি অমিতবল পুত্র অবশ্যই লাভ করিবেন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে হর্ষোৎফুল্লমনে অমাত্যগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে শীঘ্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটুপুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান ঋষি কর্ত্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করাইয়া দেও। দেখ, রাজা মাত্রেরই এই যজ্ঞ সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে, কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞ তন্ত্রবিৎ ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে শান্তি কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য্য-কুশল, অত-

এবং যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক রাজা দশরথের বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে দশরথ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বৎসরান্তে পুনরায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্য রাজা দশরথ সন্তানার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাশাস্ত্র অর্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানানুসারে আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমার স্নিগ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু। আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবতীয় ভার বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠদেব দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব। অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ম্ম-প্রবীণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্ম্মিক স্থবির, স্থপতি, কর্ম্মান্তিক, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্ত্তক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দেও। পরে বিপ্র-

গণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্ন-পান-সমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশী যোদ্ধাদিগের গৃহ, শয়ন-গৃহ ও অশ্বশালা সকল নির্ম্মাণ কর। এই সমস্ত বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহ সকল প্রস্তুত কর। দেখ এই যজ্ঞে তোমরা সকলকেই সমাদর পূর্ব্বক অন্ন প্রদান করিবে। যাহাতে লোকে 'আদর পাইলাম' বলিয়া বোধ করিতে পারে, সকলকেই এই রূপে আদর করিবে। কামক্রোধ বশত কাহাকেও অবমাননা করিও না। যে সমস্ত পুরুষ ও শিল্পী যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে সৎকার করিবে। কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে চরিতার্থ হয়, তাহাদিগের কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রীত-মনে আমার এই নিদেশ পালনে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুরুষ তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি,

তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাও অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়েও কোন অঙ্গহানি হইবে না।

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধার্ম্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্য শূদ্রকে তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। সকল দেশের মনুষ্যকে আদর পূর্ব্বক আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিথিলাধিপতি জনককে স্বয়ং গিয়া বহুমান পূর্ব্বক আন। তিনি আমাদিগের চিরন্তন সুহৃৎ এই কারণে আমি সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার আনয়নের প্রসঙ্গ করিতেছি। তৎপরে সচ্চরিত্র প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর। রাজার শ্বশুর পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য মহেষ্বাস অঙ্গ-দেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোসলরাজ, এবং মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইঁহাদিগকে তুমি সবিশেষ সম্মানপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পূর্ব্বদেশীয়, সিন্ধু ও সৌবীর-দেশীয়, সৌরাষ্ট্র-দেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণকে দশরথের নিদেশানুসারে গিয়া নিমন্ত্রণ কর। এই পৃথিবীতে আত্মীয় যে সকল নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে বন্ধু বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে

তুমি রাজার আদেশানুসারে ইহাঁদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভূপালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিশ্বস্ত দূতসকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নিদেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে চলিলেন। কর্ম্মান্তিক ভৃত্যগণ আসিয়া যজ্ঞার্থ যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা মহর্ষিকে নিবেদন করিল। তখন মহর্ষি তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কাহাকে কোন দ্রব্য প্রদান করিও না। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকৃত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিয়া থাকে।

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার আদেশানুসারে উপস্থিত হইয়াছেন; আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি; ভৃত্যেরাও বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। এই যজ্ঞভূমি, সঙ্কলিত সকল প্রকার অভিলষিত দ্রব্যে সমন্তাৎ

পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কল্পনাই ইহার রচনা করিয়াছে; অতএব আপনি আসিয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধর্ম্মিণীগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সংবৎসর কাল পূর্ণ ও পূর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব ক্রিয়াক্রমকাল অনুসরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে প্রবর্গ্য নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম-বিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টি-বিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া হৃষ্ট মনে যথাবিধি প্রাতঃ-সবনাদি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমত দেবরাজের আহুতি প্রদত্ত হইল তৎপরে রাজাও নির্ম্মল অন্তঃকরণে অভিষুত হইলেন। অনন্তর মধ্যন্দিন সবন, তৎপরে তৃতীয় সবন কার্য্য যথাক্রমে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত বেদ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধুর সাম গান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া যথোপযুক্ত অংশ প্রত্যেককে প্রদান

করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে অন্যথাহুত ও অজ্ঞানত কোন কার্য্য পরিত্যক্ত হইল না, সকল বিষয়ই মন্ত্রপূত ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ঐ দিবসে কোন ব্রাহ্মণেরই স্বকার্য্যে শ্রান্তি বোধ হইল না। উহাঁদের প্রত্যেককে অন্যূন এক শত অনুচর নিরন্তর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র তপস্বী ও সন্ন্যাসী সকল ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, ব্যাধি-গ্রস্ত, স্ত্রী ও বালকেরা অনবরত আহার করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কাহারও তৃপ্তিলাভ হইল না; প্রত্যুত ভোজ্যদ্রব্যের পারিপাট্যবশত সকলেরই ভোজনস্পৃহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। 'অন্ন আনয়ন কর, প্রদান কর, বস্ত্র দেও' সকলেরই মুখে এই কথা শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নিযুক্ত পুরুষেরা যাহার যেরূপ প্রার্থনা, অকুণ্ঠিত মনে তাহা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্ব্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী নানা দিক্‌দেশ হইতে মহাত্মা দশরথের যজ্ঞ দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা অন্নপানে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিসুখ লাভ করিলাম, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক্। চতুর্দিগে এই

সমস্ত বাক্য রাজার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পরিবেষ্টা পুরুষেরা বিবিধ অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনে ব্যগ্র হইল এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল। সুবক্তা সুধীর ব্রাহ্মণেরা সবন সমাপন ও সবনান্তর আরম্ভের অন্তরালকালে পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত কার্য্য-কুশল বিপ্রেরা শাস্ত্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া প্রতিদিন বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন, রাজা দশরথের এই অশ্বমেধ যজ্ঞে এমন কোন ব্রাহ্মণই ব্রতী হন নাই। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে সকলেই ব্রতপরায়ণ ও বহুদর্শী ছিলেন। সদস্যেরাও শাস্ত্রবিচারে পটুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

এই যজ্ঞে বিল্ব নির্ম্মিত ছয়, খদির নির্ম্মিত ছয়, পলাস নির্ম্মিত ছয় শ্লেষ্মাতক নির্ম্মিত এক ও দেবদারু নির্ম্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটি যূপ ছিল। শিল্পশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্র বিশারদ পুরুষেরা এই সমস্ত যূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যূপোৎক্ষেপণ-কাল উপস্থিত হইলে যজ্ঞের শোভা সম্পাদনার্থ এক-বিংশতি অরত্নি-পরিমিত একবিংশতি যূপ তাবৎ সংখ্যক বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও সুবর্ণজালে ভূষিত হইল। পরে সেই অষ্টকোণ

বিশিষ্ট সুদৃঢ়-নির্ম্মিত মসৃণ যূপ সকল বিধিবৎ বিন্যস্ত ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া দেবলোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষি-গণের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। এই যজ্ঞোপ-লক্ষে যথাপ্রমাণ ইষ্টক সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিল্পকর্ম্ম-কুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই ইষ্টক দ্বারা অগ্নি কুণ্ড গ্রথিত করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইষ্টক বিন্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সেই আধার মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষী সকল সংগৃহীত ছিল, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। ঐ সমস্ত যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু ও রাজা দশরথের উৎকৃষ্ট এক অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া হৃষ্ট মনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম্ম-কামনায় স্থির চিত্তে এক রাত্রি অতি-বাহিত করিলেন। হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে * অশ্বের সহিত

* ক্ষত্রিয় রাজারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতিয়েরই কন্যা পরি-গ্রহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী মহিষী, বৈশ্যা বাবাতা ও শূদ্রা পরিবৃত্তি শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

যোজনা করিয়া দিলেন। শ্রৌতকার্য্যনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই পক্ষ-সম্পন্ন অশ্বের বশা লইয়া শাস্ত্রানুসারে হোম করিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ানুসারে আপনার পাপ প্রক্ষালণ নিমিত্ত সেই বশাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যোড়শ সংখ্যক ঋত্বিক্ অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। অন্যরূপ যজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য বটশাখায় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতস দণ্ড দ্বারা হবি নিক্ষেপ করাই বিধি। ঋত্বিকেরা বেতস দণ্ডে হবি গ্রহণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান। ইহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিনের প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবসে উক্থ ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হইলে তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধকালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বংশধর রাজা দশরথ পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক সৃষ্ট অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ এই রূপে সমাপন পূর্ব্বক হোতাকে পূর্ব্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তর দিক্ দক্ষিণা দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-

গণকে এই রূপে ভূমিদান করিয়া যৎপরোস্তি সন্তুষ্ট হই-লেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ সেই বিগতপাপ মহীপাল দশ-রথের এইরূপ দানশক্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহা-রাজ! আপনি একাকীই এই সম্পূর্ণ পৃথিবী রক্ষা করুন। আমরা প্রতিনিয়ত বেদাধ্যয়নে আসক্ত। আমরা কোন ক্রমেই এই কার্য্যে পারগ নহি। বিশেষ, ভূমিতে আমাদিগের প্রয়ো-জন কি? আপনি ভূমির মূল্যস্বরূপ মণি, রত্ন, সুবর্ণ, ধেনু বা উপস্থিতমত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন; তাহা হই-লেই যথেষ্ট হইবে। রাজা দশরথ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রজত দান করিলেন। অন-ন্তর ঋত্বিক্‌গণ সমবেত হইয়া সেই ধন বিভাগ করিবার নিমিত্ত ধীমান্ বশিষ্ঠ ও মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সমস্তই দিলেন। বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ ন্যায়ানুসারে সমস্ত বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

অনন্তর দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রর্থনা করিল। তৎকালে অন্য অর্থের অস-ঙ্গতি নিবন্ধন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হস্তাভরণ

অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই রূপে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে প্রীত হইলে বিপ্রবৎসল দশরথ হর্ষোৎফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদারপ্রকৃতি প্রণতি-পর নৃপতিকে নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন পূর্ব্বক প্রীত হইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহি-লেন, সুব্রত! যাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, আপনি এই রূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাজ! আপনার বংশধর পুত্রচতুষ্টয় অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। দশ-রথ ঋষ্যশৃঙ্গের এই মধুর আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

---

(৯)

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ পুনরায় কহিলেন, তপোধন! যাহাতে আমার বংশ লোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন। তখন বেদবিৎ মেধাবী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিয়ৎ-ক্ষণ চিন্তা করত ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহি-লেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিয়া কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে কোন রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই বরের অপেক্ষায় তৎকৃত সকল অত্যাচারই সহ্য করিয়া আছি। ঐ দুর্ম্মতি ত্রিলোক পরিতাপিত করিতেছে;

এবং অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। সে বরলাভে মোহিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার বাসনা এবং মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব্ব ব্রাহ্মণ ও অসুরগণকে তাড়না করিতেছে। সূর্য্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করেন না। তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোর-দর্শন রাক্ষসের ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।

ভগবান্ কমলযোনি সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবগণ! আমি সেই দুরাত্মার বধোপায় স্থির করিয়াছি। সে বর গ্রহণ কালে আমার নিকট 'দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু হইবে না' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল; আমি তাহাতেই সম্মত হই। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নামও উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে; তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না। সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্ম্মলদ্যুতি ত্রিজ-

গৎপতি শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অমরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একান্ত-মনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত সাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য্য-ভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ বদান্য ও মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী। ইহাঁর হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি সদৃশ তিন মহিষী আছেন। তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাজ-মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর এবং মনুষ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহু-বল-দৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর। সেই পামর বীর্য্যমদে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল নন্দন কাননে বিহার করিতেছিল, সেই কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় মূর্খ তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমরা তাহার বিনাশ বাসনায় মুনিগণের সহিত তোমার আশ্রয় লইয়াছি। এই কারণেই সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষেরা আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে দেব! তুমি আমাদিগের সকলেরই পরম গতি। তুমি সেই সুরশত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হও।

ত্রিলোক-পূজিত দেব-প্রধান বিষ্ণু এই রূপে সংস্তুত হইয়া শরণাগত সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা এক্ষণে ভীত হইও না; মঙ্গল হইবে। আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ, দেবর্ষিগণের ভয়কারণ, ক্রূরমতি রাবণকে সকলের হিতের নিমিত্ত পুত্র পৌত্র অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবের সহিত সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন পূর্ব্বক নরলোকে বাস করিব। মহাত্মা বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ কহিয়া পৃথিবীতে আপনার জন্মস্থানের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পদ্মপলাশ-লোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অঙ্গীকার করিলেন। তখন দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব রুদ্র ও অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া দিব্য স্তুতিবাদে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি সেই বরলাভ-গর্ব্বিত উগ্রতেজা ইন্দ্রশত্রু ত্রিলোক-পীড়ক, সাধু ও তাপসগণের কণ্টক অতিভীষণ রাবণকে সমূলে উন্মূলিত কর। তুমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সুররাজ-রক্ষিত পবিত্র দেবলোকে পুনরায় আগমন করিও।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর নারায়ণ রাবণবধের উপায় স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ! আমি যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ঋষিকুল-কণ্টক দশকণ্ঠকে বিনাশ করিব, তাহার কি স্থির করিয়াছ? তখন সুরগণ সেই অবিনাশী পুরুষকে কহিলেন, বিষ্ণু! তোমাকে এক্ষণে মনুষ্যাকার স্বীকার করিয়া সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে হইবে। পূর্ব্বে সে দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সর্ব্বাগ্রজাত সর্ব্বস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনুষ্য ভিন্ন সকল জীব হইতেই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্যই করে নাই। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোক উৎসন্ন ও স্ত্রীলোকদিগকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। হে শত্রুনাশন! ব্রহ্মা ঐরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনুষ্যহস্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিবার বাসনা করিলেন।

অপুত্র দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষি-গণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সুর-সমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় আরক্তলোচন রক্তাম্বরধারী দিবাকরের ন্যায় আকার মহাবীর্য্য মহাবল এক মহাপুরুষ তপ্ত কাঞ্চন-নির্ম্মিত রজতময় আচ্ছাদন যুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ঐ পুরুষের কণ্ঠ-স্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের ন্যায় লোমশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে বিরাজিত, কেশ অতি সুচিক্কণ, সর্ব্বাঙ্গ দিব্যাভরণে বিভূষিত ও শুভ-লক্ষণ-যুক্ত। তিনি শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এবং প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন। এই দিব্য পুরুষ গর্ব্বিত শার্দূলের ন্যায় মন্থর গমনে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্য-প্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত প্রশস্ত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যদর্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবান্ন-পূর্ণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের অর্থলাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই অপূর্ব্বাকার প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম কুতূহলে তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশধরের কর-নিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায়, সেই রূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল সুশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃত তুল্য সেই

পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন; তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্দ্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এই রূপে রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণী-দিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ-প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা পায়সান্ন প্রাপ্ত হইয়া নৃপতির ঈদৃশ অপক্ষপাতে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভ ধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া সুর সিদ্ধ ও ঋষিগণ-পূজিত ইন্দ্রের ন্যায় সুস্থচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায় সকল সৃষ্টি কর। ঐ সমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, বায়ুবেগগামী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, বিষ্ণুর অনুরূপ বিক্রম সম্পন্ন, অন্যের অবধ্য, সন্ধিবিগ্রহাদি উপায়জ্ঞ, দিব্য দেহযুক্ত, সর্ব্বাস্ত্রগুণবিৎ ও অমৃতাশীর ন্যায় মৃত্যুরহিত হইবে। তোমরা এক্ষণে গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের শরীরে তুল্য বল বানর সকল সৃষ্টি কর। পূর্ব্ব যুগে আমি ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ জাম্ববান জৃম্ভা পরিত্যাগ করিবার কালে আমার আস্য দেশ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল।

দেবগণ ভগবান স্বয়ম্ভুর এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বানররূপী পুত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, কিম্পুরুষ, তার্ক্ষ্য, যক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছা-বিহারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্র

মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ বালিকে, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী-প্রধান সূর্য্য সুগ্রীবকে, সুরগুরু বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ তারককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্ম্মা নলকে, এবং অনল আত্মসদৃশ প্রভা সম্পন্ন নীলকে সৃষ্টি করিলেন। এই নীল বল, বীর্য্য, তেজ ও যশঃ প্রভাবে হুতাশনকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরে প্রখ্যাত রূপ-সম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, মহা-বল পর্জ্জন্য শরভকে এবং বায়ু বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য-দেহ, বিন-তানন্দন গরুড়ের ন্যায় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, বলবান্ হনুমানকে উৎপাদন করিলেন। এই রূপে অমিতবল, করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্তদেহ, কামরূপী যে সকল কপি দশা-ননের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লূক ও গোলাঙ্গূল সকল সহসা সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, যাঁহার যে প্রকার বেশ ও পরাক্রম তৎসমুদায়ের সহিতই প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গূল মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষাও অধিক-বিক্রম বীর-সকল প্রস্তুত হইল। এই রূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই হৃষ্ট মনে ঋক্ষী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানর সকল সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বানর দর্পে শার্দূল-তুল্য, বলে সিংহ-সদৃশ। ইহারা সকলেই পর্ব্বত ও শিলা নিক্ষেপ

পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকে। সকলেই সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ নখ ও দশন প্রহারে সুপটু। এই বানরেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গম সকল নিপাতিত, পর্ব্বত বিচালিত, বেগ-প্রভাবে মহাসাগর ক্ষুভিত, পদাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ ও স্থির পাদপ সকল চূর্ণ করিতে পারে। ইহারা আকাশে প্রবেশ, বনচারী মত্ত কুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং সমুদ্র সন্তরণ করিতে পারে। এইরূপ কামরূপী অসঙ্খ্য যুথপতি কপি উৎপন্ন হইল। এই সমস্ত যুথপতির মধ্যে আবার প্রধান যুথপতি সকল জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মহাবীর যুথপতি-শ্রেষ্ঠ সকলও সৃষ্ট হইল।

এই সকল বানরের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য পর্ব্বত ও কাননে বাস করিতে লাগিল। কতকগুলি সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব, ইন্দ্রপুত্র বালি এবং কত-কগুলি নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য যুথপতিদিগকে আশ্রয় করিল। মহাবল মহাবাহু বালি স্বভুজবীর্য্যে ভল্লূক গোলাঙ্গূল ও বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত মেঘ ও অচল-শৃঙ্গ তুল্য নানা স্থানস্থিত নানা লক্ষণ-লক্ষিত ভীষণাকার মহাবীর বানর-গণে এই পর্ব্বত-বন-সাগর-সমাকীর্ণা পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল।

অষ্টাদশ সর্গ।

মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে অমরগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহীপালও মহিষীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা-নিয়ম নির্ব্বাহ করিয়া বল বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত পুর প্রবেশের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ যথোচিত পূজিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সৈন্যগণ উজ্জ্বলবেশে মনের উল্লাসে গমন করত অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ বশিষ্ঠপ্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া পুর প্রবেশ করিলেন। তিনি পুর প্রবেশ করিলে, ঋষ্য-শৃঙ্গ আর্য্যা শান্তার সহিত সবিশেষ সৎকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা দশরথও অনুচরবর্গের সহিত কিয়দ্দূর তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। এই রূপে তিনি অভ্যাগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পুত্রোৎপত্তির অপেক্ষায় পরম সুখে পুর মধ্যে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে, চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী কৌশল্যা বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ-ভূত সর্ব্বলোক-নমস্কৃত দিব্যলক্ষণাক্রান্ত মহাভাগ মহাবাহু রক্তোষ্ঠ আরক্ত-লোচন দশরথের আনন্দ-বর্দ্ধন দুন্দুভির ন্যায় গভীরস্বর জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন। তখন দেবমাতা অদিতি যেমন দেব-প্রধান বজ্রধর পুরন্দরকে পাইয়া শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌশল্যা সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যার পর নাই সুশোভিত হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশভূত গুণ-গ্রাম-সমলঙ্কৃত সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সুমিত্রার গর্ভ হইতে বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত মহাবীর সর্ব্বাস্ত্রবিৎ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্ম্মল-বুদ্ধি ভরত পুষ্যা নক্ষত্র ও মীনলগ্নে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে, অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এই রূপে মহাত্মা রাজা দশরথের অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন প্রিয়দর্শন এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় কান্তি-যুক্ত চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। গন্ধর্ব্বেরা মধুর সঙ্গীত

ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথ সকল নটনর্ত্তক-পূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থলে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ তাহাদিগের সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত নানা প্রকার রত্ন প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে সেই সমস্ত প্রশস্ত পথ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা দশরথ সূত মাগধ ও বন্দিদিগকে পারিতোষিক দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোধন ও প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বসিষ্ঠ হৃষ্টমনে রাজকুমারদিগের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম লক্ষ্মণ আর একটির নাম শত্রুঘ্ন হইল। এই রূপে দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসীদিগকে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্ম-প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। সেই রাজকুমারগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পিতার প্রীতিকর

ও স্বয়ম্ভূর ন্যায় সকলের প্রেমাস্পদ হইলেন। সেই রাজ-কুমারেরা সকলেই বেদবিৎ মহাবীর সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে তেজস্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বে আরোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদে সুপটু ছিলেন এবং পিতৃ-শুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ শৈশবাবধি আপনার শরীর অপেক্ষাও প্রতিনিয়ত সকল প্রকারে লোকাভিরাম রামের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পুরুষোত্তম, রাম ব্যতিরেকে নিদ্রিত হইতেন না। জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতিরেকে কদাচই আহার করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তৎকালে তিনি শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয় দ্বারা যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন রাজ-কুমারেরা জ্ঞানী গুণ-সম্পন্ন লজ্জাশীল কীর্ত্তিমান ও দূর-

দর্শী হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাব পুত্র সকল লাভ করিয়া দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে আসিয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র। তোমরা অবিলম্বে মহারাজকে গিয়া আমার আগমন-সংবাদ দেও। তখন দ্বাররক্ষকেরা এই বাক্য শ্রবণে ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজভবনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে ভূপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। নৃপতি এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্বরে পুরোহিতগণের সহিত একাগ্র মনে হৃষ্টান্তঃকরণে বৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্রের ন্যায় সেই কঠোরব্রত তেজঃ-প্রদীপ্ত তাপসের প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ বিশ্বামিত্র নৃপতি-প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার কোশ নগর জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সামন্ত নৃপতিগণ আপনার নিকট নম্রত এবং অরাতিগণ ত পরাজিত

আছে? দৈব ও মানুষ কার্য্যত সম্যক্ সম্পাদিত হই-তেছে?

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মুনিগণের সন্নিহিত হইয়া পরম্পরাগত শিষ্টাচার অনুসারে তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে রাজ-ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পরম সমাদরে সৎকৃত হইয়া উপ-বিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে উদার-প্রকৃতি দশরথ হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে বহুমান পূর্ব্বক কহিলেন, তপো-ধন! আপনার আগমন সুধারস লাভের ন্যায়, জনশূন্য প্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যায়, অপুত্রের অনুরূপ ভার্য্যার গর্ভে পুত্রোৎপত্তির ন্যায়, প্রণষ্ট পদার্থের পুনঃ-প্রাপ্তির ন্যায় এবং উৎসব কালীন হর্ষের ন্যায় আমার প্রীতিকর হইতেছে। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার অভিলাষ কি? আদেশ করুন, আমি সন্তোষের সহিত কি প্রকারে তাহা সাধন করিব। আপনি সেবার যোগ্যপাত্র। আমার শুভা-দৃষ্ট বশতঃ অদ্য আপনি আমার আলয়ে উপস্থিত হই-য়াছেন। অদ্য জন্ম সফল, জীবনেরও সম্যক ফল লাভ হইল। আজি আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছিল; কারণ অদ্য ভবাদৃশ মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি অগ্রে অতি কঠোর তপস্যায় রাজর্ষিত্ব, তৎপরে ব্রহ্মর্ষিত্ব

প্রাপ্ত হন। অতএব আপনি বহু প্রকারে আমার আরাধ্য হইতেছেন। আপনার এই পরম পাবন আগমন আমার অতিশয় বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। হে প্রভো! আপনার দর্শনমাত্র আমার দেহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে যদর্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন আমি। আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। এ বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র সংকোচ করিবার আবশ্যক নাই; আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইল, ইহা আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদয়, সন্দেহ নাই।

প্রখ্যাতগুণ যশস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা দশরথের এই শ্রবণ-মধুর হৃদয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

উনবিংশ সর্গ।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এই রূপ বিস্ময়কর বাক্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মহৎ কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্বয়ং তপোধন বশিষ্ঠ আপনার মন্ত্রী। সুতরাং এই রূপ বাক্য প্রয়োগ আপনার উপযুক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এই রূপ কহিতে পারেন না। এক্ষণে আমি যে কার্য্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনাকে তৎসাধনে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী মহাবল দুই রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিঘ্ন আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রুধিরধারা বর্ষণ করিয়াছে। উহাদিগকে আমার সঙ্কল্পের এইরূপ ব্যাঘাত ও যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। হা! এই কার্য্যে আমার যথোচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিঘ্ন দেখিয়া অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইতেছি। এই যজ্ঞ

সাধনকালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দুই রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষধারী মহাবীর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্য তেজঃ-প্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকর নিশাচরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম ত্রিলোকে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ইহাঁর সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ইহাঁর নিমিত্ত ভীত হইবেন না। মারীচ ও সুবাহু ইহাঁর সহিত রণস্থলে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবে না। উহারা বলদর্পে মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। রাম বিনা ঐ দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে আর কাহারই সাধ্য নাই। আমি কহিতেছি, তাহারা কোন অংশেই রামের বল-বীর্য্যে পর্য্যাপ্ত নহে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ঐ দুই নিশাচর রাম-শরে সমরে শয়ন করিবে। আমি এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য তাপস আমরা সকলেই সত্য-পরাক্রম রামকে বিলক্ষণ জানি। এক্ষণে বশিষ্ঠ-প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি এ বিষয়ে সম্মত হন এবং ইহলোকে যদি আপনার ধর্ম্মলাভ ও অক্ষয় যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাজীবলোচন রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আমি রামচন্দ্রকে স্বকার্য্য সাধনার্থ প্রার্থনা করিতেছি। বাল্য-

কাল অতীত হইয়াছে বলিয়া রামেরও পিতা মাতার প্রতি আর তাদৃশ আসক্তি নাই। অতএব এক্ষণে ইহাঁকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করুন। যাহাতে আমার এই যজ্ঞকাল অতীত না হয়, আপনি তাহাই করুন। মহারাজ! শোকাকুল হইবেন না। আপনার মঙ্গল হইবে। মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিত্র এই রূপ ধর্ম্মার্থ সঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে কম্পিতকলেবরে বিমোহিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন।

বিংশ সর্গ।

মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল যেন হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। তৎপরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে পদ্ম-পলাশলোচন রামের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ-বৎসর; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা ইহাঁর সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিয়া আমিই নিশাচর গণের সহিত সংগ্রাম করিব। আর এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত বীর আমার ভৃত্য। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহারাও সম্যক সমর্থ হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং শরাসন ধারণ পূর্ব্বক আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ রাক্ষস গণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি গমন করিলে আপনার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম নিতান্ত বালক অকৃতবিদ্য অস্ত্রশিক্ষায় ও যুদ্ধে আজিও ইহাঁর পটুতা জন্মে নাই এবং ইনি বিপক্ষের বলাবল বিচারেও সমর্থ নহেন।

বিশেষ রাক্ষসেরা কুটযোধী, সুতরাং রামকে কোনমতেই তাহা-দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য বোধ হইতেছে না। হে তপো-ধন! রাম ব্যতীত মুহূর্ত্তকাল প্রাণ ধারণ করাও আমার দুষ্কর হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। যদি আপ-নার রামের জন্য এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চতু-রঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। হে কুশিকনন্দন! ষষ্টি সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতিক্লেশে রামকে পাইয়াছি। পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রধান রামেরই প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি আছে; অত-এব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। হে তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পুত্র? তাহাদিগের আকার কি প্রকার এবং পরাক্রমই বা কিরূপ? আর কেই বা ঐ সকল রাক্ষসকে রক্ষা করিয়া থাকে? এবং রাম বা আমার সেনা অথবা আমি আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট-যোদ্ধাদিগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব? উহারা বীর্য্যমদে উন্মত্ত ও দুষ্ট-স্বভাব, আমি কি উপায়েই বা উঁহাদিগের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি এই সকল নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, রাবণ নামে পুলস্ত্য-বংশ-প্রসূত মহাবল মহাবীর্য্য এক রাক্ষস আছে। সেই রাব-

ণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ত্রিলোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। সে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। শুনিলাম সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না, মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে আমাদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।

তখন রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য। এক্ষণে আমার পুত্র রামের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনিই আমার পরম দেবতা ও গুরু। হে কৌশিক! সেই রাক্ষসাধিনাথ রাবণের শক্তি অতি অদ্ভুত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব পতগ ও পন্নগেরাও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে অতি বলবানদিগেরও বল ক্ষয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার বা তাহার সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাচই সাহস হয় না। আর আপনি সসৈন্যই হউন বা আমার তনয়গণকেই সঙ্গে লউন, উহার সহিত সংগ্রামে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবেন না। দেবতার ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম একে ত বালক, দ্বিতীয়ত সে আজিও যুদ্ধের কিছুই জানে না, সুতরাং

আমি তাহাকে কোন্ সাহসে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু কালান্তক যমের ন্যায় অতিশয় করালদর্শন, তাহারাই আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিবে; সুতরাং আমি রামকে কোনমতেই আপনার হস্তে দিতে পারি না। বরং বলেন ত আমি সবান্ধবে স্বয়ং গিয়া ঐ দুই মহাবল পরাক্রম রাক্ষসের অন্যতরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসি। অন্যথা, আমরা সকলেই অনুনয় পূর্ব্বক আপনাকে কহিতেছি, আপনি রামের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে এই রূপে হতাশ করিলে তিনি হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

একবিংশ সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এইরূপ স্নেহগদ্গদ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতেছ। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়দিগের অনুরূপ হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ধ্বংস হইবে। এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও কুলক্ষয় তোমার অভিমত হয় ত বল, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই আর তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত সুখে কালহরণ কর।

এইরূপে কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে সমগ্র ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। দেবগণেরও অন্তরে ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন সুধীর বশিষ্ঠ ত্রিলোক একান্ত আকুল দেখিয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় ঈক্ষ্বাকু বংশে জন্ম গ্রহণ করি-

য়াছেন। আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আপন সদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে। দেখুন, আপনাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া লোকে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। অধর্ম্ম-ভার বহন করা আপনার উচিত হইতেছে না। যদি আপনি অঙ্গীকার করিয়া পালন না করেন, নিশ্চয়ই আপনার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন আর নাই করুন, হুতাশন যেমন অমৃতের বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। রাম মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রজ্ঞ। এই চরাচর জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানিতেও পারিবে না। দেবতা ঋষি রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর ও উরগেরাও তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। পূর্ব্বে যখন এই কুশিকনন্দন রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে ভগবান শূলপাণি ইঁহাকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভার গর্ভসম্ভূত। পূর্ব্বে জয়া বর লাভ করিয়া অসুর সৈন্য সংহারার্থ

অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভাও সংহার নামে উৎকৃষ্ট পঞ্চাশত অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ সকল অস্ত্রের আকার নানা-প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ মহাবীর্য্য দীপ্তিশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহাদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সমগ্র জ্ঞাত আছেন। ইনি অপূর্ব্ব অস্ত্র বিদ্যা বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইহাঁর কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! এই ধর্ম্মপরায়ণ মহাযশা মহর্ষির প্রভাব এই রূপই জানিবেন। অতএব আপনি ইহাঁর সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করিবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থই আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

বশিষ্ঠদেব এই রূপ কহিলে মহীপাল দশরথ যৎপরো-নাস্তি আনন্দিত হইলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রেরণ করিতে তাঁহার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা হইলনা।

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন। জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা, রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলসূচক মন্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হইলে দশরথ রামচন্দ্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধূলি-সম্পর্ক-শূন্য সুখস্পর্শ সমীরণ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া মৃদুমন্দ ভাবে বহিতে লাগিল। নভোমণ্ডলে দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। অযোধ্যার চারি দিকে শঙ্খ নাদ হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। এই দুই সুকুমার কলেবর রাজকুমারের শরাসন তূণীর অঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গ অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। ইহাঁরা যখন ত্রিশীর্ষ উরগের ন্যায় বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেন, তৎকালে বোধ হইল যেন, অম্বিনীতনয় যুগল পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ

অচিন্ত্যস্বভাব দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের গমনকালে দশ দিকে অনির্ব্বচনীয় এক শোভার আবির্ভাব হইল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযুর দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতিপাত করা আর কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। ঐ মন্ত্রপ্রভাবে বহু পর্য্যটনেও শ্রান্তি, জ্বর ও রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। নিদ্রিত বা কার্য্যান্তর প্রসঙ্গে অসাবধান থাকিলেও উহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব করিতে পারিবে না। বৎস! এই মন্ত্র জপ করিলে এই পৃথিবীতে—কেবল এই পৃথিবীতে নহে, ত্রিলোকমধ্যেও তোমার তুল্য বলবান্ দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য কি দাক্ষিণ্য কি তত্ত্বজ্ঞান কি সূক্ষ্মার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহারই বলে তোমার ন্যায় আর কেহই বাদীর প্রতি প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রয়োগে সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রসূতি। এই বিদ্যাবলে সর্ব্ববিষয়ে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিতে পারিবে। ক্ষুৎপি-

পাসা তোমাকে কদাচই ক্লেশ প্রদানে সক্ত হইবে না এবং ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে তোমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ হইবে। এই অতুল-প্রভাব-সম্পন্না দুইটী বিদ্যা পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা। আমি তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাসনা করিয়াছি। তুমিই বিদ্যা দানের যোগ্য পাত্র। তোমার শরীরে বিস্তর গুণ আছে যথার্থ, তথাচ তুমি যদি নিয়ম পূর্ব্বক এই দুইটী বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে ইহা দ্বারা সমধিক ফল দর্শিতে পারিবে।

অনন্তর ভীমবিক্রম রাম হাস্যমুখে আচমন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যোচিত কার্য্য সকল সংসাধন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযুর তটে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনাদিগের একান্ত অযোগ্য তৃণশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে তাঁহাদিগকে তন্নিবন্ধন কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। বিভাবরীও প্রভাত হইল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! প্রাতঃসন্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গাত্রোত্থান কর। এক্ষণে শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন ও ধ্যানাদি করিতে হইবে।

রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আহ্বানে লক্ষ্মণের সহিত পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্নান অর্ঘ্য দান ও সাবিত্রী জপ সমাপন পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, একস্থলে ত্রিপথবাহিনী জাহ্নবী সরযূর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই গঙ্গাসরযূর শুভ সঙ্গমে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকন পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই পবিত্র আশ্রমটি কাহার এবং কেই বা এই স্থানে

বাস করিতেছেন? আপনি বলুন, ইহা শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম! এইটি যাঁহার আশ্রম ছিল, আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যাঁহাকে কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে সেই অনঙ্গ-দেব মূর্ত্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারই এই আশ্রম। একদা কৈলাস-নাথ শিব সমাধিভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাস-স্থানে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ নির্ব্বোধ কন্দর্প তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। এই অপরাধে মহাত্মা রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্র কন্দর্পের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। তদবধি কন্দর্প অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। রাম! এই স্থানে কাম অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত এই প্রদেশের নাম অঙ্গ দেশ হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমস্থ ধর্ম্মপরায়ণ মুনি পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে তাঁহারই শিষ্য। ইহাঁরা নিষ্পাপ। বৎস! অদ্য আমরা এই গঙ্গাসরযূ-সঙ্গমে রজনী যাপন করিয়া কল্য পার হইয়া যাইব। আইস, এক্ষণে আমরা স্নান জপ ও হোম সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি। এই স্থানে বাস করা আমাদিগের শ্রেয় হই-

তেছে। এই খানে থাকিলে আমরা পরম সুখে নিশা যাপন করিতে পারিব।

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তপোবনবাসী তাপসেরা তপোবললব্ধ দিব্য জ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা সর্ব্বাগ্রে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিথি-সৎকার করিয়া পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উহাঁদের নিকট প্রতিপূজা লাভ করিয়া নানা কথা-প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। তখন সকলে অনন্য-মনে যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। তৎপরে শয়নকাল উপস্থিত হইলে আশ্রমস্থ ঋষিরা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রও সেই সকল ব্রতপরায়ণ ঋষিদিগের সহিত পরম সুখে সেই সর্ব্ব-কামপ্রদ আশ্রমপদে বাস করিয়া অতি মনোহর কথায় প্রিয়-দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে অনুবর্ত্তী করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে আশ্রমবাসী ঋষিরা একখানি উৎকৃষ্ট তরণী আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই রাজকুমারদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করুন। আর বিলম্ব করিবেন না। এক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাউন।

বিশ্বামিত্র ঋষিগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তরণীযোগে সেই সাগরগামিনী গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। নৌকা যখন নদীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন উহার তরঙ্গ-সঙ্ঘ পরিবর্দ্ধিত একটি তুমুল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহারা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত এই শব্দের কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক

হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! এই যে তরণী সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গ-রাশি নিপীড়িত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই কি এই তুমুল শব্দ? ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি রামের এই রূপ কৌতূহল-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মন দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মানস সৃষ্টি বলিয়া উহার নাম মানস সরোবর হইয়াছে। যে নদী অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে এই মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়াতেই উহার নাম সরযু হইয়াছে। রাম! সরযূরই এই কল্লোল শব্দ। এই স্থলে সরযূ গঙ্গার সহিত সমাগত হইতেছে। দেখ, নৌকার আগমন-বেগে গঙ্গা ও সরযুর জল ক্ষুভিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তুমি মনঃ সমাধান পূর্ব্বক ঐ দুই নদীকে প্রণাম কর।

অনন্তর ধার্ম্মিক রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিয়া উহাদের দক্ষিণ তীর দিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জনসঞ্চারশূন্য অতি ভীষণ এক অরণ্য রামের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! এই বন কি দুর্গম! ইহা নিরন্তর ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ, ভীষণ-শ্বাপদ-কুলে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। এই কাননের মধ্যে নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও

হস্তী সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক পাটল ও বদরী প্রভৃতি তরুরাজি চারি দিকে বিরাজিত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই ভীষণ বনটি কাহার?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই ভয়ঙ্কর অরণ্য যে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। বহু দিবস হইল এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দেবনির্ম্মিত অতিসমৃদ্ধ দুইটি জনপদ ছিল। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রবধ-কালে ক্ষুধিত মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বসু প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ গঙ্গাজল-পূর্ণ কলশ দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলে তাঁহার কলেবর হইতে মল প্রক্ষালিত হয়। অনন্তর তাঁহারা এই ভূভাগে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও কারূষ (ক্ষুধা) দান করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। তদবধি ইন্দ্রও নির্ম্মল এবং ক্ষুধাশূন্য হইয়া পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ হন। তৎপরে তিনি এই ভূভাগের উপর যৎপরোনাস্তি তুষ্টি লাভ করিয়া কহিলেন, যে যখন এই প্রদেশ আমার শরীরের মল ধারণ করিল তখন ইহা মলদ ও করূষ নামে অতিপ্রবৃদ্ধ দুইটি জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। দেবগণ ইন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও

করূষ ধনধান্য-সম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নী কামরূপিণী দুষ্টচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সুন্দের ভার্য্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহু যুগল বর্ত্তুলাকার মস্তক সুপ্রশস্ত আস্যদেশ বিশাল ও শরীর সুদীর্ঘ। এই বিকট-দর্শন রাক্ষস সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তাড়কা অর্দ্ধযোজনেরও কিছু অধিক দূরে পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি স্বীয় ভুজবলে ঐ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও। আমার নিদেশে এই অরণ্যপ্রদেশ পুনরায় তোমাকে নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। তাড়কা বাস করিতেছে বলিয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস করিয়া আসিতে পারে না। ঐ ঘোরদর্শনা নিশাচরী এই বন উৎসন্ন করিতেছে। অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না। উহাকে নিবারণ করিতে পারে এমনও আর কেহ নাই। বৎস! যে কারণে এই অরণ্য এই রূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

পুরুষোত্তম রাম অমিতপ্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, যক্ষদিগের শৌর্য্য বীর্য্য অতি যৎসামান্য, সুতরাং সেই অবলা কিরূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে?

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে পুলকিত করত কহিলেন, বৎস! তাড়কা যে কারণে এইরূপ বল লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সুকেতু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে এক সময়ে সন্তান-কামনায় সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কন্যা দিয়া উহার দেহে সহস্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন। কিন্তু ব্রহ্মা তৎকালে লোক-পীড়া পরিহারার্থ সুকেতুর পুত্র-প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই।

অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও রূপবতী হইলে সুকেতু তাহাকে জম্ভ-নন্দন সুন্দের হস্তে সমর্পণ করে। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! এই মারীচ শাপ প্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। এক্ষণে যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসত্ব লাভ হয়, তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য সুকেতু-সুতাকে এই রূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক্। তিনি মারীচকে এইরূপ কহিয়া রোষকষায়িতলোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকৃতবেশে বিকটাস্যে মনুষ্য-ভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিস্, অতএব অবিলম্বে এই যক্ষীরূপ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ রাক্ষসীরূপ ধারণ কর। বৎস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দুর্বৃত্তাকে বিনাশ কর। ত্রিলোক মধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা

রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। হে পুরুষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। দেখ, চাতুবর্ণের হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রের ইহা কর্ত্তব্যই হইতেছে। যিনি লোক-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি অনৃশংস কি পাপকর কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্য্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। অতএব তুমি অধর্ম্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ঐ রাক্ষসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে বিরোচন-সুতা মন্থরা পৃথিবী বিনাশের সংকল্প করিয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র তাহাকে সংহার করেন। মহর্ষি শুক্রের জননী, পতিপরায়ণা ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বৎস! এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য অনেকানেক রাজপুত্র অধর্মশীলা নারীকে বধ করিয়াছেন। অতএব তুমিও স্ত্রী-হত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিদেশে ঐ নিশাচরীকে সংহার কর।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

রঘুকুল-তিলক রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আসিবার কালে পিতা, বসিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন-সন্নিধানে আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস! কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবে; সুতরাং পিতার নিদেশ ও পিতার বাক্য-গৌরব এই উভয় কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা, আমি তাহাই পালন করিব; কদাচই অবহেলা করিব না। এক্ষণে আমি গো-ব্রাহ্মণের হিত এবং দেশের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।

এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণরবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জীব জন্তু সকল চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। নিশাচরী তাড়কা একান্ত আকুল হইয়া শরাসন-নিস্বন লক্ষ্য করত ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম সেই বিকটাননা বিকৃতদর্শনা

দীর্ঘাঙ্গী নিশাচরীকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ যক্ষিণীর আকার কি ভয়ঙ্কর! উহারে দেখিলে কি ভীরু কি সাহসী সকলেরই হৃদয় কম্পিত হয়। দেখ, আমি এখন ঐ মায়াবিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া উহাকে দূর হইতেই নিবৃত্ত করি। বল ত, উহার পরপরাভব শক্তি ও অপ্রতিহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্তু বৎস! স্ত্রীজাতি বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না।

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তাড়কা ক্রোধে অধীর হইয়া বাহু উত্তোলন ও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারই অভিমুখে বেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া 'বিজয়ী হও' বলিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্রেই তাড়কা নভোমণ্ডলে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঐ দুই বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়া বিস্তার পূর্ব্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি শরনিকরে ঐ রাক্ষসীর শিলা বর্ষণ নিবারণ পূর্ব্বক তাহার বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া

আস্ফালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তদ্দণ্ডে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর কামরূপিণী তাড়কা বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষসী-মায়ায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করত অনবরত শিলাবর্ষণ ও প্রচণ্ড ভাবে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, রাম! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা করিও না। এই যজ্ঞনাশিনী পাপীয়সী ক্রমশই আপনার মায়াবল পরিবর্দ্ধিত করিবে। নিশাচরেরা সন্ধ্যা কালে যার পর নাই দুর্নিবার হইয়া থাকে। অতএব সায়ং কাল উপস্থিত হইতে না হইতেই তুমি ইহাকে বিনাশ কর।

তাড়কা এতক্ষণ অন্তর্ধান করিয়াছিল; রাম কণ্ঠস্বরানুসারে প্রত্যভিজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এই-রূপ নিরূপণ করিয়া অবিলম্বে শরনিকরে রোধ করিলেন। তখন রাক্ষসী রাম-শরে নিরুদ্ধ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রের ন্যায় মহা বেগে আগমন করিতে দেখিয়া শর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সেও তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপ-তিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গগনমার্গে আরোহণ পূর্বক এই ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামের শরে সমরে শয়ন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এই রাক্ষসী-বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হই-লাম। এক্ষণে তোমাকে রামের প্রতি একটি স্নেহের কার্য্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপোবল-সম্পন্ন তনয়দিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সমুচিত সৎকার করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রীত হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণ পূর্বক কহিলেন, প্রিয়-দর্শন! আইস, আজি আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সেই অরণ্য-মধ্যে রজনী অতি-বাহন করিতে লাগিলেন। ঐ দিবসাবধি সেই অরণ্য নিষ্কণ্টক হইয়া চৈত্ররথ-কাননের ন্যায় একান্ত রমণীয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে দশরথ-তনয় রাম সুকেতুসুতা তাড়কাকে বিনাশ

করিয়া দেবতা ও সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্যমুখে মধুরস্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে তোমাকে প্রীতি নিবন্ধন কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্রের শক্তি অতি অদ্ভুত। অন্যের কথা দূরে থাক, গন্ধর্ব্ব ও উরগ জাতির সহিত সুরাসুরগণ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তুমি ঐ সকল অস্ত্র-প্রভাবে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে অক্লেশেই পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব আমি এক্ষণে তোমাকে দিব্য দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণু-চক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈব শূল, ব্রহ্মশির অস্ত্র, ইষীকাস্ত্র, ব্রাহ্ম অস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ্ত দুই গদা, ধর্ম্ম-পাশ, কাল-পাশ, বারুণ-পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুই অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুসল, কাপাল ও কিঙ্কিণী এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রাক্ষসগণের

বিনাশ সাধনের নিমিত্ত প্রদান করিব। তৎপরে তুমি বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দন নামক অসিরত্ন, মোহন নামক গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রস্বাপনাস্ত্র, প্রশমনাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাদনাস্ত্র, মানব নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র ও মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট গ্রহণ কর। অনন্তর তামসাস্ত্র, মহাবল সৌমনাস্ত্র, দুর্দ্ধর্ষ সম্বর্ত্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শক্রতেজোপকর্ষণ তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, তাষ্ট্র অস্ত্র, ও শীতশর এই সমস্ত কামরূপী মহাবল অস্ত্র শস্ত্র তুমি শীঘ্রই আমা হইতে গ্রহণ কর।

যে সমস্ত অস্ত্র সুরগণেরও সুলভ নহে, বিপ্রবর বিশ্বামিত্র সেই সকল মন্ত্রাত্মক অস্ত্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিবার মানসে পূর্ব্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন দিব্যাস্ত্রজাল রামের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, রাঘব! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তদনুসারে সকল কার্য্যই সাধন করিব।

রামচন্দ্র দিব্যাস্ত্রসমূহ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রসন্ন মনে তাহাদিগকে করস্পর্শ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন হে দিব্যাস্ত্রগণ! অতঃপর তোমরা স্মৃতিমাত্রেই

আমার নিকট উপস্থিত হইবে। রামচন্দ্র অস্ত্রগণকে এই বলিয়া প্রীতমানসে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক গমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

এই রূপে রামচন্দ্র পবিত্র হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্ল-মুখে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও দুরতি-ক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে এই সকল অস্ত্রের উপ-সংহার করিতে হয়, তাহা জানিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। রাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধৈর্য্যশীল শুদ্ধস্বভাব মহাতপা বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! তুমি দানের উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সংহার মন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে কহিলেন বৎস! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্‌মুখ, অবাঙ্‌মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্ম-নাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কাম-

রূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ, এই সমস্ত কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অস্ত্র গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাম যথাজ্ঞা বলিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ঋষি-প্রদত্ত অস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। ঐ সকল অস্ত্র দিব্য-দেহ-যুক্ত প্রভাজাল-জড়িত ও সুখপ্রদ। উহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ কেহ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ এবং কেহ কেহবা চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিযুক্ত। এই সকল দিব্যাস্ত্র রামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে কহিল, হে পুরুষপ্রধান! আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব। রাম উহাদের এই-রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! তোমরা এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমার স্মৃতিপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাহায্য করিও। তখন দিব্যাস্ত্রগণ তাহাই হইবে বলিয়া রামের আদেশ শিরোধার্য্য করত তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এই রূপে রাম প্রয়োগ ও সংহারের সহিত অস্ত্র শস্ত্র সকল সম্যক অবগত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গমন করিতে করিতে মধুর বাক্যে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহি-লেন, তপোধন! ঐ পর্ব্বতের অদূরে নিবিড় মেঘের ন্যায়

পাদপদল অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান অতি-রমণীয়। উহার ইতস্ততঃ মৃগসকল সঞ্চরণ ও বিহঙ্গেরা মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। আমরা একটি লোমহর্ষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া আইলাম। কিন্তু এই প্রদেশ সুখ-সঞ্চারের উপযোগী দেখিয়া ইহা যেন একটি আশ্রম বলিয়া বোধ হই-তেছে। এক্ষণে বলুন, ইহা কাহার আশ্রম? হে ব্রহ্মন্! যে স্থলে পাপাত্মা ব্রাহ্মণঘাতক দুরাচার নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও তাহা-দিগকে বিনাশ করিতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দূরে আছে?

ঊনত্রিংশ সর্গ।

অমিতপ্রভাব রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, ইহা মহাত্মা বামনের পূর্ব্বাশ্রম। এই স্থানে বামন দেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। পূর্ব্বে সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু তপোনুষ্ঠানার্থ বহু সহস্র বৎসর এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিলোকবিখ্যাত বিরোচন-তনয় মহারাজ বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্ববীর্য্য-প্রভাবে পরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এক সময়ে ঐ মহাবল মহাসমারোহে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সুরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া এই তপোবনে বিষ্ণুর সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, বিষ্ণু! বিরোচন-নন্দন বলি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ করিয়াছে। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তোমাকে একটি সুরকার্য্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে দিগ্ দিগন্ত হইতে যাচকেরা ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেছে। দানবরাজ বলিও যাহার

যেরূপ প্রার্থনা পরম সমাদরে তাহাই দিতেছে। এই সুযোগে তুমি মায়াযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক খর্ব্বকায় হইয়া দেবগণের শুভ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বৎস! যখন সুরগণ নারায়ণকে বামনরূপে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন, তৎকালে পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজঃ-প্রদীপ্ত ভগবান্ কাশ্যপ দেবী অদিতির সহিত দিব্য সহস্র বৎসর একটি ব্রত পালন করিতেছিলেন। তিনি ব্রত সমাপন পূর্ব্বক বরদানোন্মুখ মধুসূদনকে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি তপোময় তপোরাশি তপোমূর্ত্তি ও জ্ঞান-স্বরূপ। আমি তপোবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। হে প্রভো! আমি তোমার শরীরের মধ্যে এই সমুদায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি অনাদি ও অনন্ত। আমি-এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্তুতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বর দানের উপযুক্ত, এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি, অদিতি ও দেবগণ আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি অদিতির গর্ভে আমার পুত্র রূপে প্রাদুর্ভূত

হও। হে দনুজদলন! এক্ষণে সুরপতি ইন্দ্রের অনুজ হইয়া শোকাকুল সুরগণকে সাহায্য দান কর। তোমার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি যে মানসে এই স্থানে বাস করিতেছ তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর সুর-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এস্থান হইতে উত্থিত হও।

অনন্তর নারায়ণ, দেবী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দানবরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলির নিকট উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন এবং লোক হিতার্থে পাদত্রয়ে এই ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। রাম! এই রূপে বামন আপনার বলে বলিকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনরায় ত্রৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। বৎস! বামনদেব পূর্ব্বে এই শ্রমনাশন আশ্রমে বাস করিতেন। এক্ষণে আমি তাঁহারই প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া আছি। যজ্ঞবিঘ্নকর নিশাচরগণ এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমারে সেই দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। বৎস! আজি আমরা সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে আমার ন্যায় তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রীত মনে রাম ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তৎকালে

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত নীহার-নির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব এক শোভা হইল। সিদ্ধাশ্রমবাসী তাপসেরা বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে অর্চ্চনা করিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণেরও অতিথিসৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষণকাল মধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুশিকনন্দনকে কহিলেন, তপোধন! আপনি আজিই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার মঙ্গল হইবে। আপনার সংকল্প সিদ্ধ হইয়া এই আশ্রমের নাম সার্থক হউক। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, অবিলম্বেই তৎসমুদায় সফল হউক্।

জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ দিবস যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রজনী উপস্থিত। স্কন্দ ও বিশাখ সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উভয়ে পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাবন্দন অর্ঘ্যদান ও জপ সমাপন করিয়া হুত-হুতাশন এবং সুখাসীন মহর্ষি কৌশিককে অভিবাদন করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ অবসরোচিত-বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে সময়ে মারীচ ও সুবাহুকে আপনার যজ্ঞ রক্ষার্থ নিবারণ করিতে হইবে, আপনি আমাদিগকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। দেখিবেন, সেই কাল যেন অতীত না হয়। সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণ রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যত দর্শন করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি কৌশিক দীক্ষিত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া অন্যান্য তাপসেরা মধুর বাক্যে কহিলেন, হে রাজকুমারযুগল! এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়াই থাকিবেন। অতএব তোমরা অদ্যাবধি এই কএক রাত্রি তপোবন রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এইরূপ নিদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শরাসন ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দিবানিশি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রা-

বেগ পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে যজ্ঞে কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ পঞ্চম দিবস অতীত ও ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইল। তখন রাম সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজ্জীভূত থাক।

এ দিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মা, পুরোহিত এবং ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রো-চ্চারণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ কার্য্য সাধন করিতেছিলেন। কুশ কাস স্রুক সমিধ কুসুম ও পানপাত্র ঐ বেদির চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ইত্যবসরে সহসা ঐ বেদি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গগনমণ্ডলে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। জলদজাল বর্ষাকালে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ গর্জ্জন বজ্রাঘাত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপ ভাবে রাক্ষসেরা নানা প্রকার মায়া বিস্তার করত মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। মারীচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অনুচর নিশাচর সকল উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ-বেদির উপর অনবরত রুধির-ধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি-পাত করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া

আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ আমি এক্ষণে এই অল্পপ্রাণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। বরং মানবাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত মাংসাশীদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষভরে শরাসনে তেজঃ-প্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই মানবাস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন দূরে মহাসাগরে নিপতিত হইল। তখন রাম মারীচকে অস্ত্রবল-পীড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণায়মান দেখিয়া এবং তাহাকে এককালে যুদ্ধে নিরস্ত স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, লক্ষ্মণ! আমার এই মনু-প্রযুক্ত মানবাস্ত্র মারীচকে বিনাশ করিল না, কেমন কিন্তু উহাকে বিচেতন করিয়া দূরে লইয়া গেল। অতঃপর আমি এই সমস্ত পাপাচারী যজ্ঞের অপকারী নির্ঘৃণ শোণিতপায়ীদিগকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে কার্ম্মুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে হস্ত লাঘব প্রদর্শন করিয়া সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু রাম-শরাসন-নির্ম্মুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। মহাবীর রাম সুবাহুকে বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত

করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় রামের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং ঐ প্রদেশকে একান্ত নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য যথার্থতই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রমও যথার্থতই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

এই রূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস-বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়া পুলকিত মনে সেই তপোবনে নিশা যাপন করিলেন। শর্ব্বরী প্রভাত হইলে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাসনের ন্যায় তেজস্বী কৌশিককে অভিবাদন করিয়া উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে?

রাম ও লক্ষ্মণ বিনীত ভাবে এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্ম্মপ্রধান এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় গমন করিলে জনকের এক অদ্ভুত শরাসন দর্শন করিতে পাইবে। পূর্ব্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ-সভায় উহা প্রদান

করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সুরাসুর রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বেরাও ঐ কঠোর ও ভয়ঙ্কর কার্ম্মুকে গুণ আরোপণ করিতে পারেন না। অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ও রাজকুমার উহার শক্তি জানিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন রূপেই উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন নাই। জনকরাজ ঐ উৎকৃষ্ট মুষ্টি-বন্ধন-স্থান-যুক্ত ধনুরত্ন দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ফল-স্বরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন। এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় উহাকে স্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মা জনকের সেই ধনু ও অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসগণের সহিত মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া উত্তর দিকে ভাগীরথী তীরে হিমাচলে চলিলাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তিনি বনদেবতাদিগকে এইরূপ কহিয়া সিদ্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্যক

শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য আরোপিত করিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ আশ্রমের মৃগ পক্ষী সক কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।

ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সায়ংতন স্নান সমাপন ও অগ্নি হোত্র সমাধান পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া মহর্ষি কৌশিকের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম কৌতূহল-পরবশ হইয়া কুশিকনন্দনকে কহিলেন, ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান? বলুন, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

কৌশিক কহিলেন, বৎস ! পূর্বে কুশ নামে ব্রতপরায়ণ ধর্ম্ম-শীল এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ভগবান্ স্বয়ম্ভুর পুত্র। তাঁহার ভার্য্যার নাম বৈদর্ভী। সজ্জন-প্রতিপূজক মহাতপা কুশ এই সৎকুল-প্রসূতা পত্নী হইতে রূপগুণে আপনার অনুরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত চারিটি পুত্র লাভ করেন। ইহাঁদের নাম কুশাম্ব, কুশ-নাভ, অমূর্ত্তরজা ও বসু। ইহাঁরা সকলেই উৎসাহ সম্পন্ন ও দীপ্তিশীল ছিলেন। একদা কুশ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করি-বার আশয়ে এই সমস্ত ধার্ম্মিক সত্যবাদী পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ ! তোমরা এক্ষণে প্রজা পালন করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। অনন্তর কুশের আদেশে উহাঁরা নগর সকল সন্নিবেশিত করিলেন। মহাবীর কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী এবং ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ হইতে মহোদয়, মহীপাল অমূর্ত্ত-রজা হইতে ধর্ম্মারণ্য ও বসু হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত হইল। বৎস ! এই গিরিব্রজ নামক স্থান, এই পাঁচটি শৈল ও এই শোণা নদী মহাত্মা বসুরই অধিকৃত। এই সুরম্য নদীর আর একটি নাম মাগধী। এই নদী মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া এই পাঁচটি শৈলের মধ্যে

মালার ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে! ইহার পার্শ্বদ্বয়ে শস্য-পরিপূর্ণ সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র সকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

ঘৃতাচী রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী ছিলেন। এই ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা উৎপন্ন হয়। কাল সহকারে এই সকল কন্যা রূপ-যৌবন-সম্পন্না হইয়া উঠে। একদা তাহারা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া বর্ষাগমে সৌদামিনীর ন্যায় উদ্যানে আগমন পূর্বক নৃত্য গীত বাদ্যে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এই অবসরে সমীরণ মেঘান্তরিত তারকার ন্যায় তাহাদিগকে নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, কামিনীগণ! আমি তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা আমার পত্নী হও এবং এই মানুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। দেখ, মনুষ্যের যৌবন অচিরস্থায়ী, অতএব আমার সম্পর্কে তোমরা চিরযৌবন পাইয়া অমরী হও। কন্যাগণ বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্বক হাস্য করিয়া উঠিল; কহিল প্রভঞ্জন! তুমি লোকের অন্তরের ভাব সকলই অবগত হইতেছ এবং আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক জ্ঞাত আছি, সুতরাং তুমি এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেন আমাদিগকে অবমাননা করিলে? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা। আমরা মনে করিলে তোমার বায়ুত্ব নষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম।

নির্ব্বোধ! আমরা যে সত্যনিষ্ঠ পিতার অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ম্বরা হইব, সে দিন যেন কদাচই না আইসে। পিতা আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা। পিতা আমাদিগকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রভঞ্জন অঙ্গনাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। তখন সেই সমস্ত রাজকন্যা এইরূপ বিরূপ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত্রমে পিতার ভবনে গমন করিল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অবিরল-বাষ্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে লাগিল। মহারাজ কুশনাভ প্রাণাধিকা তনয়াদিগকে একান্ত দীনা ও কুব্জভাবাপন্না দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে কহিলেন, এ কি! বল কে তোমাদের প্রতি এইপ্রকার বল প্রকাশ করিল? কেই বা তোমাদিগের এইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন করিয়া দিল? আহা! তোমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মুখ দিয়া কথা নিঃসৃত হইতেছে না। কুশনাভ কন্যাগণকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর কামিনীগণ ধীমান্ কুশনাভের পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিল, পিতঃ! সর্ব্বব্যাপী বায়ু অসৎ পথ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে অপমানিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। সে আপনার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলে আমরা কহিয়াছিলাম, বায়ু! আমাদিগের পিতা জীবিত আছেন। আমরা স্বাধীন নহি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এক্ষণে তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর, বস্তুত তিনি আমাদিগকে তোমায় সম্প্রদান করিবেন। আমরা এই প্রকার কহিলে সেই দুরাচার পামর এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এইরূপ বিকৃতরূপ করিয়া দিল।

কুশনাভ কন্যাদিগের দুরবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! তোমরা বায়ুর প্রতি যথোচিত ক্ষমা প্রদর্শন এবং একমত হইয়া আমার কুল-গৌরব রক্ষা করিয়াছ। স্ত্রী বা পুরুষ হউক, ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ। দেখ, সুরগণ সর্ব্বাংশে কমনীয় [illegible] সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা যে স্বেচ্ছাচারিণী [illegible] [illegible]পে অনুরাগিণী হও নাই। ইহাতেই তোমাদিগের [illegible]

রূপ ক্ষমার পরিচয় হইয়াছে। তোমাদিগের যেরূপ ক্ষমা, আমার বংশ-পরম্পরায় সকলেই সেই প্রকার শিক্ষা করুক। ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম্ম। ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সুরগণের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহারাজ কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুর-প্রবেশে অনুমতি করিলেন এবং উচিত দেশ ও উচিত কালে রূপ-গুণে অনুরূপ পাত্রে তাহাদিগকে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে চূলী নামক কোন এক ব্রহ্মচারী শুভাচারপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেছিলেন। চূলীর যোগসাধনকালে সোমদা নাম্নী ঊর্ম্মিলা-গর্ভ-সম্ভূতা এক গন্ধর্ব্বকন্যা তাঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রণতি-পরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর পরিচর্য্যা করিতেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঋষি সেই ধর্ম্মশীলা সোমদার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সোমদে! আমি তোমার পরিচর্য্যায় যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, বল; তোমার মঙ্গল হউক। তখন সোমদা মহর্ষির পরিতোষ দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া মধুর বাক্যে কহিল, তপোধন! আপনি মহাতপা, ব্রহ্মশ্রী-সম্পন্ন ও ব্রহ্মস্বরূপ। আমার বাসনা যে আমি আপনার প্রসাদে ব্রহ্ম-

যোগ-যুক্ত পরম ধার্ম্মিক এক পুত্র লাভ করি। অদ্যাপি কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করি নাই এবং করিবও না। অতএব যাহাতে আমার এই সংকল্প সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আমি আপনার কিঙ্করী; আপনি ব্রাহ্ম বিধান অবলম্বন পূর্ব্বক আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মর্ষি চুলী সোমদার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রহ্মনিষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিলেন। যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে এক পুরী প্রস্তুত করেন। বৎস! মহারাজ কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকেই আপনার এক শত কন্যা প্রদানের সংকল্প করিলেন।

অনন্তর তিনি ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া প্রীতমনে তাঁহার সহিত কন্যাগণকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিলেন। সুররাজ-সদৃশ মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে ঐ শত ভগিনীর পাণি-স্পর্শ করিবামাত্র উহাদের কুব্জভাব বিদূরিত হইয়া গেল এবং উহারা পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব শ্রীলাভ করিল। নৃপতি কুশনাভ তনয়া-দিগকে সহসা এইরূপ বায়ুর আক্রমণ হইতে নির্ম্মুক্ত দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সস্ত্রীক মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে উপাধ্যায়গণের সহিত সাদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের জননী

সোমদা পুত্রের বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ হইল দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইলেন এবং রাজা কুশনাভকে ভূয়সী প্রশংসা ও বারংবার বধূগণের অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বৎস! ব্রহ্মদত্ত দারগ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে মহারাজ কুশনাভ পুত্র লাভের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিলেন। উদারপ্রকৃতি রাজা কুশ যাগ আরব্ধ হইলে কুশনাভকে কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে গাধি নামে ধার্ম্মিক এক পুত্র লাভ করিবে। তুমি গাধিকে পাইয়া ইহলোকে চিরকীর্ত্তি বিস্তার করিতে পারিবে। রাজা কুশ কুশনাভকে এইরূপ কহিয়া আকাশ-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। রাম! এই গাধিই আমার পিতা। আমি কুশের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এই নিমিত্ত আমার নাম কৌশিক হইয়াছে। সত্যবতী নামে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। মহর্ষি ঋচীক তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। তিনি ভর্ত্তার সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সেই ভগিনী স্রোতস্বতী রূপে পরিণত হইয়া লোকের হিত-সাধন বাসনায় হিমাচল হইতে

প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌশিকী। ঐ দিব্য নদী অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র। বৎস! আমি এক্ষণে কৌশিকীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বে পরম সুখে নিরন্তর কাল যাপন করিয়া থাকি। আমার ভগিনী সরিদ্বরা সত্যবতী অতি পুণ্যশীলা ও পতিপরায়ণা। ধর্ম্ম ও সত্যে তাঁহার যথোচিত অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বৎস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই দেশের বিষয়ও সবিশেষ কহিলাম। এক্ষণে কথা-প্রসঙ্গে অর্দ্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে। নিদ্রিত হও। নতুবা পথ পর্য্যটনে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। বৎস! ঐ দেখ, বৃক্ষ সকল নিস্পন্দ ও মৃগ পক্ষিগণ নীরব রহিয়াছে। চারি দিক রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্রমশঃ অর্দ্ধ প্রহর অবসান হইয়া আসিল। নভোমণ্ডল নেত্রের ন্যায় নক্ষত্র সমূহে পরিপূর্ণ এবং উহাদিগের নির্ম্মল প্রভায় সমাকীর্ণ হইয়াছে। এ দিকে চন্দ্র স্বীয় আলোকে লোকের মন পুলকিত করত অন্ধকার ভেদ করিয়া উদয় হইতেছেন। মাসাংশী ক্রূরস্বভাব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি রজনীচর প্রাণিসকল ইতস্তত সঞ্চরণ

করিতেছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিয়া মৌনাব-লম্বন করিলেন।

অনন্তর মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজর্ষি কুশিকের বংশ অতি মহৎ এবং তাঁহার বংশীয় মহাত্মারা বিশেষতঃ আপনি অত্যন্ত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ। আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও পিতৃকুলকে যার পর নাই উজ্জ্বল করিতেছেন। কুশিক-তনয় বিশ্বামিত্র হৃষ্টমনা মুনিগণের মুখে এইরূপ প্রশংসা-বাদ শ্রবণ করিয়া অস্তশিখরারূঢ় ভাস্করের ন্যায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণও বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করত মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত শোণা নদীর তীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতকালে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! নিশা অবসান হইয়াছে। পূর্ব্ব সন্ধ্যার বেলা উপস্থিত। এক্ষণে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। রামচন্দ্র মহর্ষির আদেশে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই ত স্বচ্ছসলিল পুলিন-শোভিত অগাধ শোণ নদ। এখন আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ যে পথে গিয়া থাকেন, চল আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব।

ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন। মধ্যাহ্ন-কালও উপস্থিত হইল। নিকটে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতে-ছিলেন। তাঁহারা সেই হংস-সারস-মুখরিত মুনিজন-সেবিত

পুণ্য-সলিল গঙ্গা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীর আশ্রয় করিয়া স্নান বিধানানুসারে পিতৃদেবগণের তর্পণ ও অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে অমৃতবৎ হবি ভোজন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে গঙ্গাকূলে উপবিষ্ট হইলেন।

সকলে উপবেশন করিলে রাম সহর্ষে মহর্ষি কৌশিককে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ত্রৈলোক্য আক্রমণ পূর্ব্বক কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া নিপতিত হইতেছেন? বলুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ভগবান কৌশিক রামের এইরূপ কথা শুনিয়া জাহ্নবীর উৎপত্তি ও ত্রৈলোক্যব্যাপ্তি কিরূপে হইল, কহিতে লাগিলেন, রাম! ধাতুর আকর গিরিবর হিমালয়ের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী আছেন। এই সুমেরুদুহিতা মেনা হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্নবী কনিষ্ঠার নাম উমা। বৎস! পৃথিবীতে জাহ্নবী ও উমার রূপের উপমা নাই। এক সময়ে সুরগণ স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথ-বিহারিণী লোকপাবনী গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে সুরগণের

নিকট সমর্পণ করেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপঃ-সাধন করিয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্ব্বজন-বন্দনীয়া নন্দিনীকে অপ্রতিমরূপ বিরূপাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম! যে রূপে জলবাহিনী পাপবিনাশিনী গঙ্গা প্রথমে আকাশ ও তৎপরে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট এই রূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্‌! আপনি ধর্ম্মফলপ্রদ অতি উৎকৃষ্ট কথাই কহিলেন। দেবী জাহ্নবীর বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব এক্ষণে ইহাঁর দিব্য ও মনুষ্যলোক-সংক্রান্ত সমস্ত কথা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। হে তপোধন! এই লোক-পাবনী গঙ্গা কি কারণে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন? কি নিমিত্ত ত্রিলোক মধ্যে ত্রিপথগা নামে প্রখ্যাত হইলেন এবং ইহাঁর কার্য্যই বা কি?

বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিহিত হইয়া মুনিগণ-সন্নিধানে ভাগীরথী-সংক্রান্ত বিষয়সকল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৎস! পূর্ব্বে মহাতপা ভগবান্‌ নীলকণ্ঠ দার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলে দিব্য শতবর্ষ অতীত হইল, তথাচ তাঁহার পুত্র জন্মিল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এই শিবপার্ব্বতী-সহযোগে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে

তাঁহার বীর্য্য কে সহ্য করিতে পারিবে। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবের নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! আপনি লোকের শুভ সাধনে তৎপর আছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোক সকল আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি যোগ অবলম্বন করিয়া দেবী পার্ব্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠান এবং এই ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত ঐ তেজ আপনার তেজোময় শরীরেই ধারণ করুন। লোক সকলকে উচ্ছিন্ন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

মহাদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন; কহিলেন, সুরগণ! আমি ও উমা আমরা উভয়েই স্বশরীরে তেজ ধারণ করিব। এক্ষণে ত্রিলোকের সমস্ত লোকের সহিত দেবগণ শান্তি লাভ করুন। কিন্তু বল দেখি, দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশত আমার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, উমা ব্যতিরেকে তাহা আর কে ধারণ করিবে? সুরগণ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিবেন।

মহাবল মহাদেব দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া

তৎক্ষণাৎ তেজ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা এই গিরিকানন-পরিপূর্ণা পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবগণ হুতাশনকে কহিলেন, হুতাশন! তুমি বায়ুর সহিত এই রুদ্র-তেজে প্রবেশ কর। হুতাশন সুরগণের আদেশে রুদ্র-তেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেত পর্ব্বত ও অত্যুজ্জ্বল দিব্য শরবন রূপে পরিণত হইল। বৎস! এই শরবনে অগ্নি হইতে মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর দেবতারা ঋষিগণের সহিত প্রীত হইয়া শিবপার্ব্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শৈলরাজ-দুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমি পুত্রকামনায় স্বামি-সহবাসে প্রবৃত্তা ছিলাম। তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্ন আচরণ করিয়াছ। অতএব আজি অবধি তোমরাও স্বদারে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীরা আমার শাপে নিঃসন্তান হইবে। তিনি দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, অবনি! অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহু-ভোগ্যা হইবি। রে দুঃশীলে! আমার যে পুত্র হয়, তাহা তোর ইচ্ছা নহে। অতএব তুই যখন আমার কোপে পড়িলি, তখন তোকে পুত্রপ্রীতি আর অনুভব করিতে হইবে না।

অনন্তর ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর অভিশাপে

দেবগণকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎ-প্রভব নামক শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম! অতঃপর আমি ভাগীরথীর প্রভাব কীর্ত্তন করিব, তুমি লক্ষ্মণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

পশুপতি পার্ব্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেনাপতি লাভে অভিলাষে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূ আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিবার প্রসঙ্গ করিয়া ছিলেন সেই শত্রুবিনাশন মহাবীর আজিও জন্ম গ্রহ করিলেন না। তাঁহার পিতা শঙ্কর উমা দেবীর সহিত হিমা লয়-শিখরে তপস্যা করিতেছেন। সুতরাং অতঃপর যাহ কর্ত্তব্য, লোকের হিত সাধনের নিমিত্ত আপনিই তাহা বিধা করুন। আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয় তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, সুরগণ গিরিরাজ-তনয়া উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং এক্ষণে এই হুতাশ হইতে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে একটি পুত্র জন্মিবে। সে পুত্রই তোমাদিগের সেনাপতি হইবে। জ্যেষ্ঠা গঙ্গা তাঁহার

কনিষ্ঠা উমারই পুত্র বলিয়া মানিবেন এবং উমার চক্ষেও সে কখন অনাদরের হইবে না। দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ধাতু-রাগ-রঞ্জিত কৈলাসে গমন করিয়া পুত্রার্থ অগ্নিকে নিয়োগ করিবার বাসনায় কহিলেন, অনল! তুমি মন্দাকিনীতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর। এইটি দেবকার্য্য; ইহা সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। তখন অগ্নি সুরগণের এইরূপ প্রার্থনায় অঙ্গীকার পূর্ব্বক গঙ্গার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর। ইহা দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর হইবে।

সুরতরঙ্গিণী অমরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য নারীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অগ্নি তাঁহার সৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাশুপত তেজ দ্বারা গঙ্গার নাড়ী-প্রবাহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হুতাশন! এই পাশুপত তেজ তোমার তেজের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি কোনরূপেই উহা ধারণ করিতে পারিলাম না। আমার অন্তর্দাহ ও চেতনা বিলুপ্ত

হইতেছে। অগ্নি কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে এই হিমালয়ের পার্শ্বে তেজ পরিত্যাগ কর। সরিদ্বরা গঙ্গা অগ্নির নির্দেশানুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলেন। তেজ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইল বলিয়া উহা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, উহার তীক্ষ্ণতায় তাম্র ও লৌহ জন্মিল এবং গর্ভ-মল সীসক রূপে পরিণত হইল। এই রূপে নানা প্রকার ধাতু সকল জন্মিল। পর্ব্বতের বন বিভাগ ঐ তেজ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে।

গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে পাশুপত তেজ পরিত্যাগ করিবামাত্র একটি কুমার উৎপন্ন হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ কুমারকে স্তন পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকা নক্ষত্রগণকে অনুরোধ করিলেন। কৃত্তিকাগণ এইটি আমাদিগেরই পুত্র হইবে, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোকে প্রথিত হইবেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ স্বদীপ্তিপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায়

দীপ্যমান গঙ্গাগর্ভনিঃসৃত কার্ত্তিকেয়কে স্নান করাইলেন। কার্ত্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্ন (নিঃসৃত) হইলেন, এই কারণে তাহাঁর নাম স্কন্দ হইল।

অনন্তর কৃত্তিকা নক্ষত্রগণের স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। কার্ত্তিকেয় ছয় আনন বিস্তার করিয়া ঐ ছয় নক্ষত্রের স্তন পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কৃত্তিকাগণের স্তন পান করিয়া স্বয়ং একান্ত সুকুমার হইলেও এক দিনে স্বীয় ভুজবলে দানবসৈন্যগণকে পরাজয় করেন। অমরগণ অগ্নির সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকেই আপনাদিগের সেনাপতির পদে অভিষেক করিয়াছিলেন। রাম! এই আমি তোমাকে গঙ্গার বৃত্তান্ত ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি সবিস্তরে কহিলাম। এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয়, সে দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ।

মহর্ষি কৌশিক জাহ্নবী-সংক্রান্ত মধুর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় রামকে কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী। এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম সুমতি ছিল। সত্যবাদিনী কেশিনী বিদর্ভ-রাজের দুহিতা ছিলেন এবং সুমতি মহর্ষি কশ্যপ হইতে উৎপন্না হন। পতগরাজ গরুড় ইহাঁরই সহোদর। মহীপাল সগর সন্তান লাভার্থ এই উভয় পত্নীর সহিত হিমাচলের এক প্রত্যন্ত পর্ব্বতে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান করেন। বৎস! সেই স্থানে মহর্ষি ভৃগু নিরন্তর অবস্থান করিতেন। মহারাজ সগর অতিকঠোর তপস্যায় তাঁহাকেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত শত বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা সত্যপরায়ণ তপোধন ভৃগু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বর প্রভাবে তোমার পুত্র ও কীর্ত্তি লাভ হইবে। তোমার এই দুই সহধর্ম্মিণীর মধ্যে এক জন একটি মাত্র বংশধর পুত্র আর এক জন সহস্রটি প্রসব করিবেন।

রাজমহিষীরা মহর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা যেন অলীক না হয়। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা সহস্রটি উৎপন্ন হইবে? বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ভৃগু ঐ দুই সপত্নীর এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ ইচ্ছা, বল; বংশধর এক পুত্রেরই হউক, অথবা মহাবল পরাক্রান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন কীর্ত্তিমান বহু পুত্রেরই হউক, এই দুই বরের মধ্যে কাহার কোন্‌টি প্রার্থনীয় হইতেছে? তখন কেশিনী নৃপতির সাক্ষাতে বংশধর এক পুত্র এবং সুপর্ণ-ভগিনী সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্রের বর লইলেন। বৎস! রাজা সগর এই রূপে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক দুই মহিষীর সহিত স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জকে এবং সুমতি তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ গর্ভপিণ্ড ভেদ করিবামাত্র উহা হইতে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ উহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরি-বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। বহু কাল অতিক্রান্ত হইলে ঐ ষষ্টি-

সহস্র পুত্র রূপবান্ ও যুবা হইয়া উঠিল। উহারা যখন অতিশয় শিশু ছিল, তখন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অসমঞ্জ উহাদিগকে প্রতিদিন সরযুর জলে ফেলিয়া দিত এবং উহাদিগকে স্রোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। এই রূপে অসমঞ্জ পাপাচারী পৌরজনের অহিতকারী ও সাধুদ্রোহী হইয়া উঠিলে, সগর তাহাকে নগর হইতে নির্বাসিত করেন। অংশুমান্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। এই অংশুমান্ অতি বলবান্ প্রিয়বাদী ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে মহীপাল সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়, এবং তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপাধ্যায়-গণের সহিত তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হন।

উনচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুপ্রবীর রাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমার পূর্ব্ব-পুরুষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্নে একান্ত কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যে ভূমিখণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদেশ যজ্ঞ কার্য্যেই সম্যক্ প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যজ্ঞের আয়োজন হইলে মহারথ অংশুমান্ সগরের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করেন। সুরগণের অধিপতি, ইন্দ্র এই যজ্ঞে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসী মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্ব্ব দিবসে ঐ অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। অশ্ব অপহ্রিয়মাণ হইলে উপাধ্যায়গণ সগরকে কহিলেন, মহারাজ! পর্ব্ব দিবসে যজ্ঞীয় অশ্ব মহাবেগে অপহৃত হইতেছে। অতএব আপনি অপহা-

রককে সংহার করিয়া শীঘ্র অশ্ব আনয়ন করুন, নতুবা আপনার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না।

সগর উপাধ্যায়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে ষষ্টিসহস্র পুত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্রগণ! যদিও আমি মন্ত্রপূত হবির্ভাগ কল্পনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ রাক্ষসের মায়াবলে ইহার কোন বিঘ্ন ঘটিলে আমার সদ্গতি লাভ সুকঠিন হইবে। অতএব অশ্বকে কে লইয়া গেল, তোমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান কর। এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সকল স্থানে অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। ক্রমশঃ এক এক যোজন তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর। ইহাতেও যদি অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না সেই অশ্বাপহারক ও অশ্বের সন্দর্শন পাও, তাবৎ এই পৃথিবী খনন কর। আমি দীক্ষিত হইয়া পৌত্র অংশুমান ও উপাধ্যায়গণের সহিত অশ্বের দর্শন লাভ প্রতীক্ষায় এই স্থানেই অবস্থান করিব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

অনন্তর সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত রাজকুমার পিতার নিদেশে পরম প্রীত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানেই যজ্ঞীয় অশ্বের সন্দর্শন পাইল না। পরে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ ভূমি বজ্রের ন্যায় সারবৎ ভুজ দ্বারা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বসুমতী অশনি-সদৃশ শূল ও অতি কঠিন হল দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। উরগ, রাক্ষস ও অসুরগণের করুণ স্বরে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র পাতালতল অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তই যেন অবলীলাক্রমে ষষ্টি সহস্র যোজন খনন করিল। তাহারা এই বহুল-শৈল-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে এইরূপে খনন করত চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব্ব অসুর ও উরগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে সগরতনয়েরা সমগ্র ধরাতল খনন করিতেছে। ঐ দুর্বৃত্তেরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু সংখ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও জলচর জীবজন্তু বিনাশ করিয়াছে। 'এই ব্যক্তি আমাদিগের যজ্ঞের অপকারী' 'এই আমাদের অশ্বাপহারী' এই বলিয়া তাহারা নির্দোষেরও প্রাণদণ্ড করিতেছে।

চত্বারিংশ সর্গ।

ভগবান্ চতুর্ম্মুখ সুরগণকে সগরসন্তানগণের সর্ব্বসংহারক বলবীর্য্যে নিতান্ত ভীত ও একান্ত বিমোহিত দেখিয়া কহিলেন, এই বসুমতী বাসুদেবের মহিষী, বাসুদেবই ইহাঁর একমাত্র অধিনায়ক। এক্ষণে তিনি কপিলের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। সগরসন্তানেরা সেই কপিলেরই কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। সুরগণ! এই পৃথিবী বিদারণ ও অদূরদর্শী সগরসন্তানগণের নিধন, ইহা অবশ্যম্ভাবী; তন্নিমিত্ত তোমরা কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। তখন সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্য দেবতা পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মনে স্বস্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে ভূমিভেদকালে সগরসন্তানগণের বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সমগ্র পৃথিবী বিদারণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি বলবান্ জীবজন্তুগণকে বিনাশ করিলাম, কিন্তু কোথায়ও আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব

ও অশ্বাপহারককে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আর আমরা কি করিব? আপনি তাহা নির্ণয় করুন। মহারাজ সগর পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পুনরায় ধরাতল খনন কর। এই বার তোমাদিগকে সেই অশ্বাপহারকের সন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন করিতেই হইবে।

অনন্তর সগরতনয়েরা পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া পুনরায় ধরাতলে ধাবমান হইল এবং উহা খনন করিতে করিতে একস্থলে বিরূপাক্ষ নামক একটি পর্ব্বতাকার বৃহৎ দিক্‌হস্তী দেখিতে পাইল। এই মহাহস্তী মস্তকে শৈলকাননপূর্ণা অবনীর একদেশ ধারণ করিয়া আছে। যখন এই নাগ ধরা-ভার-বহন-পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বকালে শিরশ্চালন করে, তখনই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সগরতনয়েরা ইহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া রসাতল ভেদ করত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পূর্ব্বদিক ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় মহাপদ্ম নামে পর্ব্বতাকার একটি হস্তী পৃথিবীর কিয়দংশ ধারণ করিয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপদ্মকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পশ্চিম দিক ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকেও সুমনা নামে অচল-সদৃশ আর একটি হস্তী অবস্থান করিতেছে।

উহারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায়ও ভদ্র নামক একটি হস্তী তুষারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহে ভূভার বহন করিতেছে। সগরসন্তানগণ এই মহাহস্তীকে দর্শন স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা চতুর্দ্দিক ভেদ করিয়া পরিশেষে উত্তর পশ্চিম দিকে গমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবেগ মহাবল বীরেরা উত্তর পশ্চিম দিক খনন করিতে করিতে কপিলরূপধারী সনাতন হরিকে নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, তাঁহারই অদূরে সেই যজ্ঞীয় অশ্বটি সঞ্চরণ করিতেছে। তখন তাহারা কপিলকেই যজ্ঞদ্রোহী স্থির করিয়া রোষ-কষায়িত লোচনে খনিত্র লাঙ্গল শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল, কহিল, রে নির্ব্বোধ! তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্। এক্ষণে দেখ্ আমরা সকলে সগর-সন্তান, এই অশ্বের অন্বেষণ-প্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়াছি।

মহর্ষি কপিল তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র উহারা ভস্মীভূত হইয়া গেল।
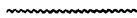
একচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে মহীপাল সগর তনয়গণের কালবিলম্ব দেখিয়া পৌত্র অংশুমানকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর কৃতবিদ্য ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে তোমার পিতৃব্যগণ ও অশ্বাপহারকের উদ্দেশ লইয়া আইস। ভূগর্ভে যে সকল মহাবল জীবজন্তু আছে, তাহা-দিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত অসি ও শরাসন গ্রহণ কর। তুমি পূজ্যদিগকে অভিবাদন ও বিদ্রোহীদিগের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক কার্য্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন করিও। বৎস! এখন যাহাতে আমার এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

অংশুমান মহাত্মা সগর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসি ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরিতপদে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে ভূমির অভ্যন্তরে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত একটি সুপ্রশস্ত পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে দেখি-লেন উহার এক স্থলে একটি দিক্‌গজ বিরাজমান আছে এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগেরা তাহার পূজা করিতেছে। অসমঞ্জ-তনয় অংশুমান্ ঐ দিক্‌নাগকে প্রদক্ষিণ

ও কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক আপনার পিতৃব্যগণ এবং অশ্বাপহারকের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিঙ্‌নাগ কহিল, রাজকুমার! তুমি কৃতকার্য্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। অংশুমান্‌ তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া যথাক্রমে অন্যান্য দিঙ্‌নাগদিগকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্য প্রয়োগ-সমর্থ ঐ সকল দিঙ্‌নাগেরাও পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর অংশুমান্‌ দিক্‌গজগণের এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যে স্থানে তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বিনাশে যার পর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদূরে যজ্ঞীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিতেছিল, তিনি শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবার কালে তাহাকেও দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্‌ পিতৃব্যগণের সলিল-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তথায় জলাশয় পাইলেন না। এই অবসরে তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল বায়ুবেগগামী বিহগ-রাজ গরুড়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। মহাবল বিনতাতনয় অংশুমানকে পিতৃশোকে একান্ত-আকুল দেখিয়া

কহিলেন, হে পুরুষপ্রধান! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। তোমার পিতৃব্যগণের নিধনে লোকের একটি হিত সাধন হইবে। এই সকল মহাবল বীরেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাদিগকে লৌকিক সলিল দান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। গঙ্গা নামে গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন। তুমি তাঁহারই স্রোতে ইহাদিগের সলিল-ক্রিয়া সম্পাদন কর। লোকপাবনী সুরধুনী এই ভস্মাবশেষ-কলেবর সগরতনয়গণকে স্বীয় প্রবাহে আপ্লাবিত করিবেন। তিনি এই ভস্মরাশি আপ্লাবিত করিলে, ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানেরা সুরলোকে গমন করিবে। অতএব তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

বীর্য্যবান্ অংশুমান্ বিহগরাজ গরুড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন এবং যজ্ঞদীক্ষিত মহীপাল সগরের সন্নিহিত হইয়া পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও বিনতাতনয় যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবিকল কহিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের মুখে এই শোকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বিধানানুসারে যজ্ঞশেষ সমাপন করিয়া পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক কি রূপে ভূলোকে জাহ্নবীর আগমন হইবে, সততই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহার উপায় কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ।

মহারাজ সগর কলেবর পরিত্যাগ করিলে প্রজারা ধর্ম্মশীল অংশুমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অংশুমানের দিলীপ নামে এক পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রমণীয় হিমাচলশিখরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তনু ত্যাগ করেন। তাঁহার পর মহারাজ দিলীপও পূর্ব্ব-পুরুষগণের অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। কি রূপে জাহ্নবী ভূলোকে অবতীর্ণা হইবেন, কি রূপে ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানের উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ও কি রূপেই বা তাঁহাদিগের সদ্গতি লাভ হইবে, তিনি নিরন্তর এই চিন্তাতেই একান্ত আকুল হইয়া উঠেন। এই ধর্ম্মশীল দিলীপের ভগীরথ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! মহাতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পিতৃগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এই দুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত

হন এবং পুত্রের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি ভগীরথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি প্রজা পালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশী-ভূত করিয়া কখন মাসান্তে আহার করিতেন এবং কখন পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী ও কখন বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায় তাঁহার সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি ভগীরথ সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যে তপঃ-সাধন করিয়াছি, যদি কিছু তাহার ফল থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমা হইতে পিতামহগণের সলিল লাভ হয়। ঐ সমস্ত মহাত্মার ভস্মরাশি গঙ্গাজলে সিক্ত হইলে উহাঁরা নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। হে দেব! এই আমার

প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে আমার যেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হয়। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার এই বংশ যেন অবসন্ন না হয়।

ব্রহ্মা রাজা ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহৎ; আমার বরপ্রভাবে ইহা অবশ্যই সফল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে বসুমতী এই হৈমবতী গঙ্গার পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ইহাঁকে ধারণ করিবার নিমিত্ত হরকে নিয়োগ কর। হর ব্যতিরেকে গঙ্গা-ধারণ করিতে আর কাহাকেই দেখি না। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া গঙ্গাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

দেব-দেব চতুর্মুখ দেবলোকে গমন করিলে ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সংবৎসরকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে পশুপতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার প্রিয়-সাধনোদ্দেশে গঙ্গার অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ করিব। ভগবান ভূতনাথ এইরূপ কহিলে সর্ব্বজন-পূজনীয়া জাহ্নবী বিস্তীর্ণ আকার পরিগ্রহ করিয়া গগনমার্গ হইতে দুঃসহ-বেগে শোভন শিব-শিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন। পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্নবীর অন্তরে এইরূপ গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটাজূটমধ্যে তিরোহিত করিলেন। তখন পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সেই জটাজাল-জড়িত হিমগিরি-সদৃশ অতি পবিত্র হর-শিরে নিপতিত হইয়া তথা হইতে সবিশেষ চেষ্টা করিলেও মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত জটামণ্ডল পর্য্যটন

করিয়া উহার উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বহুকাল তন্মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগীরথ দেবী জাহ্নবীকে শঙ্করের জটাজূট মধ্যে তিরোহিত দেখিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর তাঁহার সেই তপস্যায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে জটাটবী হইতে অবিলম্বে বিন্দুসরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গা বিমুক্ত হইবামাত্র সপ্তধারে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে; সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পূর্ব্ব দিকে এবং অবশিষ্ট একটি মহারাজ ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে গঙ্গা গগনতল হইতে হরজটায় তৎপরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার প্রভৃতি জলচর জন্তুসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘোরতর শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত জন্তুর মধ্যে কতকগুলি প্রবাহ-যোগে ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং কতকগুলি হইতেছে, বসুমতীর ইহাতে অপূর্ব্ব এক শোভার আবির্ভাব হইল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ জাহ্নবীকে দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবগণ নগরাকার বিমান

ও করিতুরগে আরোহণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই জলদজাল-শূন্য স্বচ্ছ গগনতল আগমনশীল সুরগণ ও তাঁহাদের আভরণ-প্রভায় কোটি-সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চপল শিশুমার, সর্প ও মৎস্য সমূহ বিদ্যুতের ন্যায় উহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং পাণ্ডুবর্ণ ফেনরাজি খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে উহা হংস-সঙ্কুল শারদীয় মেঘে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইল। গমন-কালে গঙ্গার প্রবাহ কোথায় দ্রুতবেগে চলিল। কোন স্থলে কুটিল গতিতে, কোন স্থলে সঙ্কুচিত, কোথায় স্ফীত ও কোথায় বা মৃদুভাবে বহিতে লাগিল। কোন স্থলে বা তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাত আরম্ভ হইল। কখন প্রবাহ-বেগ ঊর্দ্ধে উত্থিত কখন নিম্নে নিপতিত হইয়া গেল। এই রূপে সেই পাপাপহারক নির্ম্মল জাহ্নবীজল শোভা পাইতে লাগিল। ধরাতলবাসী ঋষি ও গন্ধর্ব্বেরা গঙ্গা শিবের উত্তমাঙ্গ হইতে নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া পবিত্রবোধে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহারা শাপ-প্রভাবে উন্নত লোক হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহারা ঐ গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করিয়া শাপমুক্ত হইল এবং মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায়

আকাশ-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিল। লোক-সকল গঙ্গাজল অবলোকন মাত্র পুলকিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাতে স্নানাদি সমাধান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া অপেক্ষাকৃত আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে এবং গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা ঋষি দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর অপ্সর ও উরগেরা জলচর জীব জন্তুগণের সহিত তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী সুরতরঙ্গিণী ভগীরথ যে দিকে সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এক স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞ করিতেছিলেন; গঙ্গা গমনকালে তাঁহার সেই যজ্ঞ-ক্ষেত্র স্বীয় প্রবাহে প্লাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে জহ্নু জাহ্নবীর গর্ব্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া রোষভরে তাঁহার জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ নার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং মহাত্মা জহ্নুর স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, তপোধন! সরিদ্বরা গঙ্গা আপনারই দুহিতা হই-লেন; অতঃপর আপনি ইহাঁকে পরিত্যাগ করুন। মহাতেজা জহ্নু দেবগণের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণ-বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন।

বৎস! জহ্নুর দুহিতা বলিয়া তদবধি গঙ্গার একটি নাম জাহ্নবী হইয়াছে।

অনন্তর জাহ্নবী জহ্নুর কর্ণ-বিবর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মহাসাগরে নিপতিত হইয়া সগরসন্তানগণের উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ভগীরথ যে স্থানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মী-ভূত ও বিচেতন হইয়া নিপতিত আছেন, তথায় সবিশেষ যত্ন সহকারে গঙ্গাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী জাহ্নবী স্বীয় সলিলে সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেম, ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানেরও পাপধ্বংস হওয়াতে সুরলোক লাভ হইল।

চতুশ্চত্বারিংশৎ সর্গ।

এই অবসরে সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান স্বয়ম্ভু রাজর্ষি ভগীরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে। এক্ষণে যাবৎ এই মহাসাগরে জল থাকিবে, তাবৎ উহাঁরা দেবতার ন্যায় দ্যুলোকে অবস্থান করিবেন। অতঃপর গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইবেন এবং তোমারই নামানুসারে ভাগীরথী এই নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোক মধ্যে প্রথিত থাকিবেন। ইনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর আর একটি নাম ত্রিপথগা হইবে। মহারাজ! তুমি এক্ষণে পিতামহগণের উদকক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞা-ভার অবতরণ কর। তোমার পূর্ব্বপুরুষ যশস্বী ধর্ম্মশীল রাজা সগর আপনার এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পর অপ্রতিমতেজা মহাত্মা অংশুমান কৃতকার্য্য হন নাই। তৎপরে মহর্ষি-তুল্য তেজস্বী মত্তুল্যতপস্বী ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ তোমার পিতা মহাভাগ দিলীপও বিফলপ্রয়াস হইয়া লোকান্তরিত হন। কিন্তু তুমিই

আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে সর্ব্বত্র তোমার এই যশ ঘোষিত হইবে। তুমি জাহ্নবীকে ভূলোকে অবতীর্ণ করিলে, এই কারণে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। ভগীরথ! এই গঙ্গাজলে অশুভ কালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই; অতএব তুমি ইহাতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হও এবং পবিত্র ফল লাভ কর। আমি এক্ষণে স্বলোকে প্রস্থান করি। তুমিও পিতৃ-লোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রাজর্ষি ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথও যথাক্রমে ন্যায়ানুসারে পিতৃগণের তর্পণাদি করিয়া পবিত্র ভাবে নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে লাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল; ভগীরথের বিরহ-জনিত শোক তাহাদিগের চিত্ত হইতে অপনীত হইয়া গেল এবং "রাজ্যের গুরুভার কে বহন করিবে" এই ভাবনাও সম্পূর্ণ দূর হইল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট জাহ্নবী-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

বা ও অন্যান্য বর্ণকে এই আয়ুষ্কর যশস্কর স্বর্গপ্রদ ও বংশ-বর্দ্ধক জাহ্নবী-সংবাদ শ্রবণ করান, পিতৃগণ ও দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন ; আর যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল মনোরথ সফল হয় এবং পাপ তাপ বিদূরিত, আয়ু পরিবর্দ্ধিত ও কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! দেখ, আমাদিগের কথাপ্রসঙ্গে সন্ধ্যা কাল প্রায় অতিক্রান্ত হইল।

পঞ্চচত্বারিংশৎ সর্গ।

রঘুকুল-তিলক রাম পূর্ব্ব রাত্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে জাহ্নবী-সংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাতে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! গঙ্গার অবতরণ ও তাঁহার দ্বারা সাগর-গর্ত্ত পরিপূরণ আপনি এই অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনার এই কথা চিন্তা করিতে করিতেই পলকের ন্যায় রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রাতে কৃতাহ্নিক হইলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! নিশা অবসান হইয়াছে। অতঃপর আপনার নিকট অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে আমরা ঐ পবিত্রসলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা পার হই। ঐ দেখুন, আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন জানিয়া মহর্ষিগণ ত্বরিতপদে আগমন করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনযুক্ত একখানি নৌকাও উপস্থিত হইয়াছে। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নাবিক-সাহায্যে সকলকে

লইয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং গঙ্গার উত্তরতীরে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যাগত তপোধনদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

জাহ্নবী-তটে উত্থিত হইবামাত্র বিশালা নগরী সকলের নেত্রগোচর হইল। তখন বিশ্বামিত্র সেই সুরলোকের ন্যায় সুরম্য বিশালা নগরীর অভিমুখে রামের সহিত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ধীমান্ রাম করপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশ বাস করিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, বলুন; আপনার মঙ্গল হউক।

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশালা-সংক্রান্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, রাম! আমি সুরপতি ইন্দ্রের মুখে এই বিশালার কথা শুনিয়াছি। এই স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে ধর্ম্ম-পরায়ণ সুরগণ এবং মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, যে আমরা কি উপায়ে অজর, অমর ও নীরোগ হইব। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত-রস প্রাপ্ত হইব, তদ্দ্বারাই আমা-

দিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। দেবাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মন্দর গিরিকে মন্থন দণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া ক্ষীর সমুদ্র-মন্থন করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইল। বাসুকি অনবরত গরল উদ্গার ও দশন দ্বারা শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শিলা অনলসঙ্কাশ বিষরূপে প্রাদুর্ভূত হইল এবং উহার তেজে সুরাসুর মানুষের সহিত সমুদায় বিশ্ব দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ শরণার্থী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক, "রুদ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর" বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রুদ্রদেবের স্তুতি গান করিতেছেন, এই অবসরে শঙ্খচক্র গদাধর হরি তথায় সমুপস্থিত হইয়া হাস্যমুখে ভগবান শূলপাণিকে কহিলেন, হে দেব! তুমি দেব-গণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব তুমি এই স্থানেই অবস্থান করিয়া বিষ গ্রহণ কর। হরি ত্রিপুরারিকে এইরূপ কহিয়া তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর শঙ্কর বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও দেবগণের কাতরতা দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং অমৃতের ন্যায় অক্লেশেই হলাহল গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে পরিত্যাগ

করিয়া অমৃত কুণ্ডে গমন করিলেন। দেবতারাও পূর্ব্ববৎ সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দর গিরি সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে অমরগণ গন্ধর্ব্বদিগের সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে কহিলেন; হে দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষতঃ দেবগণের এক মাত্র গতি; অতএব এক্ষণে মন্দর পর্ব্বতকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবান হৃষীকেশ সুরগণ ও গন্ধর্ব্বদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ-রূপ ধারণ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ পূর্ব্বক সাগর-গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তি অতি অদ্ভুত; তিনি সমুদ্র-গর্ভে শয়ন করিয়াও সুরগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে পর্ব্বত-শিখর আক্রমণ পূর্ব্বক সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন।

সহস্র বৎসর অতীত হইল। আয়ুর্ব্বেদময় ধম্বন্তরি দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে সমুদ্র-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপ্সরা সকল উত্থিত হইল। মন্থন নিবন্ধন (অপ) ক্ষীর রূপ নীরের সারভুত রস হইতে উত্থিত হইল বলিয়া তদবধি উহাদিগের নাম অপ্সরা রহিল। উহাদিগের সংখ্যা ষাট্ কোটি। এতদ্ভিন্ন উহাদের পরিচারিকা যে কত তাহা কিছুই স্থির হইল না। বৎস! অপ্সরা সকল সমুদ্র হইতে

উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না; সুতরাং তদবধি উহারা সাধারণ-স্ত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইল।

অনন্তর সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বারুণী উত্থিত হইলেন। বারুণী উত্থিত হইয়াই গৃহীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। সুতরাং তিনি সুরগণেরই আশ্রয় লইলেন। এই অপ্রতিগ্রহ নিবন্ধন দৈত্যরা তদবধি অসুর এবং প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবগণ সুর এই উপাধি লাভ করিলেন। বৎস! দেবতারা সেই অনিন্দনীয়া বরুণ-নন্দিনী বারুণীকে পাইয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অনন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি ও উৎকৃষ্ট অমৃত উত্থিত হইল। এই অমৃতেরই নিমিত্ত সমুদ্র কূলে একটি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবতারা দানবদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তর অসুর নিপাত হইতে লাগিল। তখন তাহারা আপনাদের পক্ষ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। পুনরায় ত্রৈলোক্যমোহন লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মুর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অমৃত হরণ করিলেন। তৎকালে যে সকল অসুর প্রতিকূল হইয়া তাঁহার

অভিমুখে আগমন করিল, তিনি তাঁহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর বিনষ্ট হইল। সুররাজ ইন্দ্র ইহাদিগকে সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল মনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোক সকল শাসন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর দৈত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মরীচিতনয় কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, সুরপতিকে নষ্ট করিতে পারে, এইরূপ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ! আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন। মহাতেজা মহর্ষি কশ্যপ দুঃখিতা দয়িতা দিতির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। অতঃপর যে পর্য্যন্ত না পুত্র জন্মে, তাবৎ পবিত্র হইয়া থাক। এই ভাবে সহস্র বৎসর অতীত হইলে তুমি আমার প্রভাবে সুরপতি-সংহার-সমর্থ এক পুত্র অবশ্যই প্রসব করিবে। এই বলিয়া কশ্যপ পাপশান্তির উদ্দেশে দিতির কলেবর করতলে মার্জনা ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন।

কশ্যপ প্রস্থান করিলে দিতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুশপ্লব নামক এক তপোবনে গমন পূর্ব্বক অতিকঠোর তপ

আরম্ভ করিলেন। তিনি তপস্যায় মনঃসমাধান করিলে দেবরাজ নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কখন অগ্নি কুশ কাষ্ঠ কখন বা ফল মুল জল, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা, অবিচারিত মনে তাহাই আহরণ এবং তিনি পরিশ্রান্ত হইলে শ্রমাপনোদন ও গাত্র সংবাহন করিতেন। এই রূপে নয়শত নবতি বৎসর পূর্ণ হইলে দেবী দিতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আর দশ বৎসর অতীত হইলে সহস্র বৎসর তপঃকাল পূর্ণ হয়। এই সময়ের অবশেষ অবসান হইলে তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। দেখ, আমি যে পুত্র তোমার বিনাশ সাধনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্ব্বিবাদ করিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রাতৃকৃত ত্রিলোকের বিজয়-মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে। বৎস! আমার প্রার্থ-নায় তোমার পিতা সহস্র বৎসর পরে পুত্র জন্মিবে আমাকে এইরূপই বর দেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। দৈত্যজননী দেবরাজ পুর-ন্দরকে এইরূপ কহিয়া শয্যার যেস্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয় তথায় চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইন্দ্র শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে তাঁহাকে অশুচি বোধ করিয়া হাস্য করিলেন। মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষেরও উদ্রেক

হইল। পরে তিনি এই সুযোগে তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রোদন-শব্দে দিতিরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ বালককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! 'মা রুদ' রোদন করিও না রোদন করিও না। কিন্তু ঐ গর্ভস্থ বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দ্র কুলিশ-প্রহারে তাহারে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দিতি কহিলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভস্থ বালককে তুমি বিনাশ করিও না, এখনই নির্গত হও।

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার বাক্য-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত বজ্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি শয্যার যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আমি আপনার এইরূপ ব্যতিক্রম পাইয়া ভাবী শত্রুকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

দৈত্যজননী দিতি গর্ভ সপ্তধা খণ্ড খণ্ড হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমারই অশুচিত্ব অপরাধে তুমি এই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ; ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যাহা হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। অতঃপর তোমার এই কার্য্য যাহাতে আমাদের উভয়েরই প্রীতিকর হয়, তাহাই আমার একান্ত স্পৃহনীয়। বৎস! তৎকৃত এই খণ্ডসপ্তক সপ্ত বায়ু-স্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামক সাত লোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দ্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে। তুমি ইহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া 'মা রুদ' বলিয়াছিলে, এই কারণে ইহাদের নাম মারুত হইবে।

সুররাজ, দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহা অবশ্যই

হইবে। আপনার দেবরূপী আত্মজেরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে রক্ষক রূপে অবস্থান করিবেন। বৎস রাম! আমরা শুনিয়াছি, দিতি ও ইন্দ্র সেই তপোবনে এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ত্রিদশাধিপতি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাপসী দিতির এইরূপ পরিচর্য্যা করেন, ইহা সেই স্থান। বৎস! অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে ধর্ম্মশীল এক পুত্র জন্মে। সেই বিশালই এই স্থানে বিশালা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র। তাঁহার পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব। ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্মে। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহাপ্রতাপ সহদেব। সহদেবের কুশাশ্ব নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই কুশাশ্ব অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁরই পুত্র সোমদত্ত। এক্ষণে এই সোমদত্তের পুত্র নিতান্ত দুর্জ্জয় প্রিয়দর্শন সুমতি এই পুরীতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে এই বিশালা নগরীর নৃপতিগণ অতি বলবান ধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। বৎস! আমরা এই স্থানে অদ্যকার রাত্রি পরম সুখে অতিবাহিত করিব। কল্য তুমি রাজা জনকের আলয়ে উপস্থিত হইতে পারিবে।

এদিকে বিশালা দেশের অধিপতি সুমতি বিশ্বামিত্রের

আগমন-সংবাদ পাইয়া উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আমার অধিকার মধ্যে আপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি একান্ত অনুগৃহীত হইলাম। আজি আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হইয়াছি।

---

[২৪]

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

মহীপতি সুমতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরীসদৃশ গতি এবং শার্দ্দূল ও বৃষভ তুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইহাঁরা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি এই দুই পদ্মপলাশ-লোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশকে যার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁরা কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? হে তপোধন! আপনি ইহা সবিশেষে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিশালাধিপতি সুমতির এইরূপ বাক্য

শ্রবণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। শুনিয়া সুমতি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন এবং অতিথি-রূপে অভ্যাগত সম্মানের সম্যক উপযুক্ত উভয় রাজকুমারকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সুমতি-কৃত সপর্য্যা গ্রহণ ও বিশালায় নিশা যাপন করিয়া পরদিন মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ জনক-নগরী মিথিলা দর্শন করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন সুরম্য নির্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! মুনিজন-সংশ্রবশূন্য আশ্রম-সদৃশ এইটি কোন স্থান্? পূর্ব্বে ইহা কাহারই বা তপোবন ছিল; বলুন শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! এইটি যাঁহার আশ্রম, যে কারণে ইহার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। এই দেব-পূজিত দিব্যাশ্রম-সদৃশ আশ্রমপদ পূর্ব্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি কোন কার্য্য-প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন, এই অবসরে শচীপতি

ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যার সকাশে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি! রতিপ্রার্থী ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না। এই কারণে আমি এখনই তোমার সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি। দুর্মতি অহল্যা সুরপতি ইন্দ্রই মুনিবেশে আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্ভোগ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর তিনি সন্তুষ্টমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর। তখন সুররাজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির ভয়ে ত্বরিতপদে পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেব-দানবগণের দুরতিক্রমনীয় তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি গৌতমকে তীর্থ-সলিলে অভিষেক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সমিধ ও কুশহস্তে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

তখন সদাচারপরায়ণ মহর্ষি গৌতম দুর্ব্বৃত্ত দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, রে নির্বোধ! তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমারই ভার্য্যাসম্ভোগরূপ

অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্; অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে। মহর্ষি সরোষে এই কথা বলিবামাত্র বৃত্রনিসূদন ইন্দ্রের বৃষণ তৎক্ষণাৎ স্খলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে দুঃশীলে! তোরেও এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন পূর্ব্বক বায়ুমাত্র ভক্ষণে কালযাপন করিতে হইবে। আত্মকৃত কার্য্যের নিমিত্ত তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবে। এক সময়ে দশরথ-তনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন। তুই লোভ ও মোহের বশবর্ত্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিবি, তাঁহার আতিথ্য করিলে নিশ্চয়ই তোর এই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্তি ও আমার সহিত সম্মিলন হইতে পারিবে।

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরম রমণীয় হিমাচল শিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বৃষণবিহীন হইয়া চকিতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও চারণদিগকে কহিলেন, দেখ আমি মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন ও তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদন পূর্ব্বক দেবকার্য্য সাধন করিয়াছি। নতুবা তিনি স্বীয় তপোবলে সমুদায় দেবস্থান অধিকার করিয়া লইতেন। ঐ মহর্ষি যদি আমাকে অভিশাপ না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারিত। কিন্তু আমি তাঁহার কোপে পড়িয়া বৃষণহীন হইয়াছি এবং তাপসী অহল্যাও স্বদোষের ফল ভোগ করিতেছেন। সুরগণ! দেবকার্য্য সাধন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; অতএব যাহাতে আমি পুনরায় বৃষণ লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে।

দেবতারা সুরপতি ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেব-সমাজে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ভগবান হব্যবাহন কহিলেন, হে পিতৃদেবগণ! ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়াছেন। দেখি-

তেছি, তোমাদিগের এই মেষের বৃষণ আছে। অতএব তোমরা এই মেষবৃষণ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রকে প্রদান কর। এই মেষ ষণ্ডভাবাপন্ন হইয়াও তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না।

পিতৃদেবগণ অগ্নির এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মেষবৃষণ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহাদিগেরও ষণ্ড মেষ ভক্ষণের একটি নিয়ম হইল। বৎস! ইন্দ্র মহাত্মা গৌতমেরই তপঃপ্রভাবে মেষবৃষণ সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তপঃপ্রভাবে মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সন্নিহিত হইলে দেব দানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে বিধাতা সবিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ অহল্যার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য। তিনি

মায়াময়ীর ন্যায় বিস্ময়কারিণী, ধূমব্যাপ্ত প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় এবং তুষার পরিবৃত মেঘান্তরিত পৌর্ণমাসী শশি ও সূর্য্যের প্রভার ন্যায় একান্ত মনোহারিণী হইয়াছেন। অহল্যা মহর্ষির অভিশাপে রামের দর্শন-কাল অবধি ত্রিলোকেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট-মনে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল এই ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা তপোবল-বিশুদ্ধা ভর্ত্তৃ-পরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন্ এবং বিধানানুসারে রামের সৎ-কার করিয়া সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমকৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর-পূর্ব্বাস্য হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! মহাত্মা জনকের যজ্ঞ-সমৃদ্ধি অতি পরিপাটী হইয়াছে। দেখিতেছি, এই উপলক্ষে বেদাধ্যয়নশীল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ঋষি-নিবাস সকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমা-দিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি এইরূপ একটি স্থান নির্ণয় করুন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে জনশূন্য জলসম্পন্ন নিবাস-স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিক্‌গণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘহস্তে ত্বরিতপদে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনক-প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অনুক্রমে তাঁহার, যজ্ঞের এবং উপাধ্যায় ও

পুরোহিতদিগকে কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তৎপরে তিনি পুলকিতমনে শতানন্দপ্রভৃতি মুনিগণের সহিত সম্মিলিত হইলে, রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন! আপনি এই সমস্ত সহচর ঋষিগণের সহিত আসন গ্রহণ করুন। বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত শতানন্দ, ঋত্বিক্ এবং মন্ত্রিগণের সহিত স্বয়ং রাজা জনক ইহাঁরা সকলে তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। এই রূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে জনক বিশ্বামিত্রের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য দেব-প্রসাদে আমার এই যজ্ঞ সফল হইল। আজি আপনকার দর্শনেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক্ ফল লাভ করিলাম। স্বয়ং ভগবান্ যখন ঋষিবর্গের সহিত যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন, তখন আমিও যার পর নাই ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার অবসান হইলেই আপনি যজ্ঞভাগ-লাভার্থী অমরগণের দর্শন পাইবেন।

মহারাজ জনক প্রফুল্লমুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় করপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দূল ও বৃষভ তুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইহাঁরা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখি-

তেছি, এই দুই পদ্মপলাশ-লোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশকে যার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষ-ধারী বীরযুগল কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই যে দু ই কুমারকে দেখিতেছেন, ইহাঁরা রাজা দশরথের আত্মজ। মহর্ষি, রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসবিনাশ, অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, বিশালা-দর্শন, অহল্যার শাপোদ্ধার, গৌতম-সমাগম ও হরকার্ম্মুক নিরীক্ষণার্থ আগমন, রাজা জনককে আনুপূর্ব্বিক এই সকল সংবাদ নিবেদন করিলেন।

একপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর তপঃপ্রভাবপ্রদীপ্ত মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজস্বী শতানন্দ ধীমান বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপমোচন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং অসুলভ রাম-সন্দর্শন লাভে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে পরম সুখে আসনে নিষণ্ণ দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি ত রাজকুমার রামকে আমার জননী যশস্বিনী অহল্যাকে দেখাইয়া দিয়াছেন? সেই তাপসী কি এই সর্ব্বজনবন্দনীয় রামচন্দ্রকে বন্য ফল পুষ্পাদি দ্বারা সমুচিত সৎকার করিয়াছিলেন? দেবরাজ তাঁহার প্রতি যে অনুচিত আচরণ করেন, আপনি সেই বৃত্তান্ত ইহাঁকে ত কহিয়াছেন? মহর্ষে! জননী রামের প্রসাদাৎ শাপমুক্ত হইয়া আমার পিতার সহিত কি সমাগত হইয়াছেন? তেজস্বী রাম আমার পিতৃ-প্রদত্ত পূজা স্বীকার করিয়া ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? ইনি আশ্রমে গিয়া পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই প্রশান্তমনা মহর্ষিকে কি অভিবাদন করিয়াছিলেন?

বচন বিশারদ মহর্ষি বিশ্বামিত্র গৌতম-তনয় শতানন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! যাহা কর্ত্তব্য, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। যমদগ্নির রেণুকার ন্যায় তোমার জননী অহল্যা তপস্বী গৌতমের সহিত সমাগতা হইয়াছেন। শতানন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, পুরুষোত্তম! তুমি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই অমিতপ্রভাব মহর্ষির সহিত তোমার আগমন আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে। যাঁহার অতিসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য অতি আশ্চর্য্য, যিনি তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব অধিকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক আমাদিগের উভয়েরই হিতকারী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। রাম! এই কঠোরতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, সুতরাং এই ভূলোকমধ্যে একমাত্র তুমিই ধন্য। এক্ষণে এই মহাত্মা কৌশিকের যেরূপ তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কুশ নামে কোন এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান প্রজাপতির পুত্র। তাঁহার আত্মজের নাম কুশনাভ। কুশনাভ মহাবল-পরাক্রান্ত ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। কুশনাভের পুত্র গাধি। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই গাধিরই আত্মজ। এই কৃতবিদ্য ধর্ম্মশীল মহর্ষি পূর্ব্বে বহুকাল শত্রু দমন

ও প্রজাগণের হিতসাধন পূর্ব্বক রাজ্য পালন করেন। একদা ইনি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে অবনি পরিভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ বহুসঙ্খ্য নগর রাষ্ট্র নদী পর্ব্বত ও আশ্রম পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের তপোবনে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ মৃগ এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও চারণগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হরিণ সকল প্রশান্তভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ফলপুষ্পোপশোভিত লতা-জালজড়িত তরুরাজি উহার চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। দেব দানব ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন। তপঃসিদ্ধ হুতাশনসঙ্কাশ স্বয়ম্ভুসদৃশ ঋষিগণ এবং নির্দোষ জিতেন্দ্রিয় জপহোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানসেরা ইহাতে সততই বিদ্যমান আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ সলিলমাত্র পান কেহ বায়ুমাত্র কেহ শীর্ণ পর্ণ এবং কেহ কেহ বা ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। বিশ্বা-মিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় বশিষ্ঠের সেই আশ্রমপদ অব-লোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর মহাবল বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আনন্দিতচিত্তে বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান বশিষ্ঠও তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক তাঁহার উপবেশনার্থ আসন আনয়নের আদেশ দিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে বিধানানুসারে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি-প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে তপস্যা অগ্নিহোত্র শিষ্য ও আশ্রমস্থ পাদপসমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবও তাঁহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! কেমন তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ত? তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজা-রঞ্জন পূর্ব্বক নৃপতির সমুচিত বৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে ত প্রতিপালন করিতেছ? তুমি ত ভৃত্যবর্গকে বেতনাদি দান করিয়া ভরণ করিয়া থাক? তাহারা ত তোমার আজ্ঞা-পালনে পরাঙমুখ নহে? হে শত্রুনিসূদন! তুমি ত বিপক্ষ হইতে জয়শ্রী অধিকার করিতে পারিয়াছ? তোমার চতুরঙ্গ

সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও পুত্র পৌত্রগণের ত মঙ্গল ? বিশ্বামিত্র এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীত বশিষ্ঠকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন। পরে তাঁহারা কথা প্রসঙ্গে বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন।

অনন্তর ভগবান বশিষ্ঠ সহাস্যমুখে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহাবল! আমি এই চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত তোমার আতিথ্য সৎকার করিব, তুমি এই বিষয়ে সম্মত হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্ব্বপ্রযত্নে পূজনীয় হইতেছ। অতএব তুমি মৎকৃত আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হও। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আতিথ্যের প্রস্তাবনাতেই আমার আতিথ্য করা হইল। আপনি আমার পূজনীয়। আপনার দর্শন এবং এই আশ্রমের ফল মুল পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা আমি যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনাকে নমস্কার। আমি চলিলাম। অতঃপর আমাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ধীমান বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে ধর্ম্মিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বারংবার তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া কহিলেন, ভগবন্! ভাল আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়া পাপহন্ত্রী বিচিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, শবলে! তুমি একবার শীঘ্র আইস। আসিয়া আমার একটি কথা শুনিয়া যাও। দেখ, আজি আমি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা এই চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহৃত মহারাজ বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করিব। অতএব তুমি রাজার যোগ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। কামদে! অদ্য মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা চাহেন, তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ প্রচুর পরিমাণে তাঁহাকে তাহাই দেও। শীঘ্র সরস ভক্ষ্য পেয় লেহ্য চোষ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি কর।

---

[২৬]

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ।

কামদা শবলা মহর্ষি বসিষ্ঠের এইরূপ আদেশ পাইয়া যাহার যে দ্রব্যে অভিরুচি তাহাকে অবিলম্বে তাহাই প্রদান করিতে লাগিল। ইক্ষু, মধু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী মদ্য, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, পর্ব্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু-খাণ্ডব-পূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজন-পাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। তখন সেই হৃষ্টপুষ্ট-জন-ভূয়িষ্ঠ নৃপসৈন্য, মহর্ষিকৃত আতিথ্য সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ বিশ্বামিত্রও প্রধান অন্তঃপুরচর ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও দাসবর্গের সহিত সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া যার-পর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বসিষ্ঠকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভবাদৃশ ব্যক্তি মাদৃশ লোকের কিরূপে সৎকার করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমি আপনকার এই অতিথিসপর্য্যায় অপরির্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আমার একটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ ধেনু দিতেছি; আপনি তাহার বিনিময়ে

অমায় এই শবলা দান করুন। আপনার এই ধেনুটি রত্ন বিশেষ। রত্নে রাজারই স্বামিত্ব আছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমায় এই শবলা দান করুন। ন্যায়ানুসারে ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্ত্তিয়াছে।

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি লক্ষ কি শতকোটি ধেনু দেও, অথবা প্রচুর রজতভারই প্রদান কর, আমি কোন মতেই শবলা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। শবলা পরিত্যাগের পাত্রী নহে। মহাত্মার কীর্ত্তির ন্যায় এই ধেনু নিয়তকাল আমার সঙ্গে রহিয়াছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্র বলি ও হোম ইহার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। স্বাহাকার ও বষট্‌কার-সাধ্য যাগ যজ্ঞ এবং বিবধ বিদ্যা ইহারই আয়ত্ত। মহারাজ! আমি সত্যই কহিতেছি শবলা আমার সর্ব্বস্ব। ইহারে দেখিলেও আমি সুখী হই। এক্ষণে এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে এই ধেনু প্রদান করিতে পারিব না।

বচনবিশারদ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার নির্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনাকে স্বর্ণশৃঙ্খল ও গ্রাবাবন্ধনযুক্ত কুশ-ভূষিত উৎকৃষ্টবর্ণ চতুর্দশ সহস্র মাতঙ্গ, বাহ্লীকাদি দেশজাত

সৎকুলোৎপন্ন বেগবান্ এক সহস্র দশটি তুরঙ্গ, শ্বেতাশ্ব চতুষ্টয় পরিশোভিত কিঙ্কিণী-জাল-মণ্ডিত আটশত হেমময় রথ, তরুণ ও নানাবর্ণ কোটি ধেনু এবং যাবৎ সংখ্য মণি কাঞ্চন প্রার্থনা করেন, সমুদায়ই দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনু প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কোন মতেই শবলা দান করিতে পারিব না। শবলা আমার ধন ও রত্ন এবং শবলাই আমার জীবনসর্ব্বস্ব। ইহা হইতে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সকল সাধিত হয় এবং ইহা হইতে আমার অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! অধিক আর কি, আমি কোন মতেই তোমাকে শবলা দান করিতে পারিব না।

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনা পূরণে একান্ত অসম্মত দেখিয়া বল পূর্ব্বক ধেনু লইয়া চলিলেন। তখন ধেনু আশ্রম হইতে নীত হইয়া গলদশ্রুলোচনে শোকাকুলিত ও দুঃখিতমনে চিন্তা করিল, মহর্ষি কি যথার্থতই আমারে পরিত্যাগ করিলেন! রাজ-পরিচারকেরা কেন আমাকে আকুল করিয়া লইয়া যায়। আমি সেই মহাত্মার এমন কি করিয়াছিলাম যে তিনি আমাকে একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়াও নিরপরাধে ত্যাগ করিতেছেন!

শবলা বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও এইরূপ চিন্তা করত সেই বহুসংখ্য রাজভৃত্যদিগের হস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া তেজস্বী মহর্ষির নিকট বায়ুবেগে গমন করিল এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সজলনয়নে করুণবচনে কহিল, ভগবন্! রাজভৃত্যেরা কেন আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যায়? এখন কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দুঃখিনী ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

কহিলেন, শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না এবং তুমিও আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। এই মহাবল মহীপাল বল পূর্ব্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল ইহাঁর তুল্য নহে। দেখ ইহাঁর এই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল ধ্বজপটসমাকীর্ণ পরিপূর্ণ সেনা রহিয়াছে। ইনি আমা অপেক্ষা বলশালী। ইনি রাজা, বলবান রাজা, ক্ষত্রিয় ও পৃথিবীর অধীশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার আশ্রমের অতিথি হইয়াছেন। অতিথিকে বধ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ঋষিধেনু শবলা বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীত বাক্যে কহিল, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলসম্পন্ন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক বলিয়াই প্রথিত আছে। ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অপরিচ্ছেদ্য এবং আপনার তেজ একান্ত দুরাসদ। বিশ্বামিত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা কখনই বলবান্ হইবেন না। মহর্ষে! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকেই নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার দর্প, বল ও যত্ন সমুদায়ই চূর্ণ করিব।

মহাযশাঃ বশিষ্ঠ শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

কহিলেন, শবলে! তবে তুমি বিশ্বামিত্রের সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বেই সৈন্য সৃষ্টি কর। শবলা বশিষ্ঠের আদেশ পাইয়া সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে হুম্বা রব পরিত্যাগ-করিবামাত্র বহুসংখ্য পহ্লব নামক ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইল। উহারা উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তাঁহার সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও ক্রোধ-ভরে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রযোগ পূর্ব্বক পহ্লবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শবলা তাঁহাদিগকে বিশ্বামিত্রের শস্ত্রে একান্ত নিপীড়িত দেখিয়া পুনর্ব্বার ভীষণমূর্ত্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাবীর্য্য, তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বর সম্বৃত। এই উভয় জাতীয় সৈন্যে রণ-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহারা রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্য দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহা-রাজ বিশ্বামিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যবন কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা তাঁহার অস্ত্রে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে একান্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলারে কহিলেন, শবলে! তুমি যোগবলে পুনর্ব্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলা হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখর-মূর্ত্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহার আপীন দেশ হইতে বর্ব্বর, যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকূপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। এই সমস্ত ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের পদাতি হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদায় সৈন্য নিপাত করিল।

তদ্দর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি বসিষ্ঠের অভিমুখে ধাবমান হইল। বসিষ্ঠদেব তাহাদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের আত্মজেরা অশ্ব রথ ও পদাতির সহিত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তখন বিশ্বামিত্র আত্মজগণকে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া

লজ্জিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরঙ্গ-বেগ-পরিশূন্য মহাসাগর, রাহুগ্রস্ত দিবাকর এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগের ন্যায় তিনি একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তনয়েরা সসৈন্যে সমরাঙ্গনে শয়ন করাতে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবসান হওয়াতে যার পর নাই উৎসাহশূন্য ও নির্বিণ্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি গত্যন্তরবিরহে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্যপালনের আদেশ দিয়া অরণ্য প্রস্থান করিলেন এবং কিন্নরসেবিত ও উরগপরিবৃত হিমাচলের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি কারণে তপঃসাধন করিতেছ? বল; তোমার কি বলিবার আছে। আমি বর প্রদান করিবার বাসনায় আসিয়াছি। কিরূপ বরেই বা তোমার অভিলাষ, প্রকাশ কর। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্বেদ আমারে প্রদান করুন। দেব দানব যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিলোকে যে

সমস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদায়ই আমাতে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক। হে দেব! এই আমার প্রার্থনীয়। আপনার প্রসাদে যেন ইহা সফল হয়। তখন ত্রিনয়ন তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া স্বভাবতই গর্ব্বিত ছিলেন, এক্ষণে দেবপ্রভাবে অস্ত্রলাভ করিয়া দর্পে পরিপূর্ণ হইলেন। তিনি পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বল বীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া মনে করিলেন, এইবারে মহর্ষি বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রতেজে তপোবন দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিগণ ভীতমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমস্থ শিষ্য ও মৃগপক্ষী সকল আকুলিত মনে চারি দিকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই আশ্রমপদ শূন্য-প্রায় হইয়া মুহূর্ত্তকাল কান্তারসদৃশ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠদেব উচ্চৈঃস্বরে বারংবার কহিতে লাগিলেন, তোমরা কেহ ভীত হইও না। দিবাকর যেমন নীহারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি এই দুষ্টকে অবিলম্বেই বিনষ্ট করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষকষায়িত লোচনে বিশ্বামিত্রকে কহি-লেন, রে নরাধম! তুই অতি দুরাচার ও মুর্খ। তুই যখন

বহুকালের এই আশ্রমকে উচ্ছেদ করিলি, তখন তোরে আর বড় জীবিত থাকিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি প্রলয়-কালের বিধূম পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ দণ্ড উদ্যত করিলেন।

ষট্পঞ্চাশৎ সর্গ।

মহাবল বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিয়া ক্রোধ-ভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! এই ত আমি দণ্ডায়মান রহিয়াছি। তোর কতদূর বল এখনই তাহা প্রদর্শন কর। তপোবলে অস্ত্রলাভ করিয়া তোর মনে যে গর্ব্বের আবির্ভাব হইয়াছে, আমি এই দণ্ডেই তাহা দূর করিব। রে কুলপাংসন! বিপুল ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষত্রিয় বলের তুলনাই হয় না। এখন তুই আমার সেই অলৌকিক বল অবলোকন কর। এই বলিয়া তিনি যেমন জল দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ করে সেইরূপ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন গাধিনন্দন অধিকতর কুপিত হইয়া বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, দুর্জ্জয়, বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, রুদ্রপ্রিয় পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি, দণ্ড, পৈশাচ, ও ক্রৌঞ্চাস্ত্র

এবং ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন, হয়শির, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, বৈদ্যাধর অস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণ প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্র-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাল নিরাস করিয়াদিলেন। অনন্তর কৌশিক তাঁহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দেবর্ষিগণ গন্ধর্ব্বগণ ও উরগগণ, ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে দেখিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সমস্ত লোক নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্ম তেজোযুক্ত ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও নিবারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি ত্রিলোকের লোমহর্ষণ ও অতিভীষণ হইয়া উঠিল। ধূমাকুলিত জ্বালাকরাল পাবকের ন্যায় তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ সেই উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডও প্রলয় কালীন বিধূম বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

অনন্তর মুনিগণ এই ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে স্বীয় মহিমায় ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ সংবরণ করুন। উহা শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করিলে আপনার বল ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতিসংহার করাই

শ্রেয় হইতেছে। আপনি এই মহাবল বিশ্বামিত্রকে যার পর নাই নিগ্রহ করিলেন। অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিগণের প্রার্থনায় শত্রুবিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মবলে পরাভূত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রাহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। দেখ, বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদায় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া ক্ষত্রিয়ভাব পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপস্যায় মনঃসমাধান করিব।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ।

মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পরাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নির্ব্বেদও উপস্থিত হইল। তখন তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় ফল মূলমাত্রে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার হবিষ্পন্দ মধুষ্পন্দ দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে সত্যধর্ম্মপরায়ণ চারি পুত্র উৎপন্ন হইল।

অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক সকল অধিকার করিয়াছ। আমরা তোমাকে রাজর্ষি শব্দেই নির্দ্দেশ করিলাম। ভগবান্ স্বয়ম্ভু, বিশ্বামিত্রকে এই বলিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তখন মহাতপা বিশ্বা-

মিত্র লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দুঃখাবেগে দীনভাবে কহিলেন, হায়! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষি বৈ আর কিছুই কহিলেন না। একণে বোধ হয় এইরূপ তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভবপর নহে। বিশ্বামিত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন।

এই অবসরে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশ বর্দ্ধন মহীপাল ত্রিশঙ্কু মনে করিলেন আমি যজ্ঞ সাধন করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিব। তিনি এইরূপ কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার এই মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইবার নহে। বশিষ্ঠ এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের শতসংখ্য পুত্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত দীর্ঘতপা মনস্বী ঋষিতনয়েরা তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তখন তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপস্বিগণ! আপনারা শরণাগত বৎসল, একণে আমি বহুসংখ্য

লোকের শরণ্য হইলেও আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছি। সংকল্প করিয়া বশিষ্ঠদেবকে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা অনুজ্ঞা করুন। আমি আপনাদিগের নিকট নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ হউন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সশরীরে সুরলোকে গমন করিতে পারিব। গুরুদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ভিন্ন আর কাহারই বা আশ্রয় লই। আপনারা আমার গুরুপুত্র। দেখুন, ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি। ভগবান্ বশিষ্ঠের পর কেবল আপনারাই আমার একমাত্র আরাধ্য হইলেন।

---

[২৮]

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর ঋষিকুমারেরা ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাকুলিত মনে কহিলেন, নির্ব্বোধ! সত্যবাদী পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইক্ষ্বাকুবংশীয়-দিগের গুরুই পরমগতি। তাঁহারা গুরুবাক্য কোন ক্রমেই অবহেলা করিতে পারেন না। যখন অসাধ্য বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ পিতা অস্বীকার করিয়াছেন তখন আমরা কোন্ সাহসে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব। নরনাথ! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে পুনরায় স্বনগরে প্রতিগমন কর। আমা-দের পিতা ত্রৈলোক্যসিদ্ধির নিমিত্তও যাগ করিতে পারেন, সুতরাং যাহা তাঁহার অসাধ্য তাহা সাধন করিতে গিয়া, আমরা কোন মতেই তাঁহার অবমাননা করিতে পারি না।

মহারাজ ত্রিশঙ্কু ঋষিতনয়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপাকুলিত বচনে কহিলেন, দেখ, প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; আবার তোমরাও করিলে। ভালই, আমি না হয় গত্যন্তর চেষ্টা করি। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক। তখন ঋষিতনয়েরা ত্রিশঙ্কুর এই অসৎ অভি-

প্রায় অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে নরাধম! তুই চণ্ডাল হ। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া উহার মুখাবলোকন পর্য্যন্ত পরিহার করিবার মানসে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ এবং কেশ অতিশয় খর্ব্ব হইয়া গেল। শ্মশানের মাল্য, চিতাভস্মের অঙ্গলেপ, লৌহনির্ম্মিত ভূষণ এবং নীলীরাগরঞ্জিত বসন তাঁহাকে অতি বিকটদর্শন করিয়া তুলিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজা সকল তাঁহার এইরূপ চণ্ডালরূপ দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

অনন্তর সেই সুধীর দিবানিশি দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্মশীল কৌশিক সেই ভীমবেশ ভগ্নমনোরথ চাণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কুকে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন; কহিলেন, রাজকুমার! কেমন, তুমি ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিলে? তোমার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, তুমি কাহারও অভিশাপে চাণ্ডাল হইয়াছ।

বচনবিশারদ মহীপাল ত্রিশঙ্কু, বাগ্মী বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে সৌম্য! আমি

সশরীরে স্বর্গে যাইব এই আশ্বাসে গুরুদেব বশিষ্ঠের সকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ও তাঁহার তনয়েরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত তাঁহারা আমার জাতি বেশ ও রূপের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। আমি পূর্ণ এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইলাম। ভগবন্! আমি কখন মিথ্যা কহি নাই এবং এক্ষণে ক্ষাত্র ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, কষ্টের দশায় পড়িলেও কোন কালে অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিব না। আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন এবং সদ্গুণ ও সদাচারে গুরুজনদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মসাধন ও যজ্ঞ আহরণে যত্নবান হইয়া গুরুদেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম। অতঃপর আমার বোধ হইতেছে যে, অদৃষ্টই প্রবল, পৌরুষ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহাই লোকের পরমগতি। ভগবন্! আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। কেবল আমার অদৃষ্টের দোষেই ঐহিক কার্য্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার মঙ্গল হউক।

একোনষষ্টি সর্গ।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং মধুরবচনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি যে পরম ধার্ম্মিক তাহা আমার অবিদিত নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতেছি, তুমি আর ভীত হইও না। তোমার যজ্ঞে সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আমি সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণকে আহ্বান করিব, তাহা হইলে তুমি পরম সুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে। যদিও বশিষ্ঠের অভিশাপে তোমার রূপের এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তথাচ তুমি ইহা লইয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শরণাগত-বৎসল কৌশিকের আশ্রয় লইয়াছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বর্গ ত তোমার হস্তগতই হইয়াছে।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিয়া প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্ম্মশীল পুত্রদিগকে যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন দেখ, তোমরা আমার নিদেশানুসারে

শিষ্য ও বশিষ্ঠের পুত্রদিগের সহিত সমুদায় ঋষি এবং বহু-দর্শী ঋত্বিকগণের সহিত সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান কর। যদি কেহ আহূত হইয়া কোন রূপ অনাদরের কথা বলে, তোমরা আসিয়া তাহা অবিকল আমার নিকট কহিও।

কৌশিকের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্যগণ চতুর্দিকে গমন করিলেন। সকল দেশ হইতে ব্রহ্মবাদীরা আগমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার শিষ্যেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! সকল দেশের ব্রাহ্মণেরা আপনার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেবল মহোদয় নামা এক ঋষি এবং বশিষ্ঠের শত পুত্র আসিবেন না। তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া কোপাকুলিত বাক্যে যে রূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিলেন, যাহার যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞ-সভায় দেবর্ষিগণ কিরূপে হবি ভোজন করিবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকারে চাণ্ডাল-প্রদত্ত ভোজ্য উপযোগ করিয়া বিশ্বামিত্রের সাহায্যে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবেন! ভগবন্! মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠ-তনয়েরা রোষারুণ লোচনে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর কথাই কহিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র শিষ্যগণ-মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-ভরে কহিলেন, দেখ, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান

করিতেছি ; কোন প্রকার দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; ইহা সবিশেষ জানিয়াও যে দুরাত্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অদ্য তাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত। তাহারা সাত শত জন্ম শববস্ত্র আহরণ এবং মুষ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘৃণ হৃদয়ে কুক্কুর মাংসে উদর পূরণ পূর্ব্বক বিকৃতাকারে ও বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করুক। নির্ব্বোধ মহোদয় আমারে অকারণ দোষ দিতেছে, অতএব সে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া নির্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে এবং তাহাকে আমার রোষে নানাদোষে দূষিত হইয়া অতি দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। মহাতপা মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণ মধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠের আত্মজদিগকে নিহত স্থির করিয়া ঋষিগণ মধ্যে কহিলেন, এই ইক্ষ্বাকু কুলোৎপন্ন মহারাজ ত্রিশঙ্কু ধর্ম্মপরায়ণ ও অতিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতএব তোমরা আমার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ইহাঁর অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

ধার্ম্মিক মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরস্পর সমবেত হইয়া ধর্ম্মানুসারে কহিলেন, এই কোপন-স্বভাব কুশিকবংশীয় মুনি যাহা কহিলেন তাহা অবশ্যই সাধন করিতে হইবে। নচেৎ এই অনলসঙ্কাশ ঋষি রোষ-ভরে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবেন। এক্ষণে ইহাঁরই প্রভাবে যাহাতে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়, আইস, আমরা সকলে সেইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করি।

মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা

করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকেরা সাম্প্রদায়িক বিধি ও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইল। মহাতপা বিশ্বামিত্র ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণকে আবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আগমন করিলেন না। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্রুক্ উত্তোলন পূর্ব্বক ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, নরনাথ! অদ্য তুমি আমার স্বোপার্জ্জিত তপস্যার বল প্রত্যক্ষ কর। এই আমি স্বপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করি। সশরীরে স্বর্গলাভ যদিও অসুলভ, তথাচ আমার যা কিছু তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, তাহারই বলে তুমি তথায় গমন কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গে গমন করিলে, সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ত্রিশঙ্কু! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে, তাহার প্রভাবে সুরলোকে বাস করিতে পাইবে? এখন পুনরায় ভূলোকে গমন কর। মূঢ়! বশিষ্ঠদেব তোমারে অভিশাপ দিয়াছেন; অতএব তুমি এই দণ্ডেই অধোমুণ্ডে নিপতিত হও। তখন ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রকে কাতরস্বরে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই বলিয়া

আহ্বান করিতে করিতে সুরলোক হইতে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'তিষ্ঠ'। এই বলিয়া ঋষিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণদিকে অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, অদ্য আমি হয় অন্য ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব, না হয় মৎকৃত লোকে ত্রিশঙ্কুই ইন্দ্র হইবে। বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া দেবতা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ঋষিগণের সহিত দেবাসুরগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন, তপোধন! এই রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন, সুতরাং সশরীরে স্বর্গলাভ করা ইহাঁর উচিত হইতেছে না। মহর্ষি কৌশিক সুরগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি এই নৃপতি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইহা আমার প্রার্থনীয় নহে। এক্ষণে হয়, ত্রিশঙ্কু সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করুক, না হয় আমি যেসমস্ত নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি, যাবৎ পৃথিব্যাদি লোক, তাবৎকাল তৎসমুদায়ই থাকুক। আমি তোমাদিগকে অনুরু

নয় পূর্ব্বক কহিতেছি, তোমরা ইহার অন্যতর পক্ষে আমাকে অনুজ্ঞা কর।

দেবগণ কহিলেন, তপোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে অন্তরীক্ষে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে তোমার সৃষ্ট এই সমস্ত নক্ষত্র বিরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে এই অমরতুল্য মহারাজ ত্রিশঙ্কু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে একান্ত সমুদ্ভাসিত হইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিবেন এবং স্বর্গ অধিকার করিলে যেরূপ হয়, সেই রূপে এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ এই কৃতকার্য্য কীর্ত্তিমান ত্রিশঙ্কুর অনুসরণ করিবে। ধর্ম্মশীল বিশ্বামিত্র দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঋষিগণ সমক্ষে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর যজ্ঞ সমাপন হইল। দেবতা এবং ঋষিগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একষষ্টি সর্গ।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে তেজস্বী বিশ্বামিত্র তপোবনবাসী-দিগকে কহিলেন, দেখ, ত্রিশঙ্কু এই দক্ষিণ দিক আশ্রয় করাতে আমাদিগের তপস্যার মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। এক্ষণে চল, আমরা না হয় অন্য দিকে গিয়া তপোনুষ্ঠান করি। তাপসগণ! শুনিয়াছি পশ্চিম দিকে অতি বিস্তীর্ণ তপোবন সকল রহিয়াছে। তথায় পুষ্কর নামক একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের তীরস্থ তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা করিতে পারিব। উহা সর্ব্ব প্রকারেই আমাদিগের প্রীতিকর হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ফল মুলমাত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত অন্যের অসুকর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহা-রাজ! আমরা যে পশু আনয়ন করিয়াছিলাম, আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধন তাহা অপহৃত হইয়াছে। যে রাজার রক্ষা-

কার্য্যে বিশেষ অভিনিবেশ নাই, দোষ সকল তাঁহাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতেই হয় সেই অপহৃত পশুটি সন্ধান করিয়া আনুন, না হয়, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। মহারাজ! এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে।

তখন অম্বরীষ পুরোহিতের উপদেশে সহস্র ধেনু নিষ্ক্রয়-স্বরূপ দিয়া পশুসংগ্রহে অভিলাষ করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিত্র আশ্রম সকল পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক এক পর্ব্বত শৃঙ্গে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মহর্ষি ঋচীক পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন অম্বরীষ সেই তপঃপ্রভাব-প্রদীপ্ত মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন! আমার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যদি লক্ষ্য ধেনুর বিনিময়ে পশুর প্রতিনিধিস্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আমি সমুদায় দেশই পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি যজ্ঞীয় পশু পাইলাম না। অতএব আপনি মূল্য লইয়া আপনার একটী পুত্র আমাকে প্রদান করুন।

অম্বরীষের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তেজস্বী ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি কোন মতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারিব না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কহিলেন, মহারাজ! ভগবান ভার্গব আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিলেন না, কিন্তু কনিষ্ঠ আমার একান্ত প্রিয়তর সুতরাং আমিও তাহাকে দিতে পারি না। রাজন্! জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায়ই পিতার স্নেহের পাত্র হয়, কনিষ্ঠ কেবল মাতারই আদরের হইয়া থাকে। এই কারণে কনিষ্ঠকে রক্ষা করিতে আমার এত আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধ্যম শুনঃশেপ স্বয়ংই অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে অবিক্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, মধ্যমই বিক্রেয়; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল।

শুনঃশেপ এইরূপ কহিলে, মহারাজ অম্বরীষ লক্ষ ধেনু হিরণ্য ও অসংখ্য রত্ন দিয়া শুনঃশেপকে গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সহর্ষে তাঁহার সহিত রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

দ্বিষষ্টি সর্গ ।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। মহারাজ অম্বরীষ ঋচীকতনয় শুনঃশেপকে লইয়া বিশ্রামার্থে পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে-ছেন, এই অবসরে শুনঃশেপ দেখিলেন, তাঁহার মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তিনি পিপাসা ও পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া বিষণ্ণবদনে দীননয়নে তাঁহার উৎসঙ্গে গিয়া নিপতিত হইলেন, কহিলেন, তপোধন! এখানে আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধব কেহই নাই; এক্ষণে আপনি কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়াই আমাকে রক্ষা করুন। যে আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে এই রাজা কৃতকার্য্য হন এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি, আপনি এইরূপ বিধান করুন। আমি অনাথ, প্রসন্নমনে আপনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে অধিক আর কি কহিব, পিতার ন্যায় আমারে এই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করুন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ, পিতা যে উদ্দেশে পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত। এই মুনিবালক শরণার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশাল। এক্ষণে এই মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন কর। এই প্রকার হইলে এই ঋষি-কুমার রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন করিতে পার।

পিতা বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার তনয়েরা সাহঙ্কারবাক্যে পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, পিতঃ! আপনি নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। জীবের প্রতি দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ কার্য্য, ইহাও ঠিক তদ্রূপ হইতেছে।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পামর-গণ! তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অকাতরে এই

নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি। শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধর্ম্ম তোদের ত্রিসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে বশিষ্ঠতনয়গণের ন্যায় নীচ জাতি প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুর-মাংসে উদর পূরণ পূর্ব্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দীন শুনঃশেপকে কহিলেন, শুনঃশেপ! তুমি এক্ষণে কুশ-নির্ম্মিত পবিত্র কাঞ্চীদাম, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া বৈষ্ণব যুপে বদ্ধ ও অগ্নির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হও এবং আমি তোমাকে দুইটি গাথা দিতেছি, ঐ সময় তুমি তাহাও গান করিও। এই উপায় অবলম্বন করিলে অম্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে।

অনন্তর ঋষিকুমার শুনঃশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বামিত্রের নিকট গাথা গ্রহণ করিলেন এবং অম্বরীষকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, গিয়া দীক্ষা আহরণ ও যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও। তখন অম্বরীষ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রফুল্লমনে অবিলম্বে যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন এবং সদস্যগণের অনুমতিক্রমে শুনঃশেপকে কুশ-নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত এবং রক্তাম্বর, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে সুশোভিত করিয়া পশুরূপে যুপে বন্ধন করিয়া দিলেন।

শুনঃশেপ যূপে বদ্ধ হইয়া সর্বাগ্রে অগ্নির স্তুতিবাদ পূর্বক ইন্দ্র ও যূপ-দেবতা বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শুনঃ-শেপকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে অম্ব-রীষেরও তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট ফল লাভ হইল।

ত্রিষষ্টি সর্গ।

মহাতপা বিশ্বামিত্র এইরূপে ঋষিকুমার শুনঃশেপের প্রাণ রক্ষা করিয়া পুষ্কর তীর্থে পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তিনি ব্রতান্তে কৃতস্নান হইলে একদা ভগবান স্বয়ম্ভু তপস্যার ফল প্রদানবাসনায় দেবগণের সহিত আগমন পূর্বক তাঁহাকে প্রীতবচনে কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বকৃত কর্ম্ম-প্রভাবে অদ্যাবধি ঋষিত্ব লাভ করিলে। তোমার মঙ্গল হউক"। কমলযোনি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রও পূর্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অনন্তর কোন সময়ে মেনকা নাম্নী এক অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতেছিল। মহর্ষি সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না মেনকাকে মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর। আমি অনঙ্গ-তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি কৃপা কর;

তোমার মঙ্গল হইবে। তখন মেনকা মহর্ষির অনুরোধে সেই আশ্রমপদে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

অপ্সরাসহবাসে ক্রমশঃ দশ বৎসর অতীত এবং বিশ্বামিত্রেরও ঘোরতর তপোবিঘ্ন সমুপস্থিত হইল। শোক ও চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে একান্ত কলুষিত করিয়া তুলিল। মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সামর্ষচিত্তে বিবেচনা করিলেন, আমার এই তপোবিঘ্ন সম্পাদন দেবগণেরই কার্য্য সন্দেহ নাই। আমি এতদিন কামমোহে হতজ্ঞান হইয়াছিলাম, দশ বৎসর যেন এক অহোরাত্রির ন্যায় চলিয়া গেল, অবলম্বিত ব্রতেরও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিল। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার অনুতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

মেনকা মহর্ষির এইরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং তাহারে বিদায় দিয়া অবিলম্বে উত্তর পর্বতে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কাম-প্রবৃত্তি দমন করিবার মানসে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক কৌশিকী তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। সেই ঘোরতর তপস্যা

দর্শনে দেবগণের মনে যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মহর্ষিত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; আপনি না হয় এক্ষণে ইহাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এই রূপ বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর তপস্যায় অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতএব বৎস! তোমাকে অতঃপর মহর্ষি বলিয়া নির্দেশ করিলাম।

তপোধন বিশ্বামিত্র ভগবান স্বয়ম্ভুর এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেব! আপনি আমারে সদাচার-লভ্য ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন না, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে আমি এখনও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য্য হই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! কারণ সত্ত্বেও যদি তোমার চিত্তবিকার উৎপন্ন না হয়, তবেই তোমারে জিতেন্দ্রিয় বলা সম্ভব, হইবে। অতএব তুমি এই বিষয়ে যত্নবান্ হও। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে বিশ্বামিত্র আলম্বনশূন্য ও ঊর্দ্ধ-

বাহু হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণে প্রাণ ধারণ পূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে বর্ষাগমে অনাবৃত দেশে এবং শীতের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইলে অহোরাত্র সলিলের অভ্যন্তরে কালযাপন করিতেন। এইরূপ কঠোরতায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

চতুঃষষ্টি সর্গ।

অনন্তর সুরপতি পুরন্দর এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সুরগণের সহিত যার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং আপনার হিতসাধন ও কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদন এই উভয় কার্য্যানুরোধে রম্ভাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রম্ভে! এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কামমোহে মোহিত করিয়া তোমায় ছলিতে হইবে। তুমিই সুরগণের এই গুরুতর কার্য্য-ভারটি গ্রহণ কর। রম্ভা ইন্দ্রের এই কথায় কিছু লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ত্রিদশনাথ! এই ঋষি অতি উগ্রস্বভাব। ইহাঁরে ছলিতে গেলে ইনি কুপিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিবেন। এই কার্য্যে আমার কিছুতেই সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রম্ভা ভয়কম্পিত হৃদয়ে করপুটে এইরূপ নিবেদন করিলে দেবরাজ তাহারে কহিলেন, রম্ভে! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে; দেখ, আমি এই পাদপ-দল-সমলঙ্কৃত বসন্ত কালে মধুর-কণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ পূর্ব্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব; তুমি ললিত-

বেশে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া এই মহর্ষির চিত্ত বিকার উৎপাদন কর।

অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিল এবং বিশুদ্ধস্বর সংযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রও কোকিল হইয়া কলকণ্ঠে কুহূরব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের মধুর স্বর ও কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কৌশিক নিতান্ত পুলকিত হইলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এক রমণীয়াকৃতি রমণী, অমনি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, বুঝিলেন, ইন্দ্রই এই চাতুরী বিস্তার করিতেছেন। তখন তিনি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া রম্ভাকে কহিলেন, রে পাপীয়সি! আমি এক্ষণে কাম ক্রোধের উপর জয়লাভের অভিলাষী হইয়াছি, কিন্তু তুই আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টায় আছিস্; এই অপরাধে আমি তোকে অভিশাপ দিতেছি, তুই দশ সহস্র বৎসর শিলাময়ী হইয়া থাক্। কোন সময়ে এক তপঃপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া তোরে আমার এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া রম্ভাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান পূর্বক অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন।

রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র এবং অনঙ্গও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান কৌশিক কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে অশান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কদাচই আর এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিব না এবং এইরূপে আর কাহাকেও অভিশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল কুম্ভক করিব এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্বক দেহ শোষণে প্রবৃত্ত হইব। যে পর্য্যন্ত না তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারি, তাবৎ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অনাহারে থাকিব। এইরূপ তপস্যায় কদাচই আমার শরীর ক্ষয় হইবে না।

পঞ্চষষ্টি সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিঃশ্বাস রোধ পূর্ব্বক অনাহারে কালাতিপাত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া উত্তর দিক পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সহস্র বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। বহুবিধ বিঘ্ন তাঁহার চিত্তকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল, তথাচ অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল না। প্রত্যুত তিনি ক্রোধকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তপঃসাধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর ব্রতকাল পরিপূর্ণ হইলে তিনি অন্ন ভোজন করিবার বাসনা করিলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। এই অবসরে সুরপতি ইন্দ্র দ্বিজাতিবেশে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়া সেই সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। কৌশিকও স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদায় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পূর্ব্ববৎ মৌনব্রত ধারণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে পুনরায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই

অগ্নি প্রভাবে ত্রৈলোক্য প্রদীপ্ত হইয়াই যেন একান্ত আকুল হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবর্ষি গন্ধর্ব পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে বিমোহিত দুঃখিত ও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা বিবিধ উপায়ে মহর্ষি কৌশিকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে তাঁহার শরীরে আর কোনরূপ পাপের সঞ্চার দেখিতে পাই না। তাঁহার তপোবল ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতঃপর যদি আপনি তাঁহার প্রার্থনাসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তপোরূপ তেজে বিশ্ব দগ্ধ করিবেন। ঐ দেখুন, এখন চারিদিক একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন পদার্থেরই অভিজ্ঞান লাভ হইতেছে না। সাগর সকল তরঙ্গ-সংকুল পর্বত বিদীর্ণ ও ভূমিকম্প হইতেছে। বায়ু নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। প্রভাকরের আর প্রভা নাই। লোক সকল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং মোহ-গ্রস্তের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি, কিছুই বুঝিতে পারি না। সেই অনলসঙ্কাশ তেজস্বী মহর্ষি যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় যাবৎ বিশ্ব বিনাশের সঙ্কল্প না করিতেছেন তাবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করা বিধেয় হইতেছে।

আমরা অধিক আর কি কহিব, যদি ঐ মহর্ষির সুররাজ্য অধিকা-রেরও স্পৃহা হইয়া থাকে, আপনি না হয় তাহাও দিন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মা কৌশিকের সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমরা তোমার এই কঠোর তপস্যায় যৎপরোনাস্তি পরিতোষ পাইলাম। তুমি ইহারই প্রভাবে অতঃপর ব্রাহ্মণ হইলে। তোমার বিঘ্ন দূর হউক এবং অতিদীর্ঘ কাল জীবিত থাক। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় অভিলাষ গমন কর।

তপোধন বিশ্বামিত্র দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহা-দিগকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে যদি আমি দীর্ঘ আয়ুর সহিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তবে ওঁকার বষট্কার ও বেদসমুদায় আমাকে বরণ করুন এবং যিনি বেদবিৎ ও ধনুর্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য, সেই ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠও আমার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন করুন। যদি আপনারা আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, যান, নচেৎ আমি পুনরায় তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর সুরগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে তিনি বিশ্বা-মিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক অনুমোদন ও তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তখন দেবগণ বিশ্বামিত্রকে

সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কুশিকতনয়! তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই ব্রহ্মর্ষি হইলে। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপাদক সকলই তোমার সম্ভবপর হইতেছে। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব অধিকার পূর্বক পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

রাম! এই মহাত্মা এইরূপ উপায়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইনি মুনিগণের প্রধান, মূর্ত্তিমান তপস্যা ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তপোবল একমাত্র ইহাঁকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বিপ্রবর শতানন্দ এই প্রকারে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক রামলক্ষ্মণ-সমক্ষে গৌতমতনয় শতানন্দের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি নিতান্ত ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎকর্ষ লাভ হইল। মহর্ষি শতানন্দ যে সবিস্তরে আপনার তপঃসাধনের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, আমি তাহা মহাত্মা রামের সহিত শ্রবণ করিলাম এবং সদস্যেরাও আপনার গুণানু-

বাদ স্বকর্ণে শুনিলেন। আপনার তপ অপ্রমেয়, শক্তি অপরিমিত এবং গুণও অসাধারণ। আপনার সংক্রান্ত এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সম্যক তৃপ্তি লাভ হইল না; এক্ষণে সূর্য্যমণ্ডল দিগন্তে লম্বিত হইতেছে। দৈব ক্রিয়াকাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আপনি সুখে থাকুন এবং আমাকে সায়াহ্ন-ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। এই বলিয়া মিথিলাধিপতি জনক উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে প্রীতমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহর্ষি কৌশিকও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং সৎকৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টি সর্গ।

অনন্তর সুনির্ম্মল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের সৎকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। বচনবিশারদ ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, এই দুই ত্রিলোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয়কুমার তাহা দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। আপনি ইহাঁদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে ইহাঁরা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

মিথিলাধিপতি জনক কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যে কারণে এই কার্ম্মুক আমার আলয়ে সংগৃহীত আছে, আপনি অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা

করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ দানে সম্মত হই-তেছ না। এই কারণে এক্ষণে আমি এই শরাসন দ্বারা তোমা-দিগের শিরশ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়-মান হইয়া স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া আমার পূর্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর একদা আমি হল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতে-ছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। ক্ষেত্র শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম সীতা রাখিলাম। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার আলয়েই পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ম্মুকে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বীর্য্য-শুল্কা বলিয়া উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

অনন্তর নৃপতিগণ হরকার্ম্মুকের সার জ্ঞাত হইবার বাসনায়

মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে এই শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন কিছুই করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে কিরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ করুন।

ভূপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়-স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া, বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গ-মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গিণী সেনা দিলেন। ভূপালগণের সহিত পুনর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। বিস্তর নিহত হইতে লাগিল। তখন সেই নির্বীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাচার পামরেরা অমাত্য-গণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

হে তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে, সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম লক্ষ্মণকেও প্রদর্শন করিব। যদি দাশরথি রাম উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইহাঁকেই জানকী দান করিব, সন্দেহ নাই।

সপ্তষষ্টি সর্গ।

মহর্ষি কৌশিক জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তবে এখন আপনি রামকে সেই হরকার্ম্মুক প্রদর্শন করুন। তখন জনক মহর্ষির আদেশে সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা গিয়া সেই গন্ধলিপ্ত মাল্যসমলঙ্কৃত দিব্য শঙ্কর-শরাসন আনয়ন কর। মহাবল সচিবেরা জনকের আজ্ঞামাত্র পুরপ্রবেশ করিয়া কার্ম্মুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ-নির্ম্মিত মঞ্জূষামধ্যে স্থাপিত ছিল, অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণ পূর্ব্বক আনিতে লাগিল।

অনন্তর সচিবেরা অমরপ্রভাব রাজা জনকের সন্নিধানে হরধনু আনয়ন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন, তবে এই সর্ব্বনৃপতিপূজিত শরাসন প্রদর্শন করুন। তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু প্রদর্শনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই কার্ম্মুক অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষা করিতে পারেন

নাই, তাঁহারাও ইহাকে পূজা করেন। এই শরাসনের বিষয় আমি অধিক আর কি বলিব, মনুষ্যের ত কথাই নাই, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ উত্তোলন আস্ফালন এবং ইহাতে জ্যা আরোপণ ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি এই ধনু আনাইলাম, আপনি উহা কুমারযুগলকে প্রদর্শন করুন।

তখন কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জূষা উদ্‌ঘাটন ও ধনু অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে শরাসনের মধ্যভাগ গ্রহণ এবং বহু সংখ্য লোকের সমক্ষে তাহাতে গুণ আরোপণ পূর্ব্বক আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ঐ সময় বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোরতর শব্দ হইল। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবার কালে ভূভাগ যেমন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর সকলেই হতচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সকলে আশ্বস্ত হইল। জানকী-পরিণয়ে রাজা

জনকের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও অপনীত হইয়া গেল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি দাশরথি রামের বলবীর্য্যের সম্যক পরিচয় পাইলাম। এই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার। আমি মনেও এইরূপ করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভবপর হইবে। এখন আমার দুহিতা সীতা রামের সহিত পরিণীতা হইয়া জনকের কুলে কীর্ত্তি স্থাপন করিবে। এত দিনে আমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হইল। আমি প্রাণসমা জানকীকে রামের হস্তে সমর্পণ করিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাইবেন; বিনয় বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গপণে রামের সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করিবেন। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্বিঘ্নে আছেন, ইহাঁরা প্রীতমনে এই সংবাদও দিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতদিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

অষ্টষষ্টি সর্গ।

দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালেরা পরিচয় পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মহারাজের নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর ঐ সমস্ত দূতেরা অমরপ্রভাব বৃদ্ধ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! মন্ত্রী ও ঋত্বিকের সহিত রাজা জনক কর্ম্মচারী উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভগবান কৌশিকের অনুমোদিত কার্য্য সংসাধনার্থ কহিয়াছেন, "যিনি ধনুর্ভঙ্গ পণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই সীতা সম্প্রদান করিব, পূর্ব্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। অনেকানেক হীনবল ভূপাল এই ধনুর্ভঙ্গ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইয়া রোষ-কষায়িতমনে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রাম

যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত আগমন পূর্ব্বক সভামধ্যে প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড করিয়া পণে সীতাকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাঁকে কন্যা দান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ করিব; আপনি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত অবিলম্বে মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে একবার চক্ষে দেখুন এবং আমারেও এই কন্যাভার হইতে উদ্ধার করুন। আপনি মিথিলা রাজ্যে আগমন করিলে পুত্রদ্বয়েরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন।” নরনাথ! রাজা জনক মহর্ষি কৌশিকের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এই-রূপই কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম, লক্ষ্মণের সমভিব্যহারে মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে থাকিয়া বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার বলবীর্য্যের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে কন্যা-দানের সংকল্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই।

মন্ত্রিগণ ঋষিবর্গের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন কোশলাধিপতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহা-দিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব।

রজনী উপস্থিত হইল। জনকের সর্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ রাজা দশরথের আবাসে পরম সমাদরে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

একোনসপ্ততি সর্গ।

অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! অদ্য ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধন রত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা নির্গত হউক। ভগবান্ বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূত সকল শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অশ্বযোজনা কর।

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ঋষিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল; সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন সংবাদে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করত কহিলেন,

নরনাথ! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই কুমার যুগলের বিবাহজনিত প্রীতি অনুভব করুন। সুরগণ-পরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও আমার সৌভাগ্য-গর্ব্বের আবির্ভাব হইতেছে। এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে কন্যাদানের বিঘ্ন সকল অপসারিত হইয়া গেল এবং আমারই ভাগ্যগুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহর্ষিগণ-সমক্ষে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! পরম্পরায় এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ না করা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক সত্যবাদী অযোধ্যাধিপতির এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্গত যশস্কর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ রাম ও লক্ষ্মণের মুখারবিন্দ অবলোকনে

পুলকিত এবং বিদেহাধিপতি জনক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ রাজা জনকও শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষ সম্পাদন পূর্বক রাজকুমারীদ্বয়ের পরিণয়োচিত লৌকিক কার্য্য সমুদায় সমাপন করিয়া বিশ্রামশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সপ্ততি সর্গ।

রজনী প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলক সমুদায় সংগৃহীত রহিয়াছে এবং যে স্থান দিয়া ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাংকাশ্যা নাম্নী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্ম্মশীল তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। এক্ষণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। কুশধ্বজ আমার যজ্ঞ-রক্ষক রূপে নিযুক্ত আছেন। তিনি এস্থানে আসিয়া আমারই সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করিবেন।

মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকট এইরূপ কহিলে কার্য্য-কুশল দূতেরা তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনিও অবিলম্বে তাহাদিগকে সাঙ্কাশ্যা নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। তখন দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুর ন্যায় মহারাজ কুশধ্বজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট

রাজা জনক যেরূপ কহিয়াছিলেন অবিকল তাহাই কহিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর পরিণয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আজ্ঞাক্রমে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে ও মহর্ষি শতানন্দকে অভিবাদন পূর্বক রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জনক ও কুশধ্বজ সুদামন নামক মন্ত্রীকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি এক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ রাজা দশরথের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। রাজ-মন্ত্রী সুদামন রঘুকুলপ্রদীপ রাজা দশরথের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! রাজা জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনারে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছেন। মহারাজ দশরথ মন্ত্রিপতির এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া ঋষিগণ এবং অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যথায় রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিলেন; কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাদিগের কুলদেবতা। আমার সকল কার্য্যে, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে

ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতি ক্রমে অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আমার কুলপর্য্যায় কীর্ত্তন করিবেন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! প্রত্যক্ষাদির অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাপ্রভাব তেজস্বী অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি যশস্বী ছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র—ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই অসিতের বিপক্ষে হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুগণ উত্থিত হইয়াছিল। দুর্ব্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষী দ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজ—

অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে এক জন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় পর্বতে ভৃগুনন্দন ভগবান চ্যবন বাস করিতেন। কমললোচনা অসিতমহিষী মহাভাগা কালিন্দী পুত্র-কামনায় দেবপ্রভাব ভার্গবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি ভার্গব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পরম সুন্দর তেজস্বী পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মগ্রহণ করিবে। কমললোচনে! তুমি শোকাকুল হইও না।

পতিদেবতা কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে নমস্কার করিলেন। বিধবা হইলেও তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়; এই কারণে উহার নাম সগর হইল। এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। তৎপরে ইহাঁরই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল। ইহাঁর পুত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন,

সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র, নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথে আত্মজ। বিদেহনাথ! আদি পুরুষ অবধি বংশ-পরম্পরা-পরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরম ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণেরই নিমিত্ত আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করা যাইতেছে; আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপ-গুণসম্পন্না কন্যা সম্প্রদান করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদান কালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদ্বংশীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে অদ্বিতীয়বীর ধর্ম্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্ম্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। ইহাঁরই নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনকশব্দে আহূত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু, উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত, রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর, মহাবীরের পুত্র সুধীর সুধৃতি। সুধৃতি হইতে ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কীর্ত্তিরথ। কীর্ত্তিরথ হইতে দেবমীঢ় উৎপন্ন হন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমণ্, মহারোম-

ণের পুত্র স্বর্ণরোমণ, স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রস্বরোমণ। এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বন প্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেছিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধন্বা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দূতমুখে এই কথা কহিয়া দিলেন, যে আমাকে হর-কার্ম্মুক ও কমল-লোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই কারণে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমিই তাঁহাকে সমরে পরাঙ্মুখ ও সংহার করি। তপোধন! সুধন্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইহাঁর জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি প্রীতমনে দুই কন্যাই দান করিব। সুরকন্যার ন্যায় সুরূপা বীর্য্যশুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং ঊর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। ত্রিসত্য করিতেছি, আমি প্রীতমনে অব-

শ্যই এই কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মঘা নক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্ত্তব্য হই-তেছে।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বিদেহাধিপতি জনক এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুসারে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এই উভয় কুলের কথা আর বলিব কি, অন্য বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ সীতা ও ঊর্ম্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই যৌন সম্বন্ধ সম্যক উপযুক্তই হইল এবং ইহাঁদের যে প্রকার রূপ, ইহা তাহারও অনুরূপ হইল। মহারাজ! এক্ষণে আমার আর একটি বক্তব্য অবশেষ রহিয়াছে, আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মশীল কুশধ্বজের অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না দুই কন্যা আছে; আমরা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী রূপে ঐ দুইটিকেও প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন, মহীপাল দশরথের পুত্রেরা সকলেই প্রিয়দর্শন যুবা ও লোকপালসদৃশ এবং দেবতার ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন। অতএব এক্ষণে আপনি ঐ উভয় ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহসম্বন্ধ অবধারণ করিয়া ইক্ষ্বাকু কুলকে বন্ধন করুন। এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কৌশিকের মুখে বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই অনুরূপ কুলসম্বন্ধে অনুজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি, তাহাই হইবে। কুশধ্বজের দুই দুহিতা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় দিবসে উত্তর ফল্গুনীনক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রে ভগ দেবতা আছেন, সুতরাং উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস হইতেছে। এক্ষণে চারি মহাবল রাজপুত্র একদিনেই চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন।

সুশীল জনক এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে কহিলেন, আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদিগের শিষ্য। আপনারা আমাদিগের তিন জনেরই রাজসিংহাসন অধিকার করুন। যেমন মিথিলা নগরী মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ বিনিয়োগের যোগ্য রাজধানী অযোধ্যাও আমার তদ্রূপ। অতএব আপনারা প্রভুত্ব বিস্তারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না; যেরূপ উচিত বোধ করেন, তাহাই হইবে।

রাজা জনক এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ হৃষ্ট ও পরম

সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, মিথিলানাথ! আপনারা উভয় ভ্রাতাই অসীমগুণসম্পন্ন। জনক বংশের ঋষিতুল্য রাজগণ আপনাদিগের সৌজন্যে সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন। আপনি সুখী হউন। আমি এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করি। গিয়া আমাকে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমুদায় বিধিবৎ বিধান করিতে হইবে।

অনন্তর যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ভগবান বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার সম্পাদন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহু সংখ্য ধেনু প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণের উদ্দেশে চারি লক্ষ সুবর্ণ-শৃঙ্গ-সম্পন্না দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ভূরি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেন এবং সেই গোদান-সংস্কার-সংস্কৃত তনয়গণে পরিবৃত হইয়া লোকপালপরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

মহারাজ দশরথ যে দিবসে এই গোদান-সংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিবস কেকয়রাজের আত্মজ, ভরতের মাতুল মহাবীর যুধাজিৎ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া অনাময় প্রশ্ন পূর্বক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! কেকয়নাথ স্নেহের সহিত আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি যাঁহাদের শুভানুধ্যান করিয়া থাক, এক্ষণে তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল। মহারাজ! পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই কারণে আমিও আপনার রাজধানী অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। অযোধ্যায় গিয়া শুনিলাম, আপনার তনয়েরা বিবাহার্থ আপনারই সহিত মিথিলায় আসিয়াছেন। আমি তথায় এই কথা শুনিয়া ভাগিনেয় ভরতকে দেখিবার আশয়ে সত্বর এই স্থানে আগমন করিলাম। রাজা দশরথ মাননীয় প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে অভ্যাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন।

অনন্তর দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনীও উপস্থিত

হইল। অযোধ্যার অধিনাথ তনয়গণের সহিত পরমসুখে নিশা যাপন পূর্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান করত মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচার সকল পরিসমাপ্ত হইলে শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্ত্তে সর্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিলেন। সকলে তথায় উপনীত হইলে ভগবান্ বশিষ্ঠ একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদেহাধিনাথ জনককে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজাধিরাজ দশরথ মঙ্গলসূত্রধারী পুত্রগণের সহিত প্রবেশ দ্বারে সম্প্রদাতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গৃহীতা একত্র হইলে সকল কর্ম্মই হইতে পারে। অতএব আপনি বৈবাহিক লৌকিক কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।

দাতা ধর্ম্মজ্ঞ জনক মহাত্মা বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! দ্বারে এমন কোন্ দ্বারপাল আছে? সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? এই রাজ্যে আমার ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ অধিকার; সুতরাং নিজ গৃহপ্রবেশের আর বিচার কি? দেখুন, আমার কন্যাগণের সমুদায় মঙ্গলাচরণ সমাপন হইয়াছে। তাঁহারা প্রদীপ্ত পাবকশিখার ন্যায় বেদিমূলে মিলিত আছেন। আমিও এই বেদিতে বসিয়া

এখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই বৈবাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুখে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঋষিগণ ও তনয়দিগকে লইয়া সভা প্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহ কর্ম্ম সম্পাদন করুন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া গৌতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন। উহার চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্র কুম্ভ, শরাব, ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, লাজপাত্র, শঙ্খাধার, অর্ঘ্য-ভাজন, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুব, স্রুক উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে তথায় বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণবিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহি-লেন, রাম! এই সীতা আমার দুহিতা; ইনি তোমার সহ-ধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইহাঁর পাণি গ্রহণ কর;

মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন। রাজর্ষি জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও উদক প্রক্ষেপ পূর্বক রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক আমি ঊর্ম্মিলাকে সম্প্রদান করি, তুমি অবিলম্বে ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। শত্রুঘ্নকে কহি-লেন, শত্রুঘ্ন! তুমিও শ্রুতকীর্ত্তিকে গ্রহণ কর। তোমরা সক-লেই সুশীল ও চরিতব্রত। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর কুমার চতুষ্টয় বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভিধ্বনি সঙ্গীত ও বাদিত্র বাদিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল।

গন্ধর্বেরা মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। যখন এইরূপে চারিদিক তূর্য্যরবে পরিপূরিত হইল, তখন দশরথের তনয়গণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও বরবধূসঙ্গমে নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া উঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎ-কৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধন স্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার শত সংখ্য সখী এবং দাসী ও দাসও সমভিব্যাহারে দিলেন। মহারাজ জনক কন্যাগণকে এই রূপ বহুবিধ ধন দান করিয়া রাজা দশরথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও ঋষিবর্গকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে তনয়গণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পক্ষিগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, তপোধন! ঐ ভীম-দর্শন শকুনিগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে এবং মৃগ সক-

লও দক্ষিণ দিক দিয়া যাইতেছে। এক্ষণে বলুন, অকস্মাৎ এ আবার কি উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত ও মন স্তব্ধপ্রায় হইতেছে।

তখন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই যে নিমিত্ত উপস্থিত, ইহার পরিণাম যেরূপ শ্রবণ করুন। অন্তরীক্ষে পক্ষিগণের যে ঘোররব শ্রুতি-গোচর হইতেছে, ইহাই বিপদের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিতেছে, কিন্তু মৃগগণ উহার শান্তি সূচনা করিতেছে। অত-এব এক্ষণে আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে একটি প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহীরুহ সকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়-তর অন্ধকার সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল। কোন দিক আর কাহারই দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুবশে ভস্মরাশি উড্ডীন হইয়া সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিল। উহারা অচেতন হইয়া পড়িল। কেবল বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং সপুত্র রাজা দশরথ তৎকালে নিতান্ত অভিভূত হইলেন না।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলনিধনকারী জটামণ্ডলধারী ভৃগু-নন্দন রাম স্কন্ধদেশে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণ পূর্বক ত্রিপুরাসুরসংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায়

তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজা দশরথ সেই কৈলাশ শিখরীর ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ, স্বতেজঃপ্রদীপ্ত, পামরগণের দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিলেন। জপহোমপরায়ণ বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ তাঁহাকে সন্দর্শন পূর্বক বিরলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই জমদগ্নিতনয় রাম পিতৃবধে জাতক্রোধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল কি নির্ম্মূল করিবেন? ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পূর্বে ইহাঁর ক্রোধানল ত নির্বাণ হইয়াছিল, এক্ষণে কি পুনর্ব্বার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? ঋষিগণ এই রূপ কহিয়া অর্ঘ গ্রহণ ও মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্বক সেই ভীমদর্শন ভৃগুনন্দনকে পূজা করিলেন। প্রবলপ্রতাপ রামও ঋষিপ্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্য্য ও ধনুর্ভঙ্গ সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈব ধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড করিয়াছ ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্বপুরুষগণের এই ভীষণ শরাসনে শর যোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্য্যে বীর্য্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত প্রবলরূপে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

মহারাজ দশরথ জমদগ্নিতনয় রামের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে দীননয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি মহাতপা ব্রাহ্মণ; এক্ষণে ক্ষত্রিয়-বিনাশ-রোষে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং আমার এই বালকগণকে অভয় প্রদান করুন। আপনি স্বাধ্যায়-ব্রতশীল মহাত্মা ভার্গবদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ত্রিদশরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্বক শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম সাধনে মনঃ সমাধান ও ভগবান কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে অধিবাস করিতেছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি আমারই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন? দেখুন, রামের কোন রূপ অমঙ্গল ঘটিলে আমরা কি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব?

রাজা দশরথ এইরূপ কহিলে জমদগ্নিনন্দন তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক রামকে কহিলেন, রাম! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দুই খানি কার্ম্মুক প্রযত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্ব্বলোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাঙ্গিয়াছ, উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে সুরগণ ত্রিপুরাসুর সংহার বাসনায় প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমারই হস্তে বিদ্যমান। দেবতারা এই দুর্দ্ধর শরাসন বিষ্ণুকে দান করেন। এই পরপুরবিজয়ি বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ।

এক সময়ে সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলাসনকে নীলকণ্ঠ ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সত্যসঙ্কল্প বিরিঞ্চি সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উভয়ের বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে শিব ও বিষ্ণু পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুংকার পরিত্যাগ করিলেন। সেই হুংকার শব্দে ভীষণ শৈব শরাসন শিথিল হইয়া গেল। রুদ্র দেবও স্তম্ভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও ঋষিগণ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব ধনু শিথিল হইল দেখিয়া তাঁহাকেই অধিকবল বোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ রুদ্রও অনুরুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহ নগরে রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার ভুজদণ্ডে যে এই কোদণ্ড দেখিতেছ, ইহা বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাতেজা ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। অনন্তর কোন সময়ে তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মা জমদগ্নি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে অর্জ্জুন অধর্ম্ম বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহার বধ সাধন করিয়াছিলেন। রাম! আমি পিতার এই দারুণ বিসদৃশ বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বর্দ্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়াছি। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণা দান করি। আমি কাশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাস পূর্বক তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে হরকার্ম্মুক ভাঙ্গিয়াছ। আমি এই বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মর্য্যাদা পালন পূর্বক আমার এই পৈতৃক শরাসন গ্রহণ ও ইহাতে শর সংযোজন কর। যদি তুমি এই বিষয়ে কৃত-কার্য্য হও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

দাশরথি রাম জামদগ্ন্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃসন্নিধি নিবন্ধন মৃদুমন্দ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহাবীর! আপনি পিতার বৈরশুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। নির্য্যাতন-স্পৃহা বীরের অবশ্যই শ্লাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনার সমুচিতই হইয়াছে অঙ্গীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে যে আপনি বীর্য্যহীন অশক্তের ন্যায় অবমাননা করিতেছেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় হইতে পারে না। অতএব অদ্য আপনি আমার তেজ ও পরাক্রম উভয়ই প্রত্যক্ষ করুন।

এই বলিয়া রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ধনুতে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জামদগ্ন্য! তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই প্রাণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই দিব্য শর সামর্থ্যে বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে পারে।

ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোকসমুদায়, কি এই আকাশগতি কোন্‌টি নষ্ট করিব ?

ঐ সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষিবর্গ এবং গন্ধর্ব অপ্সর, সিদ্ধ চারণ কিন্নর, যক্ষ রক্ষ ও উরগগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। জামদগ্ন্যও নির্বীর্য্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদু বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ প্রতিষেধ করিলে আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম। তদবধি পৃথিবীতে আর রাত্রি বাস করি না। অতএব তুমি এক্ষণে আমার গতি নাশ করিও না। আমি এই গতিবলে মনসম বেগে মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্রা করিব। আর আমি যে তপোনুষ্ঠান দ্বারা লোক সকল সঞ্চয় করিয়াছি, তুমি এই দণ্ডে এই শরদণ্ডে তৎসমুদায় সংহার কর। হে বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি

অবিনাশী মধুরিপু! এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই এবং তোমার কার্য্য অলৌকিক। এই সকল দেবতারা সমাগত হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, তুমি যে আমাকে পরাভব করিলে, ইহাতে আমার লজ্জা কি। এক্ষণে তুমি এই অসম শর শরাসন হইতে মোচন কর। আমিও মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্রা করি।

মহাপ্রতাপ জামদগ্ন্য এইরূপ কহিলে শ্রীমান্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্যের তপোবল-সঞ্চিত লোক সকল বিনষ্ট ও সমস্ত দিক্ তিমির-নির্ম্মুক্ত হইল। তদ্দর্শনে সুরগণ ও ঋষিবর্গ রামের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জামদগ্ন্যও পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

জামদগ্ন্য প্রস্থান করিলে দশরথি রাম রোষ পরিহার পূর্ব্বক নীরাধিপতি বরুণকে ঐ বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিলেন। তিনি বরুণকে ধনু প্রদান করিয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক পিতা দশরথকে ভীত দর্শনে কহিলেন, পিতঃ! এক্ষণে জামদগ্ন্য প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্য আপনার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করুক।

রাজা দশরথ জামদগ্ন্যের প্রস্থান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রামকে বারংবার আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যেন তাঁহার ও আপনার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল।

অনন্তর তিনি সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমণীয় অযোধ্যা কুসুমের সুষমায় সুশোভিত এবং উহার রাজমার্গ সকল সলিলসেকে সুসিক্ত ও ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। নিরন্তর তূর্য্যরব উহার চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। পুরবাসিরা মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান, সর্ব্বত্রেই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল।

তখন মহারাজ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পৌরবর্গ ও পুর-বাসি বিপ্রগণ কর্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্বক ভোগ বিলাসে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ সহকারে ক্ষৌম-পূত কৌশেয়বসনসুশোভিত বধূগণের প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উহাঁদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং উহাঁদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্য-দিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রবেশোপযোগি আচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে বধূগণ নির্জনে পুলকিতমনে ভর্তৃগণের সহিত ভোগ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও সধন সজন কৃতদার ও কৃতাস্ত্র হইয়া পিতৃশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হই-লেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে মহারাজ দশরথ কৈকেয়ী-তনয় ভরতকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমার মাতুল কেকয়রাজকুমার মহাবীর যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি উহাঁর সমভিব্যাহারে গমন কর। তখন রাজকুমার

ভরত পিতার আদেশে শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহের আবাসে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পিতা মাতৃগণ ও প্রিয়কারী রামকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাত্রা করিলেন। মহাবীর যুধাজিৎও তাঁহাদিগকে লইয়া আনন্দিত-মনে স্বনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন ভরত ও শত্রুঘ্নকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না।

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে রাম ও মহাবল লক্ষ্মণ দেবসদৃশ পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পৌরকার্য্য সমুদায় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রযত্নে পুরবাসিদিগের প্রিয় ও হিতকর বিষয় সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মাতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দশরথ রামের এইরূপ চরিত্রে অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ বণিক ও দেশবাসী অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দশরথের তনয়গণ মধ্যে সত্যপরাক্রম রামই অতি যশস্বী ও ভূতগণ মধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় গুণবান ছিলেন। সেই মনস্বী দ্বাদশ বৎসরকাল সীতার সহিত নানা প্রকার সুখভোগ করিলেন। তিনি জানকীগতপ্রাণ ছিলেন, জানকীও একক্ষণের নিমিত্ত

তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিতেন না। তাঁহার পিতা রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই তাঁহাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এই কারণে এবং তাঁহার রমণীয় রূপ ও কমনীয় গুণে রাম তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জানকীর অভিপ্রায় স্পষ্টই জানিতেন এবং সুরকন্যার ন্যায়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় স্বরূপা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন।

তখন সুরেশ্বর বিষ্ণু যেমন কমলাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন সেইরূপ সেই প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে পাইয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সুশোভিত হইলেন।

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ।